৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০০

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	২য় সংখ্যা
শা'বান - রামাযান	১৪২১ হিঃ
কার্তিক ও অগ্রহায়ণ	১৪০৭ বাং
নভেম্বর	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার

আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ

তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- ✪ সম্পাদকীয় ০২
- ✪ দরসে কুরআন ০৩
- ✪ প্রবন্ধঃ
  - ❒ সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা ০৯
    - শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - ❒ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিপদ ১১
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ❒ কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি রহস্য ১৪
    - মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম মিঞা
  - ❒ প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১৭
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - ❒ অবাস্তব ও অমানবিক পাঠ্যক্রম, পরীক্ষায় নকল কল প্রবণতাঃ কতিপয় প্রস্তাব ১৮
    -আবু নসর ওয়াহিদ
  - ❒ ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভীর সাথে কিছুক্ষণ ২১
    -অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
  - ❒ মাহে শা'বান ও নফল ছিয়াম ২৩
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- ✪ ছাহাবা চরিত
  - ❒ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) ২৫
    -কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- ✪ নবীনদের পাতা
  - ❒ কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ২৯
    -নূরুল ইসলাম
- ✪ হাদীছের গল্প
  - ❒ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জ্ঞান দান করেন ৩২
    -কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- ✪ কবিতা ৩৩
  - o জ্বলবে ও জ্বালাবে সবকিছু *-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন*
  - o এসেছি আবার -মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
  - o প্রিয় তুমি *-সাগর আহমাদ শফী*
  - o এসো প্রশংসিত পথে *- মুহাম্মাদ আরিফ হোসাইন*
- ✪ সোনামণিদের পাতা ৩৪
- ✪ স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- ✪ মুসলিম জাহান ৪৩
- ✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- ✪ জনমত কলাম ৪৫
- ✪ সংগঠন সংবাদ ৪৬
- ✪ প্রশ্নোত্তর ৪৯

cÖQ` cwiwPwZ : Zvlnx` UvĎ (¥iwR:)-Gi ¤m¨R¥bÅ bewbg©Z nvq`vivev` Avn¥j nv`xm gmwR`, bqvevox, MvRxcyi|

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বন্দী ফিলিস্তীনঃ জবাব সশস্ত্র জিহাদ

'উড়ে এল চিল জুড়ে নিল বিল' বলে বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য চালু আছে। আজকের ফিলিস্তীনের অবস্থা তাই। সংখ্যাগুরু ফিলিস্তীনী আরব মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত করে বাহির থেকে আসা মুষ্টিমেয় সংখ্যক ইহুদী ফিলিস্তীনের শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা গ্রাস করে সেখানে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেছে। আর সেখানকার স্থায়ী নাগরিক ফিলিস্তীনী জনগণ এখন সারা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বাস্তু হিসাবে দুর্বিসহ জীবনের ঘানি টেনে চলেছে। ইহুদী কামানের বিরুদ্ধে তাদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপকে অভিহিত করা হচ্ছে 'সন্ত্রাস' বলে। এটাই হ'ল আজকের নিষ্ঠুর বাস্তবতা। আর এটা করছে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া তথা আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলি।

ফিলিস্তীনের পরিচয়ঃ ফিলিস্তীনের পূর্ব নাম 'কেন'আন'। হযরত নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের নাম 'ফিলিস্তীন'। ক্রিট' ও 'এজিয়ান' সাগরের দীপপুঞ্জ থেকে আগত ফিলিস্তীনীদের নামানুসারে এই অঞ্চল 'ফিলিস্তীন' নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টানদের আগমনের বহু পূর্বেই এরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ফিলিস্তীনীরা 'অগনন' সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আরব-বংশ সম্ভূত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। খলীফা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ১৩-১৭ হিজরী সনে পূর্ণভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়। তখন থেকেই ফিলিস্তীন মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। মাঝে ১০৯৬ হ'তে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯১ বছর খৃষ্টান ক্রুসেডাররা একে দখলে রেখেছিল। তারা 'মসজিদে আক্বছা'-এর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সত্তর হাযারের অধিক মুসলমানকে এক সপ্তাহের মধ্যে হত্যা করে। পরবর্তীতে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কাছে পরাজিত হয়ে খৃষ্টান দস্যুরা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর এদেশ দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবত ওছমানীয় তুর্কী খেলাফতের শাসনাধীনে একটি প্রাদেশিক রাজ্য ছিল। তাদের নিজস্ব সরকার ছিল, ছিল পৌরসভা এবং রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে ওছমানীয় পার্লামেন্টে ছিল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এরপর মহাপ্রলয়ের মত বিশ্বব্যাপী ১ম মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠল ১৯১৪ সালে। যুদ্ধ শেষে 'ভার্সাই চুক্তি'র বলে ফিলিস্তীনকে নিয়ে নেয় বৃটেন। শুরু হয় বিপর্যয়। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেন কর্তৃক 'বেলফোর' ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯১৮ সাল থেকে বহিরাগত ইহুদীদের জন্য ফিলিস্তীনের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা এখানে এসে বসতি স্থাপন শুরু করে। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ১০,১৬২ বর্গমাইল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তীনে (প্যালেষ্টাইন) ১৯১৮ সালে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোকসংখ্যা ছিল ৭০,৮০০। এর মধ্যে আরব ছিল শতকরা ৯৩ ভাগ এবং বাদবাকী ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহুদী। মাত্র ৩০ বছর পরে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে যখন বৃটেন সেখান থেকে চলে আসে, তখন ফিলিস্তীনের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,৫০,০০০। যার মধ্যে ২ লাখ দেশীয় ইহুদী, ৪ লাখ বহিরাগত ইহুদী ও বাদবাকী সাড়ে ১৩ লাখ সুন্নী আরব মুসলিম। **ফিলিস্তীনের মর্যাদাগত পরিচয় হ'ল এই যে,** এর বুকেই রয়েছে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা ও মে'রাজের স্মৃতিধন্য 'বায়তুল আক্বছা'। এখানে রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক্ব ও ইয়াকূব (আঃ)-এর কবর। কা'বা গৃহের ৪০ বছর পরে দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এটিই পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন ও দ্বিতীয় ইবাদত গৃহ। এর অনতিদূরে 'বেথেলহামে' ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই তাঁকে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর হাতেই এখান থেকে অনতিদূরে ইয়াজূজ-মাজূজ ও দাজ্জাল ধ্বংস হবে। 'তূর' পাহাড়ও এখানে অবস্থিত। আদম ও ইউসুফ (আঃ) এখানেই নিজেদের দাফন হওয়ার অছিয়ত করেন।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিমা শক্তিসমূহের চাপ ও প্ররোচনায় ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তীনের বিভক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে। যেখানে ফিলিস্তীনে একটি পৃথক আরব রাষ্ট্র ও একটি পৃথক ইহুদী রাষ্ট্র এবং যেরুযালেমের জন্য একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল গঠনের কথা বলা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে বৃটেন ফিলিস্তীন ত্যাগ করার সাথে সাথে ইহুদী নেতারা স্বাধীন 'ইস্রাঈল' রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় এবং তার কয়েক মিনিট পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর ১৯৪৯ সালে বৃহৎশক্তিবর্গ তাকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র করে নেয়। অতঃপর ইঙ্গ-মার্কিন ও ইস্রাঈলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে দশ লক্ষ আরব মুসলিম নিজেদের দেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আরব দেশ সমূহে আশ্রয় নেয়। আর ফিলিস্তীনে থেকে যায় মাত্র ২,৪৭,০০০ জন আরব। ফিলিস্তীনের ৮০% ভূভাগ দখল করে নেয় আগ্রাসী ইস্রাঈলী দখলদাররা। সেদিন থেকে নিয়ে বিগত ৫২ বছর যাবত চলছে এই ফিলিস্তীনী ট্রাজেডী। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের উদ্বাস্তু শিবিরে যাদের জন্ম ও মৃত্যু। ইস্রাঈলের পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে চলছে তাদের নিয়মিত রক্তের হোলিখেলা। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।...

ঘটনার সূত্রপাতঃ ইস্রাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান কট্টরপন্থী বিরোধী দলীয় লিকুদ পার্টির নেতা এরিয়েল শ্যারনের উস্কানীমূলক ভাবে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে যেরুযালেম সফরের পর থেকে বর্বর ইস্রাঈলী বাহিনী নতুন করে তাদের সামরিক হামলা জোরদার করে এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহের হামলায় ইতিমধ্যে দু'শতাধিক ফিলিস্তীনী নিহত ও সাত হাযারের অধিক আহত ও পঙ্গু হয়ে গেছে চিরদিনের মত। পশ্চিমতীরে ফিলিস্তীনী পুলিশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বিধ্বস্ত হয়েছে। রামাল্লায় প্রেসিডেন্ট আরাফাতের সরকারী বাসভবন হয়েছে নিষ্ঠুর রকেট হামলার শিকার। যে ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টচক্র ও জাতিসংঘ 'ইস্রাঈল' নামক অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল, তারাই আবার ১৬ই অক্টোবর মিসরে গিয়ে শার্ম আল-শেখে বসল শান্তি আলোচনার নামে অন্যায় কালক্ষেপনের কুটকৌশল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। ওদিকে ২৩শে অক্টোবরে কায়রোতে বসল আরব লীগ। কিন্তু সর্বত্র নেতৃপর্যায়ে রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের গোপন কালো হাত ও আসুরিক চাপ। ফলে জোড়াতালি দেওয়া একটা চুক্তির নামে পর্বতের মুষিক প্রসব হয়েছে মাত্র। ফিলিস্তীনীরা মার খেয়েই চলেছে। প্রতিদিন সেখানে লাশ পড়ছে। বাড়ছে আহত ও নিহতের সংখ্যা। ধ্বংস হচ্ছে স্থাপনা। সমস্ত আরব রাষ্ট্রে হয়েছে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের জনমত ও সেই সাথে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্ব জনমত।

প্রতিরোধ সংগ্রামঃ ১৯৬০ সালে আরব রাষ্ট্রসমূহের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় P.L.O. ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারীতে এর নেতৃত্বে আসেন কায়রোর ফিলিস্তীন ছাত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিপ্লবী ছাত্রনেতা ইয়াসির আরাফাত। যিনি ইতিপূর্বেই 'আল-ফাতাহ' গেরিলা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। মার্কসবাদী 'পপুলার ফ্রন্ট' ও ইসলামপন্থী 'হামাস' গ্রুপ থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তীনী জনগণের নেতৃত্ব রয়েছে মূলতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের হাতে।

সমাধান কোন পথেঃ ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে এযাবত যতগুলো যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ ব্যতীত বাকী সব ক'টি প্রচলিত যুদ্ধেই আরবরা ও মিসরীয়রা পরাজিত হয়েছে। একমাত্র 'ইনতিফাদা' বা জনযুদ্ধই সেখানে কার্যকর প্রতিরোধ হিসাবে অনেক আরব সামরিক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইনতেফাদায় ইস্রাঈল দারুনভাবে মার খাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা দক্ষিণ লেবানন থেকে ১৬ বছর পরে হেযবুল্লাহ গেরিলাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে পালিয়েছে। ট্যাংক-রকেট-কামান ইত্যাদি প্রচলিত অস্ত্র প্রয়োগ করে বেসামরিক জনগণকে হত্যা করলে ইস্রাঈল একদিকে যেমন বিশ্ব জনমত হারাবে, অন্যদিকে তেমনি কাপুরুষোচিত অন্যায় কর্মের জন্য নিজ জনগণের কাছেও নিন্দিত হবে। ইস্রাঈলকে জব্দ করতে গেলে তাই 'ইন্তিফাদা' বা ব্যাপক জনযুদ্ধই মোক্ষম পথ এবং সেপথই বেছে নিয়েছে ফিলিস্তীনী জনগণ। তারা সব হারিয়েছে। এখন আর তাদের হারাবার কিছু নেই। তাই কেবল নিয়মিত সামরিক বাহিনী নয়, ফিলিস্তীনের প্রত্যেক নাগরিক এখন সৈনিকে পরিণত হয়েছে। এমনকি মায়েরাও অধিক সন্তান জন্মদানে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। যাতে তাদের সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে ফিলিস্তীনের হারানো স্বাধীনতা ফিরে আসে। আর এটা বাস্তব যে, গণ বিস্ফোরণ বোমা বিস্ফোরণের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। এই সশস্ত্র জনযুদ্ধ বা জিহাদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক আগ্রাসী শক্তির হাতে বন্দী ফিলিস্তীনের মুক্তি আসবে ইনশাআল্লাহ।

সেই সঙ্গে আমরা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনী নির্দেশের দিকে ফিরে আসতে আহ্বান জানাই। তারা যেন ইহুদী-খৃষ্টান ও কুফরী শক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করেন এবং তারা যেন অতি দ্রুত 'ওআইসি'কে সক্রিয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটে রূপান্তরিত করেন। তাহ'লে শুধু ইস্রাঈল নয়, কাশ্মীর আফগানিস্তান, কসোভো, চেচনিয়া, সোমালিয়া সহ বিশ্বের সকল স্থান হ'তে মুসলিম নির্যাতন নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি যত দ্রুত উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

ছবর ও ছালাত

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۝

১. অনুবাদঃ 'তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর। তবে তা যথেষ্ট কঠিন বিনয়ী লোকেরা ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ৪৫)*। যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তারা তাদের প্রভুর সম্মুখীন হবে এবং তারা তাঁর নিকটে ফিরে যাবে' *(৪৬)*।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

১. ওয়াস্তা'ঈনূ (وَاسْتَعِيْنُوْا)ঃ 'এবং তোমরা সাহায্য কামনা কর'। ছীগা جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر বাব استفعال মাদ্দাহ العَوْنُ অর্থঃ সাহায্য। সেখান থেকে মাছদার الإستعانة। 'সাহায্য প্রার্থনা করা'। জীবিত মানুষ একে অপরের নিকটে সাহায্য চাইতে পারে। কিন্তু মৃত মানুষের নিকটে নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র নিকটে বান্দা সর্বাবস্থায় সাহায্য চাইতে পারে।

২. আছ-ছাব্র (الصَّبْرُ) অর্থঃ ধরে রাখা, রোধ করা, আটক করা, ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি। মানুষ সর্বদা নিজ প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে ও তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। আর এটাই হ'ল 'ছবর' বা ধৈর্য।

৩. 'আলাল খা-শে'ঈন (عَلَى الْخَاشِعِيْنَ)ঃ 'বিনয়ীদের উপরে'। একবচনে الخَاشِعُ অর্থঃ বিনয়ী। বাব اسم فاعل فَتَحَ يَفْتَحُ মাদ্দাহ الخُشُوْعُ অর্থঃ নীচু হওয়া, বিনীত হওয়া। خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ অর্থঃ 'আওয়ায নীচু হয়ে গেছে'। শারঈ অর্থেঃ আল্লাহ্র সম্মুখে বান্দার নিজ ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে হৃদয়ে যে ভীতিপূর্ণ বিনয় সৃষ্টি হয়, তাকে খুশূ' (الخُشُوْعُ) বলা হয়। পক্ষান্তরে বাহ্যিক বিনয় ও দীনতাকে খুযূ' (الخُضُوْعُ) বলা হয়। তবে খুশূ'-খুযূ' শব্দ দু'টি সর্বদা প্রায় সমার্থক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

৪. ইয়াযুন্নুনা (يَظُنُّوْنَ)ঃ 'তারা ধারণা করে'। ছীগা جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাদ্দাহ الظَّنُّ অর্থঃ ধারণা। কিন্তু কখনো কখনো 'ইয়াক্বীন' অর্থে আসে। যেমন, এখানে 'ইয়াক্বীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস অর্থে এসেছে। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে এসেছে যে, জান্নাতবাসীগণ ক্বিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা পেয়ে খুশী হ'য়ে বলবেঃ إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ 'আমি নিশ্চিত জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে' *(হা-ক্বাহ ২০)*।

৫. মুলা-কূ রব্বিহিম (مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ) 'তাদের প্রভুর সঙ্গে মুলাক্বাত করবে'। আসলে ছিল مُلَاقُوْنَ رَبَّهِمْ কিন্তু إضافت বা সম্বন্ধ পদ হওয়ার কারণে শেষ অক্ষর نون বিলুপ্ত হয়েছে। আসলে ছিল مُلَاقِيُوْنَ শেষের 'হরফে ইল্লাত' ى বিলুপ্ত হয়ে তার হরকত পূর্বের 'হরফে ছহীহ' ق -এর উপরে দেওয়া হয়েছে। ছীগা اسم فاعل বাহাছ جمع متكلم বাব مفاعلة মাদ্দাহ اللِّقَاءُ। অর্থঃ সাক্ষাৎ, মাছদার الملاقاة। অর্থঃ পরস্পরে সাক্ষাত করা।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

অত্র আয়াতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও সংকট নিবারণের নিশ্চিত প্রতিকার হিসাবে 'ছবর ও ছালাতের' কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, স্বীয় নফসের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ না করা ব্যতীত কোনরূপ সংকট উত্তরণ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষের প্রতি তাঁর দয়ার অন্ত নেই। অহেতুক কোন কষ্ট তিনি মানুষকে কখনোই দেন না। যদি দেন, তবে সেটা মানুষের মঙ্গলের জন্যই দিয়ে থাকেন। যদিও মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান প্রথমে সেটাকে উপলব্ধি করতে পারে না। ঝড়-বৃষ্টি-বাদল-বন্যা-বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাঠিয়েও আল্লাহপাক চান বান্দা যেন তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং স্বেচ্ছাচারী না হয়। কেননা প্রবৃত্তি পূজারী না হ'য়ে আল্লাহমুখী হওয়ার মধ্যেই বান্দার কল্যাণ বেশী। পথভোলা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহপাক মাঝে-মধ্যে এ ধরনের বিপদাপদ হুঁশিয়ারী স্বরূপ প্রেরণ করে থাকেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ – الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের'। 'যখন তাদের উপরে কোন বিপদ আপতিত হয়, তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ১৫৫-৫৬)*।

মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রায় সকল দুঃখ-কষ্ট মানুষের নিজস্ব ভুল ও অন্যায়ের কারণেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকের চিরন্তন রীতি হ'ল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। পানিতে নামলে ভিজবে, আগুনে হাত দিলে জ্বলবে, কাঁটায় পা দিলে ফুটবে। এই রীতি আল্লাহ্রই সৃষ্টি এবং এই রীতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনা আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত।[১]

যেমন আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ – 'স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুন। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৪১)*। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه – وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه– 'যে ব্যক্তি এক সরিষা দানা পরিমান নেকী করবে, সেটাও দেখা হবে এবং যে ব্যক্তি এক সরিষা দানা পরিমান মন্দ করবে, সেটাও দেখা হবে' *(যিলযাল ৭-৮)*।

এলাহী আযাব নাযিলের বিধিঃ

উপরের আলোচনায় এলাহী আযাব নাযিলের প্রধান দু'টি বিধি ফুটে ওঠে। ১-আল্লাহ সরাসরি বান্দার উপরে আযাব নাযিল করেন ২- বান্দার কৃতকর্মের ফল স্বরূপ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে গযব নাযিল হয়। কিন্তু দু'টিরই উদ্দেশ্য থাকে একটি এবং সেটি হ'ল বান্দার কল্যাণ সাধন। তবে উক্ত দু'টি বিধির মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে আছে **তৃতীয় আরেকটি বিধি**। সেটি হ'ল কৃতকর্মের ফলাফলের বাইরে নেককার বান্দার গোনাহ মাফের জন্য ও পরীক্ষার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিপদ-মুছীবত নাযিল হ'তে পারে। সেকারণ অনেক সময় বদকার লোকেরা দুনিয়ায় সুখে থাকে ও নেককার লোকেরা সর্বদা বিপদের মধ্যে থাকে। যেমন হাদীছে এসেছে, مَايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وماعليه خطيئة–

'মুমিন পুরুষ ও নারীর নিজ জীবনে, সন্তানাদির জীবনে ও মাল-সম্পদে সর্বদা বিপদাপদ হ'তেই থাকে। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাথে মুলাক্বাত করে এমন অবস্থায় যে, তার উপরে কোন গোনাহ থাকবে না।[২] অন্য হাদীছে এসেছে, من يُرد اللهُ به خيراً يُصِبْ منه– 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন'।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে, إنَّ عِظَمَ الجزاء مع عِظَمِ البلاء وان الله إذاأحب قوما ابتلا هم، فمن رضى فله الرضا ومن سَخِطَ فله السُّخْطُ–

'নিশ্চয়ই বড় বিপদে বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি সে পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।[৪] অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مايصيبُ المسلمَ من نَصَبٍ ولا وصب ولا هَمٍّ ولاحَزَنٍ ولا أذًى ولا غَمٍّ حتى الشَّوكةَ يُشَاكُهَا إلا كفَّر اللهُ بها خطاياه–

'কোন মুসলমান যখন কোন কষ্ট, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বেদনা, সংকট, এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, (যদি সে এতে ছবর করে ও সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে) এগুলিকে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেন'।[৫]

গুনাহের কাফফারা ছাড়াও স্রেফ পরীক্ষার মাধ্যমে নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কষ্ট-মুছীবত আপতিত হ'তে পারে। আর সেকারণেই নিষ্পাপ-মা'ছূম হওয়া সত্ত্বেও নবীগণই দুনিয়ায় সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি। যেমন-

قال سعد للنبى صلى الله عليه وسلم: ايُّ الناس اشد بلاءً قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه– إن كان فى دينه صَلْبًا اشتدَّ بلاءُه وإن كان فى دينه رِقَّةٌ ابتلاه الله على حسب دينه– فمايبرح البلايا على العبد حتى يمشى على الارض وما عليه خطيئةٌ–

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মানবসমাজে সর্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কারা? তিনি বললেন, নবীগণ। অতঃপর তাদের কাছাকাছি স্তরের লোকেরা। অতঃপর তাদের কাছাকাছি স্তরের লোকেরা। মানুষ তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যদি দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা থাকে, তবে তার পরীক্ষা (অর্থাৎ বিপদাপদ) কঠিনতর

১. *ইবরাহীম (আঃ) আগুনে পোড়েননি, ইউনুস (আঃ) পানিতে ডোবেননি আল্লাহ্র বিশেষ হুকুমে। নবী-রাসূলদের এমনিতরো হাযারো মু'জেযা উক্ত ব্যতিক্রমী রীতি সমূহের বাস্তব প্রমাণ।* -লেখক।

২. *তিরমিযী, রিয়ায 'ছবর' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৬৪।*
৩. *বুখারী, রিয়ায পৃঃ ৬০।*
৪. *তিরমিযী, রিয়ায পৃঃ ৬১।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায পৃঃ ৫৯।*

হবে। আর যদি দ্বীনের ব্যাপারে নম্রতা থাকে, তবে আল্লাহ তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষা নিবেন। এইভাবে বান্দার উপরে বালা-মুছীবত হ'তেই থাকবে। এক সময় সে ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করবে পাপশূন্য অবস্থায়'।[৬]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون... 'মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত হ'লেন নবীগণ অতঃপর নেককার বান্দাগণ স্তর অনুযায়ী...।[৭]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إذا اراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبةَ فى الدنيا وإذا اراد الله بعبده الشرَّ أمْسَكَ عنه بذنبه حتى يُوَافِىَ به يومَ القيامة– 'যখন আল্লাহ তার কোন বান্দার মঙ্গল কামনা করেন, তখন দুনিয়াতেই তার গোনাহের বদলা দ্রুত নিয়ে নেন। আর যখন কোন বান্দার মন্দ কামনা করেন, তখন তার গোনাহের বদলা আটকিয়ে রাখেন ও ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণভাবে তা দিয়ে দেন'।[৮]

কৃতকর্মের ফলাফল কি আবশ্যিক?

প্রথমোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহে বান্দার গোনাহকে তার কষ্ট-মুছীবতের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটাই যে একমাত্র কারণ নয়, তা শেষোক্ত হাদীছ সমূহে পরিস্ফুট হয়েছে। এক্ষণে আরেকটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য সেটি হ'লঃ বান্দার কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা কি আল্লাহ্র জন্য আবশ্যিক? এর পরিষ্কার জবাবঃ না। বান্দা গোনাহ করলেই আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন, এ বিষয়টি তাঁর উপরে আবশ্যিক নয়। কেননা তিনি বান্দার অনেক গোনাহ এমনিতেই মাফ করে দিয়ে থাকেন। এমনকি সে তওবা করলে ও আল্লাহ তার তওবা কবুল করলে তার আমলনামা থেকেই ঐ গোনাহ মুছে ফেলা হয় *(শূরা ২৫)*। যেভাবে দুনিয়াতে আমরা কম্পিউটারের ফাইল মুছে ফেলে থাকি। যদি বান্দার প্রতিটি কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতে দেওয়া হ'ত এবং আল্লাহ যদি বান্দাকে তার প্রতিটি গোনাহের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহ'লে দুনিয়াতে কেউ চলতে পারত না *(ফাত্বির ৪৫)*। তাই আল্লাহ মানুষের বহু গোনাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ– 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। তবে অনেক গোনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন' *(শূরা ৩০)*। এ বিষয়টিকে উক্ত সূরাতে তিনি তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, বান্দার সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনা করেই আল্লাহ বান্দার অনেক গুনাহ এমনিতেই মাফ করে থাকেন। তবে তাকে দেওয়া অবকাশ ও নির্দিষ্ট মেয়াদ-এর মধ্যে যদি সে সংশোধিত না হয় ও তওবা না করে, তবে তিনি বলেন যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন' *(ফাত্বির ৪৫)*। তিনি বলেন, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْئٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا– 'আসমান ও যমীনের কেউই আল্লাহকে কোন বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী' *(ফাত্বির ৪৪)*।

নফসের উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভের উপায়ঃ

এলাহী আযাব নাযিলের ও পরীক্ষা গ্রহণের উপরোক্ত নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকলে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা ও স্বীয় নফসের উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সহজ হয়। কেননা বিপদে দিশাহারা হ'য়ে পড়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করে এবং সর্বোপরি অসীম জ্ঞানের আধার আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ করে হৃদয়ে স্বস্তি অনুভব করা সম্ভব হয়। যেহেতু বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ আগেই সবকিছু বলে দিয়েছেন এবং তাঁর পরীক্ষার নীতিমালা জানিয়ে দিয়েছেন, সেকারণ পৃথিবীর বিপদাপদকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে করা যাবে না। বরং বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য স্বীয় নফসকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হবে ও ঠাণ্ডা মাথায় বিপদ উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ধৈর্যের পরীক্ষায় সমগ্র জাতি যদি সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হ'তে পারে, তবে সমষ্টিগতভাবেই আল্লাহ পুরস্কার দিবেন। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে যিনি যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তিনি ততটুকু মর্যাদা প্রাপ্ত হবেন।

কঠিন দু'টি মানসিক ব্যাধি এবং তার ফলাফল ও প্রতিকারঃ

অধিক সম্পদ প্রীতি ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন দু'টি কঠিন মানসিক ব্যাধি, যার ফলে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মানবেতিহাসে এযাবত যতগুলি মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বড় সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে, সূক্ষ্মভাবে তাকালে দেখা যাবে যে, সবগুলিরই উৎপত্তি হয়েছিল উপরোক্ত দু'টি কাল ব্যাধি থেকে। অধিক সম্পদের মোহে অন্ধ হ'য়ে মানুষ অর্থগৃধ্নু হয়। অর্থের নেশায় মত্ত হয়ে তার হালাল-হারাম জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। হেন অপকর্ম নেই যা সে করতে প্রলুব্ধ হয় না। অধিক উপার্জনের নেশা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, নিজের ঘরেও সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হ'তে পারতো, সেই সম্পদ তার জীবনের কাল হ'য়ে দাঁড়ায়।

যশ-খ্যাতির মোহের পরিণামও প্রায় একইরূপ। এর পরিণতিতে সে অহংকারী, স্বার্থান্বেষী, অন্যের অধিকার হরণকারী ও ক্ষমতালিপ্সু হিসাবে পরিগণিত হয়। কথায়

৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬২ 'জানায়েয' অধ্যায়।*
৭. *হাকেম ৪/৩০৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৫০।*
৮. *তিরমিযী, রিয়ায পৃঃ ৬১; মিশকাত হা/১৫৬৫।*

কথায় সে 'প্রেস্টিজ ইস্যু' করে। ফলে তার অমানবিক ও নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডে সমাজ, সংসার, সংগঠন এমনকি বিশ্বব্যাপি অশান্তি ও ধ্বংস ডেকে আনে। সমাজের ক্রম বর্ধমান অশান্তি এবং বর্তমান বিশ্বে পরাশক্তিগুলির রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এর বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

উপরোক্ত উভয়বিধ ব্যাধির প্রতিকার হিসাবে কুরআন পাক বলেছে, তোমরা ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। কেননা মানুষ যখনই প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে দমন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে, তখনই তার কামনা-বাসনা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ক্রমে মধ্যমপন্থা অবলম্বন তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। অতঃপর যথাযথভাবে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের অভ্যাসের মাধ্যমে তার যশ-খ্যাতির মোহ দমিত হবে। কেননা দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশের দ্বারাই কেবল বান্দার সকল মোহ ও অহংকার চূর্ণ হওয়া সম্ভব।

বিনয়ের তাৎপর্যঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে 'খুশূ' বা বিনয়ের গুণ অর্জনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। শারঈ পরিভাষায় খুশূ' বলতে বান্দার নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা জনিত সেই বিশেষ মানসিক অবস্থাকে বুঝানো হয়, যা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। সত্যিকারের ছালাত বান্দার মধ্যে এই অনুভূতিই সৃষ্টি করে। আর এজন্যেই বলা হয়েছে. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك– 'আর তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে সম্মুখে দেখছ। যদি এতদূর অনুভূতি সৃষ্টি না হয়, তবে এতটুকু, যেন তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৯] আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ– 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজ হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। নিঃসন্দেহে সেটা ঐ ছালাত যা বান্দাকে খুশূ-খুযূ-এ অধিকারী করে। তাকে বিনয়ী ও নিরহংকার হ'তে সাহায্য করে। কেননা যদি হৃদয়ে আল্লাহভীতি ও বিনয় না থাকে, তবে বাহ্যিকভাবে যতই বিনম্র ও শিষ্টাচারী হউক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভদ্র ও বিনয়ী নয়। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

বরং ইমাম কুরতুবী বলেন, এটি হ'ল কপটতার উপরে কপটতা (نفاق على نفاق)। তিনি খুশূ'-কে দু'ভাগে ভাগ করেনঃ প্রশংসিত (المحمود) ও নিন্দিত (المذموم)। প্রশংসিত খুশূ' হ'ল শ্রদ্ধা ও ভীতিপূর্ণ বিষয়, যা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। পক্ষান্তরে নিন্দিত খুশূ' হ'ল ভাণ করা বিনয়, যা সাধারণতঃ কপট কান্না ও মাথা নীচু করে থাকার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, জাহিলরা যেগুলো করে থাকে। যাদেরকে সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হয়। এটা শয়তানী ধোকা ও মানুষের প্রতারণার ফাঁদ মাত্র।[১০] আধুনিক যুগে বিভিন্ন পীরের হালক্বায় ও খানক্বায় যিকরে জলী, ফানা ফিল্লাহ, কাশ্ফ ইত্যাদি জাহেলী কসরতের মাধ্যমে যেগুলি প্রকাশ করা হয় এবং যেগুলিকেই এদেশে 'দ্বীন' বলে মনে করা হয়। অথচ এগুলি দ্বীন নয়। দ্বীনের ধারে-কাছেও নয়। বরং দ্বীনের নামে স্রেফ শয়তানী ধোকা ও প্রতারণা মাত্র।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একদা এক যুবককে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখে ধমকের সুরে বলেনঃ মাথা উঠাও! প্রকৃত বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে'। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, খুশূ' বা বিনয় হ'ল হৃদয়ের বিষয় এবং সেটা হ'ল তোমার দু'খানা হাতের তালু সর্বদা মুসলমানের জন্য নরম রাখবে। অর্থাৎ সকলের সঙ্গে নম্র ও সুন্দর ব্যবহার করবে। সাহল বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রকৃত বিনয়ী সেই, আল্লাহ্র ভয়ে যার দেহের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। আল্লাহ নিজে হেদায়াত প্রাপ্ত মুমিনদের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন' *(যুমার ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে, ঐ ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ দোহনকৃত দুধের পক্ষে পুনরায় পালানে প্রবেশ করা অসম্ভব'।[১১] ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোটা ভাত খাওয়া ও মাথা নত করে থাকার নাম বিনয় নয়। বরং প্রকৃত বিনয় হ'ল উঁচু-নীচু সকলের অধিকার সমান গণ্য করা এবং আল্লাহকৃত প্রতিটি ফরয কার্য ভীতির সাথে আদায় করা।[১২]

ছবর-এর প্রকারভেদঃ

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বক্তব্য এবং অন্যান্য হাদীছ আলোচনা করলে ছবর-এর তিনটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। ১. বিপদে ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহ্র নিকটে তার ছওয়াব কামনা করা (الصبر عند المصيبة ورجاء ثوابه)। ২. হারাম ও গোনাহের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা (الصبر عن المعاصى ومحارم الله)। ৩. আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যে নিজেকে ধরে রাখা (الصبر فى عبادة الله وطاعته)। হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমোক্ত ছবর-কে حسن বা 'সুন্দর' এবং দ্বিতীয় প্রকার ছবর-কে احسن বা 'অধিক সুন্দর' বলে অভিহিত করেছেন।

৯. *হাদীছে জিব্রীল, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*

১০. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৩৭৫।*
১১. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান, রিয়ায হা/৪৪৮।*
১২. *তাফসীরে কুরতুবী ১/৩৭৫।*

Contents

উপরোক্ত তিন প্রকার ছবরকেই মুমিনের জীবনে বাস্তবায়িত করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا 'তোমরা ছবর কর, পরস্পরে ছবরের প্রতিযোগিতা কর এবং পরস্পরে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর'। অন্য অর্থেঃ কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর *(আলে-ইমরান ২০০)*।

বিপদে ধৈর্য ধারণ করা বিষয়টি দু'ধরনের হ'তে পারে। ১. যেমন নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলে, এ্যাক্সিডেন্ট হ'লে বা অন্য কোন কঠিন বিপদে ভাগ্যকে দোষারোপ করা। ২. এমতাবস্থায় আল্লাহ্র ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া ও তাঁর নিকটে উত্তম বিনিময় কামনা করা। প্রথমোক্ত বিষয়টি নিন্দনীয়। কেননা ভাগ্যের কিছু করার নেই। ভাগ্য বিধাতা আল্লাহ সবকিছু করেন। অতএব ভাগ্যকে দোষারোপ করা অর্থ আল্লাহকে দোষারোপ করা। যেটা গুরুতর অন্যায় ও মহাপাপ। দ্বিতীয় বিষয়টি প্রশংসনীয়। ইসলামী শরীয়ত এভাবেই আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছে। যেমন কেউ মারা গেলে বা বিপদাপদ হ'লে 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন' পড়তে বলা হয়েছে। যার অর্থঃ আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। অতঃপর পড়বেঃ 'আল্লা-হুম্মা আ-জিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখ্লিফলী খায়রাম মিনহা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আমাকে আমার বিপদে ধৈর্য ধারনের পারিতৌষিক দান কর এবং এর উত্তম প্রতিদান দাও'।[১৩]

ছবরের ফলাফলঃ

ছবরের একমাত্র ফল হ'ল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ ও জান্নাত। যেমন আল্লাহ বলেন, –وَبَشِّرِالصَّابِرِيْنَ... اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ– 'আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ শুনান। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও দয়া এবং এরাই হ'ল হেদায়াত প্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫, ১৫৭)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ– 'যারা ছবর করে, তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে' *(ক্বাছাছ ৫৪)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, –إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ– যারা ছবরকারী তারা পুরস্কার প্রাপ্ত হবে বেহিসাব' (যুমার ১০)।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'লঃ দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্টের উপরে ধৈর্যধারণ করা এবং এটা নিঃসন্দেহ যে, যে ব্যক্তি কষ্ট সমূহ বরণ করে নিবে ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করবে, তার পুরস্কারের কোন পরিমান নেই'।

ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্র ক্বসম! তার জন্য (ক্বিয়ামতের দিনে) না কোন পরিমাপ যন্ত্র থাকবে, না কোন দাড়ি পাল্লা'। তাকে বেহিসাব নেকী দেওয়া হয়ে বিনা প্রচেষ্টায় ও বিনা চাওয়ায় (بلامتابعة و لامطالبة)।[১৪]

শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) একদা একজন রোগীকে দেখতে গিয়ে বললেন, কেমন আছেন? তিনি জবাবে আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলেনঃ اصبحت بنعمة 'আল্লাহ্র অনুগ্রহের সাথে প্রভাত করেছি'। এ কথায় খুশী হ'য়ে শাদ্দাদ তাঁকে হাদীছ শুনিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ বলেন, যখন আমি আমার কোন মুমিন বান্দাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করি, অতঃপর সে আমার প্রশংসা করে, সে তার বিছানা থেকে ওঠে এমন পাপশূন্য অবস্থায় যেমনভাবে সে ভূমিষ্ট হয়েছিল। এই সময় আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাকে গ্রেফতার করেছিলাম। অতঃপর তাকে পরীক্ষা করেছিলাম। তোমরা তাকে এমনভাবে পুরস্কৃত কর, যেমনভাবে সুস্থ অবস্থায় নেকী করলে সে পুরস্কারপ্রাপ্ত হ'ত'।[১৫]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, المؤمنُ الذى يُخَالِطُ الناسَ ويَصْبِرُ على اذاهم اعظمُ اجرًا من المؤمن الذى لايخالط الناس ولايصبر على اذاهم 'যে মুসলমান লোকদের সাথে মিশে ও তাদের কষ্ট সহ্য করে, সে অধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি হ'তে যে লোকদের সঙ্গে মিশে না ও তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে না'।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَامِنْ مسلمٍ يصيبه أذًى من مرض فماسواه إلاحَطَّ اللّه تعالى به سيئاته كما تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا 'মুসলমান যখন রোগ-শোক বা অন্য কোন বিপদে পতিত হয় (এবং ছবর করে), আল্লাহ এর বিনিময়ে তার গুনাহ সমূহ ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ থেকে পত্র সমূহ ঝরে পড়ে'।[১৭]

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখের চতুর্থ দাঁতটি (رباعية) ভেঙ্গে গেলে ও মাথা ফেটে গেলে চেহারা ভিজে দরদর বেগে রক্ত প্রবাহিত হ'তে থাকে। তখন তিনি দুঃখ করে বলেন, كيف يُفْلِحُ قومٌ خَضَبُوا وجهَ نبيِّهم بالدَّمِ، وهويدعوهم إلى اللّه؟ فأنزل اللّه عزوجل (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِشَيْئٌ)– 'ঐ জাতি কিভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে, যারা তাদের নবীর

---

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮।*

১৪. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৪১।*

১৫. *আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৫৭৯।*

১৬. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫০৮৭ 'আদাব' অধ্যায়।*

১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৮।*

চেহারা রক্তাপ্লুত করেছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছেন? তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। যার অর্থঃ আপনার কোন ব্যাপারে কিছু বলার নেই' (এটা স্রেফ আল্লাহ্র এখতিয়ার ও তাঁরই ইচ্ছা মাত্র)।[১৮]

আনাস (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, জনৈক মক্কাবাসীর প্রহারে রক্তাক্ত হ'য়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদিন দুঃখিত বদনে (কা'বা চত্বরে) বসে আছেন। এমন সময় জিব্রীল (আঃ) নেমে এসে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি সব বর্ণনা করলেন। তখন জিব্রীল (আঃ) বললেন, আপনি কি চান যে, আপনাকে একটা নিদর্শন দেখাই? তিনি বললেন, হাঁ দেখান। তখন তিনি উপত্যকার পিছন দিকের একটি বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে বললেন, গাছটিকে আহ্বান করুন। তিনি আহ্বান করলেন। তখন গাছটি তাঁর নিকটে চলে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। জিব্রীল বল্লেন, এবার তাকে ফিরে যেতে বলুন! তিনি বললেন, ফলে গাছটি তার পূর্বস্থানে ফিরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে (حَسْبِيْ)'।[১৯] অর্থাৎ রাসূলের হুকুমে ও তাঁর প্রয়োজনে মানুষ বাদে অন্য মাখলূক্বাত আল্লাহ্র হুকুমে সর্বদা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু তাতে তো পরীক্ষা হবে না। নবুওয়াতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। পরীক্ষা বিহীন আমলের তো কোন পুরস্কার নেই। তাছাড়া তিনি তো মানুষের নবী। তাই তাঁকে মানুষের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেই দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

রাসূলের পথে দাওয়াত দানকারীদের জন্য এ ঘটনায় বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। কাশ্ফ ও ইলহাম বা অলৌকিকত্ব কোন বিশেষ মর্যাদার মানদণ্ড নয়। বরং প্রকৃত মর্যাদা নিহিত রয়েছে দ্বীনের পথে ধৈর্য ও দৃঢ়তার মধ্যে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন! আমীন!!

২য় গুণ ছালাতঃ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আয়াতে ছালাতকে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ছালাত হ'ল নেক আমলের উপরে দৃঢ় থাকার জন্য শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী মাধ্যম (إن الصلاة من اكبر العون على الثبات فى الأمر)।[২০] যেমন আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ 'তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বা-হা ১৪)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, وأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُاللهِ اَكْبَرُ 'তুমি ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্র স্মরণ হ'ল সবচাইতে বড়' *(আনকাবূত ৪৫)*। বুঝা গেল যে, ফাহেশা ও অন্যায় কাজকর্ম হ'তে বিরত রাখার নৈতিক প্রতিকার হ'ল আল্লাহ্র স্মরণ। আর 'ছালাত' হ'ল এর সর্বাপেক্ষা বড় অনুষ্ঠান।

কারণ ছালাত হ'ল নফসের জন্য কারাগার সদৃশ। ছিয়াম অবস্থায় মুমিন খানাপিনা ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে ছালাতরত অবস্থায় তাকে উক্ত তিনটি বিষয় ছাড়াও অন্যান্য সকল নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকতে হয়। আলোচ্য আয়াতে 'ছবর'-এর চাইতে 'ছালাত'কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং 'ছালাত'-এর দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে وإنها لكبيرة 'নিশ্চয়ই এটা খুবই কঠিন'। অথচ وإنهما 'এ দু'টি' বলা হয়নি। এর কারণ এই যে, ছবর-এর মধ্যে ছালাত নেই। কিন্তু ছালাত-এর মধ্যে ছবর রয়েছে। অতএব ছালাতের দিকে ইঙ্গিত করে দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে।[২১]

বান্দা তার সকল প্রয়োজনে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করবে। তাঁর নিকটেই যাবতীয় কামনা-বাসনা নিবেদন করবে। রুকুতে, সিজদাতে, বৈঠকে সে হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে গোপনালাপ করবে। রাসূলের শিখানো প্রার্থনাগুলি পেশ করবে। বিপদে পড়লে সাহায্য চাইবে। কোন সঙ্গত দাবী থাকলে তার প্রার্থনা জানাবে। এভাবে নিজের দীনতা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبَهُ أمرٌفَزَعَ الى الصلاة 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সংকটে পড়তেন, ভীত-চকিত হয়ে ছালাতে নিমগ্ন হ'তেন'। ইবনু জারীর আলী (রাঃ) বলেন, 'বদর যুদ্ধের রাত্রিতে দেখলাম সবাই ঘুমিয়ে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত। তিনি ফজর পর্যন্ত ছালাত ও দো'আয় নিমগ্ন থাকেন'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। এমন সময় আবু হুরায়রা পেটের ব্যাথায় কাতরাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেনঃ দাঁড়াও ছালাত আদায় কর। কেননা ছালাত হ'ল শিফা বা আরোগ্য'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দাওয়াতী সফরে বের হয়েছেন। এমন সময় স্বীয় ভাই 'কুছাম' (قثم) কোন বর্ণনায় স্বীয় কন্যার মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। তিনি 'ইন্না লিল্লাহ...' পড়লেন। অতঃপর উট থেকে নেমে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর পুনরায় সফরে চললেন ও সূরায়ে বাক্বারাহ্র আলোচ্য ৪৫ নং আয়াতটি পাঠ করলেন'।[২২] আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীগণ এর দ্বারা উপদেশ হাছিল করবেন কি?

---

১৮. *আলে-ইমরান ১২৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩।*
১৯. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৪।*
২০. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৯০।*
২১. *কুরতুবী ১/৩৭৩।*
২২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৯১; তাফসীরে কুরতুবী ১/৩৭২।*

প্রবন্ধ

সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা

- শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*

(২য় কিস্তি)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ছাহাবী হযরত ছাবিত ইবনে ক্বায়েসের কণ্ঠস্বর আজন্ম উচ্চ ছিল। তিনি এ আয়াতটি শ্রবণ করে বলতে লাগলেন, আমি দোযখী। আমার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চিন্তান্বিত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকতে লাগলেন। অবশেষে সংবাদ প্রাপ্তির পর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে আশ্বাস বাণী দান করলে তিনি শান্ত হন এবং তাঁর স্বর নীচু করে ফেলেন।[১]

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে দু'টি বিষয় অতীব লক্ষ্যণীয়। (১) নবী (ছাঃ)-এর স্বর অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কথা-বার্তা বলার কুফল ও (২) নবী (ছাঃ)-এর স্বর অপেক্ষা নিম্নস্বরে কথা-বার্তা বলার সুফল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা তা বুঝতেও পারবে না। যারা আল্লাহ্র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(হুজুরাত ২-৩)*। কাজেই নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কথা-বার্তা বলা আদৌ উচিৎ নয়।

এক্ষণে এ কথা বলা যায় যে, এই রীতিনীতি যদিও রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে তাঁর মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল। তাই বলে কেবলমাত্র উক্ত নিয়ম-কানূন সেই যুগের সেই সব লোকদের জন্য নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ নয়। অদ্যাবধি আমাদের সমাজে সর্বক্ষেত্রেই ঐ ধরণের আদব-ক্বায়দা ও রীতিনীতি সকলের জন্য আবশ্যকীয় অনুসরণীয়। কাজেই যখন রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হবে বা তাঁর মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী পাঠ করা হবে বা তাঁর কোন ফায়ছালা ও সিদ্ধান্ত শুনানো হবে তখন সকলের জন্য উক্ত নিয়মনীতি অনুসরণীয়। এতদ্ব্যতীত আলিম ও ধর্মীয় নেতা এবং উস্তাদ ও বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীদের বেলায়ও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত উচিৎ। তাফসীরে কুরতুবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের উপর অগ্রণী হওয়ার নিষেধাজ্ঞায় যেমন আলিমগণ শামিল আছেন, তেমনিভাবে কণ্ঠস্বর উঁচু করার বিধানও তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যাবে না, যাতে তাঁদের আওয়ায চাপা পড়ে যায়। কোন কোন আলিম এটাকে অপসন্দনীয় কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[২]

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হ'ল- কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও ওয়াজিব। যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল। তাই কোন কোন আলেম বলেন, তাঁর পবিত্র কবরের পাশে উঁচু স্বরে সালাম-কালাম করাও আদবের খেলাফ।[৩]

তাবেঈগণের মধ্য হ'তে বিশিষ্ট একজন তাবেঈ একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে দু'জন লোকের পরস্পরের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কথা-বার্তা বলতে শুনে তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কোথায় এরূপ কথা-বার্তা বলছ তা কি জান? অতঃপর বললেন, তোমাদের বাড়ী কোথায়? উত্তরে তারা বলল, ত্বায়েফে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমাদের বাড়ী মদীনায় হ'ত তাহ'লে কঠিন শাস্তি দিতাম। এজন্য আলিমগণ বলেছেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে উচ্চৈঃস্বরে কথা-বার্তা বলা অপসন্দনীয় কাজ। যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তা অবৈধ ছিল।[৪]

তৃতীয়তঃ অজ্ঞতা বর্জনপূর্বক ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা করাঃ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় যে সমস্ত লোক তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামী রীতিনীতি ও আদব-ক্বায়দা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁরা নবীর সময়ের প্রতি সর্বদা গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু তদানীন্তন আরবের সাধারণ পরিবেশ ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণ মানুষ কোন প্রকার ভদ্রতা বা শালীনতা জানত না। অনেক সময় এমন সব শালীনতা বিবর্জিত ও ভদ্রতাহীন অসামাজিক লোক তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসত যে, তাদের ধারণা ছিল- যাঁরা আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত দেয়ার ও সমাজ সংস্কারের কাজ করেন, তাঁদের কোন সময় বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কাজেই যখন ইচ্ছা তখন এসে নবী বেগমদের হুজুরা সমূহের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাঘুরি করত। বাহির হ'তে নবীকে ডাকাডাকি শুরু করে দিত। ফলে নবী করীম (ছাঃ) মনে মনে কষ্টবোধ করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত অভদ্র ও শালীনতা বিবর্জিত অজ্ঞ লোকদেরকে কঠিন তিরস্কার করে অজ্ঞতা বর্জনপূর্বক শালীনতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দেয়ার জন্য ঘোষণা করলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

'যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

১. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/২৬৩; কুরতুবী ১৬/২৫৮ পৃঃ।

২. কুরতুবী ১৬/২৬০ পৃঃ।

৩. ঐ, ১৬/২৬০-২৬১; ইবনে কাছীর ৪/২৬৫।

৪. ইবনে কাছীর,৪/২৬৪-২৬৫।

কাছে আসা পর্যন্ত ছবর করত, তবে সেটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হ'ত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (হুজুরাত ৪-৫)।

মুজাহিদ বলেন, উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হ'ল- একদা বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে যোহরের সময় আগমন করে, যখন তিনি হুজরায় অবস্থান করছিলেন। তারা সভ্যতার অভাব হেতু তাঁর নাম ধরে ডাকতে শুরু করে يَامُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ أَخْرِجْ إِلَيْنَا 'হে মুহাম্মাদ! আপনি বাহিরে আসুন'! এরই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি গ্রন্থে এই বর্ণনা বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, আলেম ও মাশায়েখদের সাথে এই রীতিনীতির ব্যবহার করা উচিৎ। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ছাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁদের আলেম ও মাশায়েখদের সাথে এরূপ আদব রক্ষা করেছেন। ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যখন কোন আলেম ছাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীছ লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীছ জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই! আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বলতেন, আলেম ব্যক্তি কোন জাতির জন্য পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবু উবায়দা (রহঃ) বলেন, আমি কোন দিন কোন আলেমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।[৬]

উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, অজ্ঞতা বর্জনপূর্বক ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

চতুর্থতঃ অনুসন্ধান ব্যতীত কোন ফাসিক্ব ও দুষ্কার্যকারীর প্রদত্ত সাক্ষ্য ও সংবাদে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করাঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ – 'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' (হুজুরাত ৬)। যদিও এ বিধানটি একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তথাপি বর্তমান সমাজেও এ বিধিটি সমভাবে প্রযোজ্য। ঘটনাটি এই- রাসূল (ছাঃ) ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে বনী মুস্তালিক্ব মতান্তরে বনী ওয়াক্বিয়াহ সম্প্রদায় হ'তে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। জাহিলী (অজ্ঞতা) যুগে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে ওয়ালীদের শত্রুতা ছিল। ওয়ালীদ তথায় যেতে কিছুটা শঙ্কাবোধ করলেন। তারা ওয়ালীদের আগমন বার্তা পেয়ে সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হ'লে তিনি (ওয়ালীদ) ধারণা করলেন, তারা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসছে। অতএব প্রত্যাবর্তন করে নিজ ধারণানুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, উক্ত সম্প্রদায়টি তো ইসলাম বিরোধী হয়ে গেছে। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করছিল। রাসূল (ছাঃ) তাদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে তথায় প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, খুব অনুসন্ধান করে দেখবে, তাড়াহুড়া করবে না। কার্যতঃ তিনি তাদের থেকে আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলেন না। খালিদ প্রত্যাবর্তন করে তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রাসূল (ছাঃ)-কে নিশ্চিন্ত করলেন। অতঃপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৭]

উপরোল্লেখিত ঘটনা হ'তে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে আল্লাহ পাক ফাসিক্ব ও দুষ্কার্যকারীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য ও সংবাদ অনুসন্ধান ব্যতীত গ্রহণ না করার জন্য আদেশ করেছেন এবং সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, এতে অজ্ঞাতসারে বা ভুলবশতঃ তোমাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর প্রকৃতপক্ষে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল একটি ভিত্তিহীন সংবাদের উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তীতে একটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'তে তাঁরা বেঁচে গিয়েছিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে একটি নীতিগত হিদায়াত ও শিক্ষা দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র এই নির্দেশটিতে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বা বিধান প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য মুসলিম সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে নিজ চারিত্রিক যোগ্যতার বলে বলীয়ান নন এমন ব্যক্তির দেয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কর্মপন্থা গ্রহণ করা আদৌ ঠিক নয়।

উল্লেখিত আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, কোন ফাসিক্ব বা দুষ্কার্যকারী ব্যক্তির প্রদত্ত কোন সাক্ষ্য বা সংবাদ

৫. কুরতুবী ১৬/২৬২; ইবনে কাছীর ৪/২৬৫।
৬. সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃঃ ১২৭৭।
৭. ইবনে কাছীর ৪/২৬৬-২৬৭ (একাধিক বর্ণনার সার সংক্ষেপ); কুরতুবী ১৬/২৬৪ পৃঃ।

উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত হঠাৎ করে সে বিষয়ের উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের কখনও উচিৎ নয়।

উল্লেখ্য যে, এখানে ছাহাবীদের 'আদালাত বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের প্রমাণে উক্ত আয়াতটি ছাহাবী ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলে জানা যায়। আয়াতে তাঁকে ফাসিক্ব বলা হয়েছে। যা اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ। 'সকল ছাহাবীই নির্ভরযোগ্য' এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। এ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, ছাহাবীদের মধ্যে কেউ ফাসিক্বও হ'তে পারে।

আল্লামা আলূসী (রহঃ) রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বলেছেন, অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহও সংঘটিত হ'তে পারে, যা ফিসক বা পাপাচার। এরূপ গোনাহ হ'লে তাঁদের বেলায় শরীয়ত সম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হ'লে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখান করা হবে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ্র বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা এই যে, কোন ছাহাবী গোনাহ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন ছাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তওবা করে পবিত্র হননি।[৮] সামান্য গোনাহ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন, বরং নিজেকে শাস্তির জন্য নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীছে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। সারকথা হ'ল যে, ছাহাবায়ে কেরামের বিরাট সংখ্যার মধ্য হ'তে হাতে গোনা কয়েকজন ছাহাবী দ্বারা কখনও কোন গোনাহ সংঘটিত হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করা হয়েছে। গোনাহ ক্ষমা ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হয় না। কাযী আবু ইয়ালা (রহঃ) বলেন, 'সন্তুষ্টি আল্লাহ তা'লার একটি চিরাগত গুণ। তিনি সেসব লোকের জন্যেই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির করণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

[চলবে]

৮. সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৭৯।
১৬. ঐ, পৃঃ ১২৭৯।

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিপদ

-মূলঃ শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

কিছু সন্দেহ ও তার জওয়াবঃ

অবাধ মেলামেশার কিছু প্রবক্তা শরীয়তের দলীল বিশেষের মর্ম ও লক্ষ্য না বুঝে কেবল বাহ্যিক দিক তুলে ধরে প্রমাণ করতে চান যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা শরীয়ত সম্মত তথা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। অথচ এসব দলীলের মর্ম ও লক্ষ্য কেবল তাঁরাই জানেন, আল্লাহ যাদের অন্তরকে আলোকিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন দলীলের সমন্বয় শেষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানেন যে, শরীয়তের সকল দলীল একটি একক, যার একাংশ অন্য অংশ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রবক্তাদের একটি দলীল হচ্ছে, কোন কোন যুদ্ধে নারীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে গমন করেছেন।

এ দলীলের উত্তর এই যে, তারা তাদের মুহরেম আত্মীয়দের সাথে বের হ'তেন। তাদের এভাবে বের হওয়ার পিছনে বহুবিধ সুবিধা ছিল। তাদের বেলায় কোন ফিৎনা-ফাসাদের ভয় ছিল না। কেননা তাদের ঈমান ছিল, ছিল আল্লাহভীতি। তাদের দেখাশুনার জন্য সাথে থাকত মুহরেম পুরুষ লোক। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা পর্দা রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু বর্তমানকালের অধিকাংশ মহিলার বেলায় এসব কথা খাটে না। আর ইহাও সুবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মহিলারা যেভাবে যুদ্ধে গমন করতেন, বর্তমানে কাজের উদ্দেশ্যে মহিলাদের গৃহের বাইরে গমন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং বর্তমান অবস্থাকে অতীতের সাথে তুলনা করা অযৌক্তিক।

অপরদিকে সালাফে ছালেহীনরা এসব দলীল দ্বারা কী বুঝেছেন তাও আমাদের বুঝতে হবে। নিঃসন্দেহে তাঁরাই তো এগুলোর অর্থ অন্যদের তুলনায় বেশী জানতেন এবং কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে তাদের আমলের সমন্বয় ঘটাতে অধিক তৎপর ছিলেন। তাঁরা কি নারীর কর্মপরিধি তেমন ব্যাপক করেছিলেন, যেমনটা অবাধ মেলামেশার প্রবক্তারা আহ্বান জানাচ্ছে? তারা কি এমন কথা বর্ণনা করেছেন যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কাজ করবে, পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবে এবং তারা পুরুষের সাথে মিশবে আর পুরুষরাও তাদের সাথে মিশবে? নাকি তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এগুলো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ

** শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

ঘটনা, যা নিজস্ব গণ্ডি পেরিয়ে অন্যত্র সম্প্রসারিত হবে না? কালচক্র পেরিয়ে তাদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার তাৎপর্য তাহ'লে কী দাঁড়াবে?

আমরা যখন ইসলামের বিজয় ও যুদ্ধগুলোকে ইতিহাসের আলোকে বিচার করব, তখন কিন্তু বর্তমান দৃশ্য দেখতে পাব না। বর্তমানে নারীকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছে। তারা অস্ত্র বহন করবে এবং পুরুষের মত যুদ্ধ করবে। এতে সৈন্যদের গুরুভার লাঘবের নামে সেনাবাহিনীর চরিত্র ধ্বংসের একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে মাত্র। কেননা পুরুষ প্রকৃতি নারী প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হ'লে উভয়ের নির্জন সাক্ষাতের মুহূর্তে অন্য সব নারী-পুরুষের যেমন অবস্থা হয়, তাদেরও তেমনি হবে। তারাও একে অপরের প্রতি দুর্বলতা বোধ করবে, তাদের অন্তরেও পরস্পরের প্রতি ভালবাসার জন্ম নিবে এবং পারস্পরিক আলাপচারিতায় তৃপ্তি ও আরামবোধ করবে। আর এটা স্বাভাবিক যে, কোন জিনিষের একাংশ অন্য অংশকে আকর্ষণ করে থাকে। কাজেই পূর্বাহ্নে ফিৎনা-ফাসাদের দরজা বন্ধ করা ভবিষ্যতে অনুশোচনা করা থেকে অনেক বেশী ন্যায়সঙ্গত।

এজন্যই ইসলাম কল্যাণ সাধন, অশান্তি দূরীকরণ ও অশান্তি সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করতে ভীষণ আগ্রহী। একটি জাতির পতন ও তার সামাজিক বিপর্যয়ে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর অবাধ মেলামেশার একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ যে, প্রাচীন রোমক, গ্রীক ও অন্যান্য সভ্যতার ধ্বংসের পিছনে নারীদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া অন্যতম বৃহৎ কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। এর ফলে তাদের পুরুষদের চরিত্র ধ্বংস হয়েছিল এবং তারা তাদের জাতির বৈষয়িক ও গুণগত উন্নতির পথ ত্যাগ করেছিল।

নারীরা গৃহের বাইরে কাজে মশগূল হ'লে পুরুষেরা বেকার হয়ে পড়বে। পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে, পারিবারিক সৌধ বা কাঠামো ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং সন্তানদের চরিত্র বিনষ্ট হবে। ফলে জাতি হবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আল্লাহ্র কিতাবে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের যে কথা আছে, তা হবে লজ্জিত।

ইসলাম নারীকে তার স্বভাব ও প্রকৃতি সুলভ অবস্থা বিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকতে বলেছে। আর এজন্যই ইসলাম তাকে সার্বিক কর্তৃত্ব যেমন রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া, বিচারকের পদ গ্রহণ করা এবং সার্বিক দায়দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً 'সে জাতি কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না, যে তার রাজকার্য বা নির্বাহী ক্ষমতা কোন মহিলার হাতে ন্যস্ত করে' *(বুখারী)*।

সুতরাং পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য নারীর সামনে দরজা খুলে ধরায় ইসলাম নারীর জন্য যে সৌভাগ্য ও স্থিতির কথা বলেছে, তার বিরোধিতা করা হবে। এ জন্য ইসলাম নারীকে তার আসল কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্য কর্মক্ষেত্রের সৈনিক হ'তে নিষেধ করেছে।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ করে যে সব সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত যে, নারী ও পুরুষ না সৃষ্টিগতভাবে, না স্বভাবগতভাবে একে অপরের সমান। কুরআন-সুন্নাহ্র কথা এখানে নাইবা টানা হ'ল। সেখানে তো খুব স্পষ্টভাবে উভয়ের পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। আসলে অলঙ্কারে বিভূষিত ও বাক-বিতণ্ডায় অস্পষ্টভাষী একটি নাজুক পক্ষকে যারা পুরুষের সমকক্ষ বলে চীৎকার করছে, তারা হয় মূর্খ, না হয় জ্ঞানপাপী। তারা দু'য়ের মাঝের মৌলিক পার্থক্য না জানার ভান করে বসে আছে।

অবাধ মেলামেশা ও পুরুষের কাজে নারীর অংশগ্রহণ হারাম হওয়া সম্বন্ধে যে সব দলীল ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা আমরা তুলে ধরেছি, একজন সত্যান্বেষীর জন্য তা যথেষ্ট। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্র বাণী, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ও আলেমদের তুলনায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জ্ঞানীদের কথাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে তাদের কথা মনে করে আমরা ঐ সব মনীষীদের এমন কিছু উক্তি তুলে ধরছি যাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল ও ক্ষতির স্বীকৃতি রয়েছে। হয়ত তারা এতে তুষ্ট হবে এবং অনুধাবন করতে পারবে যে, তাদের মহান দ্বীন যে অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে, তাই নারীর যথার্থ মর্যাদার রক্ষাকবচ। এতেই রয়েছে তাদের নিগ্রহ ও মানহানি থেকে বাঁচার পথ।

ইংরেজ লেখিকা লেডি কুক বলেন, 'নিশ্চয়ই পুরুষেরা অবাধ মেলামেশায় প্রীতিবোধ করে। এ কারণেই নারী তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজে প্রলুব্ধ হয়। সমাজে অবাধ মেলামেশা যে হারে বাড়ছে, জারজ সন্তানের সংখ্যাও সেই হারে বাড়ছে। নারীর পক্ষে এ এক মহাবিপদ। .... তোমরা তাদেরকে পুরুষদের থেকে দূরে থাকার উপায় শিক্ষা দাও। তাদেরকে অবহিত কর গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। নিশ্চয়ই তারা শিকারের লক্ষ্যস্থল।'

জার্মানীর শোপেন হাওয়ার বলেছেন, 'আমাদের যেসব প্রেক্ষিত নারীকে পুরুষের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদের ক্ষতিকর লালসার উত্তরণ সহজ করেছে, উহাদের বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার ক্ষুধা ও ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত দ্বারা আধুনিক সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

লর্ড বায়রন বলেছেন, 'হে পাঠক! যদি তুমি প্রাচীন গ্রীক যুগের নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহ'লে তুমি তাদেরকে তাদের প্রকৃতিদত্ত অবস্থার বাইরে একটি কৃত্রিম অবস্থার উপর দাঁড়ানো দেখতে পাবে। আর তুমি আমার সঙ্গে নারীদের সুষম খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাটি পোশাকের সাথে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকা এবং পরপুরুষের সাথে

মেলামেশা থেকে পর্দা করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে একমত হবে।'

ইংল্যাণ্ডের স্যামুয়েল স্মেইল বলেছেন, 'কারখানায় মহিলাদের কর্মের সুযোগ করে দেয়ায় যদিও রাষ্ট্রের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পরিণামে তা পারিবারিক জীবনে ধ্বংস ডেকে এনেছে। কেননা তা পরিবার কাঠামোকে আক্রমণ করেছে, পরিবারের স্তম্ভ সমূহকে ভেঙ্গে খানখান করে দিয়েছে এবং সামাজিক বন্ধনকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। কারণ, এই ব্যবস্থা স্বামী থেকে স্ত্রীকে ও আপনজন থেকে সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এতে এমন এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে নারী চরিত্রের অবনতি ছাড়া আর কোন ফলোদয় হচ্ছে না। নিশ্চয়ই নারীর প্রকৃত কাজ হ'ল- গৃহের প্রয়োজনাদি সমাপনের সাথে ঘর গুছানো, সন্তান লালন-পালন এবং জীবিকার জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বনের মত আবশ্যিক কাজ সমূহ। কিন্তু কারখানা তাকে এসব কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়। ফলে গৃহ হয়ে যায় উজাড়, সন্তানেরা বেড়ে ওঠে লালন-পালন ব্যতিরেকে। ফলে তারা উপনীত হয় ধ্বংসের দোরগোড়ায়। বিবাহজনিত ভালবাসা যায় উবে, বেরিয়ে আসে নারী পুরুষের বুদ্ধিমতি স্ত্রী ও প্রেমময়ী সহধর্মিনী হওয়া থেকে। সে হয়ে উঠে তার কাজের সাথী, চাওয়া পাওয়ার সঙ্গী রূপে। এমনকি সে হয়ে যায় সেসব প্রভাবের প্রদর্শনী, যা সচরাচর বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক নম্রতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অথচ মর্যাদা ও মহত্ত্বের ভিত্তি এই নম্রতার উপর স্থাপিত।'

ডঃ মিসেস এডিলেন বলেন, 'আমেরিকায় বহু পারিবারিক সমস্যা ও সংকটের কারণ এবং সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির মূল রহস্য হচ্ছে পারিবারিক অশান্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হেতু নারীর গৃহত্যাগ। পারিবারিক অশান্তি বাড়ছে আর সেই সাথে চারিত্রিক মানের অবনতি ঘটছে। অতঃপর তিনি বলেন, অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, নতুন প্রজন্মকে অশেষ দুর্গতির হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হ'ল নারীর পুনরায় ঘরে ফিরে যাওয়া।'

আমেরিকার জনৈক কংগ্রেস সদস্য বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নারী রাষ্ট্রের প্রকৃত খেদমত করতে পারবে যখন সে গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থান করবে, যা কিনা পরিবারের স্তম্ভ।'

অন্য একজন কংগ্রেস সদস্যের বক্তব্য হচ্ছে 'আল্লাহ তা'আলা যখন নারীকে সন্তান জন্মদানের মত বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, তখন তিনি তার নিকট এমন দাবী নিশ্চয়ই করেননি যে, সে সন্তানদের ফেলে রেখে বাইরে কাজ করবে। বরং সন্তান প্রতিপালনের জন্য গৃহে অবস্থানকেই তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বানিয়ে দিয়েছেন।'

জার্মানীর শোপন হাওয়ার আরও বলেছেন, 'কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তোমরা নারীদেরকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কর। অতঃপর এক বছর পর এর পরিণতি দেখার জন্য আমার মুখোমুখি হও। ভুলে যেওনা যে, তোমরাও আমার সাথে মাহাত্ম্য, চারিত্রিক নির্মলতা ও শিষ্টাচার লাভ করতে পারবে। আর আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা বলবে, 'সে ভুল করেছিল' অথবা 'সে এক্ষেত্রে যথার্থ সত্য লাভ করেছিল'।

এসব উদ্ধৃতি ডঃ মুস্তফা হুসনী সিবাঈ তাঁর **'ফিক্বহ ও আইনের দৃষ্টিতে নারী'** (المرأة بين الفقه والقانون) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

পাশ্চাত্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা অবাধ মেলামেশা ও তার ক্ষতি সম্পর্কে কি কি বলেছেন তা যদি আমরা খুঁজে বের করি, তাহ'লে বক্তব্য অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘ বক্তব্য থেকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

মোটকথা মহিলাদের গৃহে অবস্থান এবং দ্বীনি দায়িত্ব পালনের পর গৃহস্থালির যে সব কাজ তার উপর আবশ্যিক, তা সম্পন্ন করাই হ'ল তার প্রকৃতি, স্বভাব ও শরীর উপযোগী কাজ। আর এতেই রয়েছে তাদের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল ও কিশোরী-তরুণীদের মঙ্গল। এসব করার পর যদি তার হাতে অতিরিক্ত সময় বেঁচে থাকে, তাহ'লে তা মহিলা বিষয়ক কর্মক্ষেত্রে লাগাবে। যেমন মেয়েদের শিক্ষা দিবে, চিকিৎসা করবে, অসুস্থ নারীর সেবা করবে ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র।

মূলতঃ সমাজের কাজে-কর্মে ও উহার উন্নয়নে প্রত্যেকেই স্ব স্ব আঙ্গিনা থেকে পুরুষের সাথে অংশ নিতে পারে ও তাদের সহযোগিতা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা উম্মুল মুমিনীন তথা রাসূল (ছাঃ)-এর সহধর্মিনীদের কথা ভুলতে পারি না। পর্দা-পুশীদার সাথে থেকেও পুরুষের কর্মক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে না মিশে উম্মাতকে শিক্ষাদান, দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী প্রচারে তাঁরা যে ভূমিকা পালন করে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।

আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং আজকের মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের ন্যায় আদর্শ নারীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। তিনি যেন প্রত্যেককে তার কর্তব্য দেখিয়ে দেন এবং তা যেভাবে সম্পন্ন করলে তিনি রাযী হন, সেভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন। আর ব্যভিচারের মাধ্যম, শৃঙ্খলাবিরোধী তৎপরতা ও শয়তানী চক্রান্ত থেকে সবাইকে হেফাযত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাদানশীল, সুমহান। সেই সাথে আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবীদের উপর রহম করুন।- আমীন!

কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি রহস্য

*-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম মিঞা**

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর এ কর্তৃত্বের মধ্যে কোন শরীক নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আদি থেকে আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুরই খবর রাখেন। তিনি তাঁর কুদরতে কামেলা প্রকাশ করে দেখানোর জন্য বহু কিছু সৃষ্টি করেছেন। সে সকল সৃষ্টি একের পর এক অস্তিত্বে এসেছে। আবার তাঁর নির্দেশে ধ্বংসও হয়ে গেছে। যখনই কোন জাতি বা সৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে কিংবা তাঁর সাথে নাফরমানী করেছে, তখনই তিনি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। তদস্থলে আবার নতুন জাতি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহপাকের এ অমোঘ নিয়মের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর বুকে মানবজাতির আগমন। আদি পিতা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে। যার ক্রমধারা এখনও চলছে, এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

সৃষ্টির ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা জানি যে, তা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। এ ব্যাপারে প্রথম ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে- إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-

'আপনি পাঠ করুন! আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে' *(আলাক্ব ১-২)*।

এরপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব সূরা ছোয়াদ-এ বর্ণিত আয়াতের দিকে। মহান আল্লাহ বলেন, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ-

'যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করলাম এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম তখন তারা তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত হয়ে গেল' *(ছোয়াদ ৭১-৭২)*।

এর পরই সূরা আ'রাফ নাযিল হয়। যাতে এ ঘটনারই আলোচনা করা হয়েছে শুরুতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ-

'আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। এরপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি- তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না' *(আ'রাফ ১১)*।

অতঃপর অনেক আয়াতেই এ ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে। আমরা এর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব যে, এসব আয়াতকে ক্রমধারায় বিন্যস্ত করলে প্রত্যেক ঘটনায় নতুন কিছু যোগ হয়েছে। যা কেবল শাব্দিক পুনরাবৃত্তি নয়, বরং রয়েছে এমন সব বাড়তি তথ্য ও ফায়েদা, যা ইতিপূর্বে পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে এ ঘটনার শেষ কথা বলা হয়েছে সূরা হজ্জে, যা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। মনে হয় যেন একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। এদিকে পরবর্তীতে ইঙ্গিত করব ইনশাআল্লাহ।

এ সৃষ্টি রহস্যের অনেক অপব্যাখ্যা হয়েছে। যার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা হ'তে এসেছে। আগের যুগের বর্ণনাগুলোকে তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বর্ণনা সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত হযরত আদম (আঃ) হ'তে বর্তমান পর্যন্ত, যার সময়কাল সাত হাযার বছরের মত। কতিপয় সেকুলার ইসলাম বিদ্বেষী বলেন, 'ইসলাম কিছ্ছা-কাহিনীর ধর্ম এবং তা কিছ্ছা-কাহিনী নির্ভর'। তারা এসব বলে তাফসীরে উল্লেখিত ইসরাঈলী বর্ণনার উপর ভিত্তি করে। তারা এসবের মাধ্যমে কুরআনকে আক্রমণ করে এবং এ বুলেটের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীরের সুনাম নষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা যদি একদিকে এসব কাহিনীর দিকে লক্ষ্য করি এবং অপরদিকে বর্তমান ফিজিওলজী ও এগ্রোবায়োলজীর দিকে লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে পাব যে, বিজ্ঞানীরা এমন সব পুরাতন অস্থি পেয়েছেন, যার বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, তা বহু পুরাতন। এসব প্রমাণ করেন যে, মানুষ এই পৃথিবীতে পঞ্চাশ লক্ষ বছর ধরে রয়েছে। কতিপয় নির্ভরযোগ্য পশ্চিমা বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এক কোটি বছর ধরে। এই বিরাট ব্যবধানের অর্থ কি? অন্যদিকে আদমের বংশ সাত বা দশ হাযার বছর ধরে রয়েছে। এই দু'টি ব্যবধানের মাঝে কিভাবে সমন্বয় সম্ভব? আমরা কি বলব যে, এই সৃষ্টি বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করেছে? এক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন আদম ও এর বহুবচন 'আওয়াদেম' শব্দ এবং তারা বলেন, আদমের পূর্বে অনেক আদম এসেছিলেন। আমরা মনে করি, এ কথাটি অন্ধকারে পথ চলার মত। কেননা কুরআন যখন এ ব্যাপারে কথা বলেছে, তখন কথা বলেছে একটি 'প্রকল্প' হিসাবে। তা হ'ল আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন,

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

إِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ - فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ-

'আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করলাম এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম, তখন তারা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে গেল' *(ছোয়াদ ৭১-৭২)*।

অতএব এটি একটি প্রকল্প। এটি একাধিক হওয়া সম্ভব নয়। যেমন কুরআন প্রমাণ করছে। তাহ'লে কিভাবে কুরআনের পাঠকে সূক্ষ্মভাবে একত্রিত করব এবং এর মাঝে সমন্বয় ঘটাব? যা হয়ত সত্যের পথ দেখাবে এবং এ পথ সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

إِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ বাক্যের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ব্যাপার জানতে সক্ষম হব। 'খালেক্ব' শব্দের অর্থ হ'তে পারে 'আমি সৃষ্টি করেছি'। কারণ ইসমে ফায়েল কখনো কখনো অতীতকালের অর্থ বুঝিয়ে থাকে; আবার কখনো ভবিষ্যতের অর্থও প্রকাশ করে থাকে। আমার মতে, এর অর্থ অতীতকাল অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি'। 'বাশার' (بشر) শব্দটি অপরিচিত, অস্পষ্ট। আরবী অর্থঃ 'স্পষ্ট সুন্দর সৃষ্টি'। স্পষ্ট বা প্রকাশ্য এর অর্থ কি? আল্লাহ যা অদৃষ্টিগোচর জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেমন জিন, ফেরেশতা ইত্যাদির বিপরীত। আরেকটি অর্থঃ স্পষ্ট বা প্রকাশ্য অর্থ 'সরদার'। দুনিয়ার সৃষ্টিজীবের মাঝে- এই হ'ল এর দুইটি অর্থ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি যে সব ভাষা জানি, তাতে অন্য কোন ভাষায় এর নযীর পাইনি।

ইংরেজিতে Man বা Mankind বা Human Being বা Mortal ব্যবহার করা হয়েছে, এর অতিরিক্ত আর কিছু নেই।

এবার আমরা আরবী ভাষা ছেড়ে প্রাচ্যের ভাষার দিকে দৃষ্টি দেব। প্রাচ্যের সুরিয়ানী, ইবরানী, হাবশী এমনকি ফরাসী ভাষায় (بشر) 'বাশার' শব্দটি কি, তা জানে না। তাদের কাছে রয়েছে 'মাক' বা ইন্‌সান। বিভিন্ন ভাষায় এর উপস্থিতির অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আরবী ভাষায় এক সৃষ্টির শুরু হ'তে এককভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এর পর্যায় বর্ণনা করার লক্ষ্যে অথবা মানবজাতির এ পৃথিবীর বুকে উপস্থিতির শুরু বর্ণনা করার লক্ষ্যে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কুরআনে 'বাশার' শব্দটিকে সম্বোধন করা হয়নি। কুরআনে এ কথা উল্লেখ হয়নি يَاَيُّهَا الْبَشَرُ (হে বাশার!)। শব্দটি 'অনড়' অর্থাৎ অপরিবর্তিত। এর দ্বারা কোন ক্রিয়া গঠিত হয় না বা এর থেকে অন্য কোন শব্দও গঠন হয় না। যেমন- مَبْشُوْرٌ بَاشِرٌ দ্বিবচন করা হয় শুধু। যেমন আল্লাহ্‌র বাণীঃ

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ-

'আমরা কি দু'জন লোকের উপর ঈমান আনব, যারা আমাদের মতই এবং তাদের জাতি আমাদেরই গোলাম' *(মুমিনূন ৪৭)*।

কদাচিত বহুবচনে বলা হয়ে থাকে أَبْشَارٌ । কিন্তু কুরআন একবচন ছাড়া ব্যবহার করেনি এই বর্ণনা ব্যতীত। এর অর্থ কি? এর অর্থ 'বাশার' হ'ল সৃষ্টি প্রকল্পের শুরু। এর ক্রমধারা চলতে থাকবে।

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ-

'যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তারা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবে' *(ছোয়াদ ৭২)*।

তারা এখন সিজদা করতে নির্দেশিত নয়। কিন্তু তখন সিজদা করতে হবে, যখন তাকে সুষম করা হবে রূহ ফুঁকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি' অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, চলাফেরা করছে। রূহ-এর অর্থ সে রূহ নয়, যার কারণে অন্যান্য বস্তু, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ চলাফিরা করে। এটি অন্য বিষয়, তাহ'ল (إِذَا سَوَّيْتُهُ...) 'যখন তাকে সুষম করা হবে', ঠিকঠাক করা হবে, (نَفَخْتُ فِيْهِ مِن رُّوْحِي) 'তার মাঝে রূহ্ দেব' অর্থাৎ শক্তি যোগাব। যার ফলে অন্যান্য সৃষ্টি হ'তে পার্থক্য সূচিত হবে, তখন (فقعوا له ساجدين) তারা সিজদাবনত হবে। এর শক্তি যোগাব অর্থ তিনটি জিনিস দেব, আর তা হ'ল জ্ঞান বা বুদ্ধি, ভাষা এবং দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা । আল্লাহ মানুষকে যত নে'মত দিয়েছেন, তার মাঝে সর্বোত্তম হ'ল 'জ্ঞান'। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃতি কি? জ্ঞান কি? তা আল্লাহ্‌ই জানেন। জ্ঞান-বুদ্ধি বিদ্যুতের মত। কেউ এর প্রকৃতি জানি না। কেবল এর প্রতিক্রিয়া দ্বারা বুঝতে পারি। যেমন- ঘর আলোকিত হ'লে বা মেশিন চললে বুঝতে পারি যে, বিদ্যুৎ রয়েছে। তেমনি জীবনটা আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ যখন মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন, তখন তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাকে দায়িত্ব পালনের যোগ্য করা হয়েছে জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করে। এরপর ভাষা দিয়ে। ভাষা একটি অপরিচিত বিষয়। কেননা আমরা বাস্তব জীবনে দেখি যে, এর সংখ্যা দুই হাযারের কম নয়। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ اٰيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ-

'আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং তোমাদের ভাষা ও

রংয়ের বিভিন্নতায় আল্লাহ্র নিদর্শন রয়েছে' (রূম ২২)।

সুতরাং ভাষার পার্থক্য ও বিভিন্নতা আসমান ও যমীন সৃষ্টির নিদর্শনের মতই নিদর্শন। বরং কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, ভাষার বিভিন্নতা শুধুমাত্র এক গোত্র হ'তে অন্য গোত্র বা এক জাতি হ'তে অন্য জাতির মাঝে নয়, বরং তা ব্যক্তি হ'তে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়ে থাকে। এটা সত্যিই আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন, যা জ্ঞান-বুদ্ধি কল্পনাও করতে পারে না যে, এটা কোন্ শিল্পের আওতায়। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র নিদর্শন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, মানুষ কিভাবে তা শিখল? কিভাবে ভাষার কাছে পৌঁছাল? জ্ঞানীজন এটা জানার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, হয়ত কতক লোক কোন স্থানে ছিল, যারা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বা প্রকৃতিগতভাবে যে শব্দ বলেছে, কালক্রমে তা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি সহজ নয় এবং হালকা বিষয়ও নয়। আমরা এটা ধরে নিতে পারি না যে, সব মানুষ এক পাঠশালাতে ছিল আর তারা কিছু পাঠ শিখে নিয়েছে, আর তা বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সংখ্যা কত ছিল, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে তাদের সংখ্যা অসংখ্য ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমরা একটা সহজ হিসাব বলতে পারি, আর তা হ'লঃ একজোড়া স্বামী-স্ত্রী ছিল, ধরুন! এরা ২০টি ছেলে ও মেয়ে জন্ম দিল। এই দশজোড়া আবার জন্ম দিল দশজোড়ার, এভাবে আমাদের নিকট যে সংখ্যা আসবে, তার পরিমাণ কত বিলিয়ন কোটি হবে? এর অর্থ পৃথিবীতে একের পর এক লোক এসেছে এবং একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে ভাষার মাধ্যমে। কেননা ভাষা পারস্পরিক তো সম্পর্ককরণ ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে ভাষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ-

'আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ছে, তারা সবাই তোমাদের মত একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি' *(আন'আম ৩৮)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ-

'প্রত্যেকেই তাঁর ইবাদত ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি জানে' *(নূর ৪১)*।

প্রতিটি পাখি, প্রতিটি জীব, প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর ইবাদত ও গুণকীর্তন করা জানে। এ বর্ণনাভঙ্গি অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম, এ বর্ণনা একমাত্র রাব্বুল ইয্যাতই দিতে পারেন। তিনি জানেন চড়ুই পাখি যা জানে, পিঁপড়া যা জানে এবং মাছ যা জানে।

এরপর দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। মানুষ যখন বুঝতে সক্ষম হ'ল, তখনও সে জানে না সামাজিক জীবন ব্যবস্থা কি বস্তু। এ জন্যই আল্লাহ এটাকে পরে দিয়েছেন।

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

'অতঃপর তিনি মানুষকে শিক্ষা দেন, যা সে জানতো না' (আলাক্ব ৫)।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দেন' *(বাক্বারাহ ৩১)*।

তিনিই পৃথিবীর প্রথম মানুষ যাঁর উপর বিধি-বিধান দেওয়া হয়। আদমের পূর্বে ছিল না নবুওয়াত-শরীয়ত, আর না কোন দায়িত্ব।

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে নির্বাচন করেন' *(আলে-ইমরান ৩৩)*। তাঁকে মনোনীত করেন এবং তাঁকে সবকিছু উপকরণ শিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দেন তাঁর খিলাফতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহও।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِىْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ - قَالَ يَا اٰدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ج فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ -

'তারপর তিনি সে সব বস্তুকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমাকে এসবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি পবিত্র, আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, হিকমতওয়ালা। আল্লাহ বলেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এ সবের নাম। তারপর যখন আদম বলে দেয় সে সবের নাম' *(বাক্বারাহ ৩১-৩৩)*।

তখন প্রমাণিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, যাতে ফেরেশতারা তাঁর খিদমতে নিয়োজিত হয়। এটাই সে সিজদা। এটা প্রচলিত অর্থে সিজদা নয় যে, মাথা নত করে মাটিতে কপাল লাগাতে হবে। এ সিজদা হচ্ছে এই সৃষ্টির খিদমতে অনুগত হওয়া, যাকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন এবং এই অবস্থার পর তিনি ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা সিজদা কর। ফলে তারা আদমকে সিজদা করে। কেননা তারা পরবর্তীতে দায়িত্ব পাবে হযরত আদম ও তাঁর বংশধরদের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার। যেমন আল্লাহ্র বাণী-

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ - كِرَامًا كَاتِبِيْنَ - يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ -

'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখক ফেরেশতাগণ, তারা জানে, যা তোমরা কর' *(ইনফিত্বার ১০-১২)*।

এভাবে জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আদম ছিল তার পারিপার্শ্বিকতার প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি তাঁর নবুওয়াত, শরীয়ত এবং আল্লাহ্র দেয়া হিদায়াতের প্রেক্ষিতে চয়ন করবেন, যা তাঁর জন্য কল্যাণকর।

[চলবে]

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(٣١) عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(৩১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) রামাযান মাসে বিশ রাক'আত ছালাত (তারাবীহ) আদায় করতেন *(ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী)*। হাদীছটি জাল।[১] হাফেয যায়লাঈ হানাফী বলেন, হাদীছটি যঈফ হওয়ার পাশাপাশি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। যে হাদীছে রামাযান ও অন্যান্য মাসে ১১ রাক'আত ছালাত আদায়ের কথা রয়েছে।[২] আল্লামা ইবনে হুমাম হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ এবং বুখারী মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৩] আল্লামা তাহতাভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিশ রাক'আত পড়েননি বরং আট রাক'আত পড়েছেন।[৪] আল্লামা আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী হানাফী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহর কোন প্রমাণ নেই। ইবনে আবী শায়বায় ২০ রাক'আতের যে হাদীছ আছে, তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৫] আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী বলেন, আট রাক'আত তারাবীহ দলীলভিত্তিক।[৬] দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানূতবী হানাফী বলেন, এগারো রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, যা বিশ রাক'আতের চেয়ে জোরদার।[৭] দেওবন্দী আলেমদের মধ্যে হাদীছ শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিদ্বান আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) বলেন, তের রাক'আতের বেশী তারাবীহর ছালাতের প্রমাণ নেই। তবে বিশ রাক'আতের একটি যঈফ হাদীছ পাওয়া যায়।[৮] হানাফী মাযহাবের বড় মুহাদ্দেছ, তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট আলেম শায়খ যাকারিয়া বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।[৯]

(٣٢) عن يزيد بن رُوْمَانَ كَانَ النَّاسُ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْمُوْنَ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً -

(৩২) ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যুগে রামাযান মাসে মানুষ ২৩ রাক'আত ছালাত আদায় করত *(মুয়াত্ত্বা)*। হাদীছটি যঈফ।[১০] ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহর প্রমাণে যত হাদীছ আছে সব যঈফ। যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[১১]

(٣٣) عن ام عَمَّارَةَ بنت كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِىْ فَقَالَتْ إِنِّىْ صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوْا وَرُبَّمَا حَتَّى يَقْضُوْا اَكْلَهُمْ -

(৩৩) কা'ব (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) একদা তার নিকট গেলে সে রাসূল (ছাঃ)-কে খাওয়ার কথা বলল। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি খাও। আম্মারাহ বলল, আমি ছিয়াম পালনকারীনী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই যখন ছিয়াম পালনকারীর নিকট আহার করা হয়, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে যতক্ষণ না আহার করা শেষ হয় *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ।[১২]

(٣٤) عن سليمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عن ابيه قال دَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم اَلْغَدَاءُ يَا بِلاَلُ قَالَ إِنِّىْ صَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰه فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم نَأْكُلُ رِزْقَنَا وَفُضْلُ رِزْقِ بِلاَلٍ فِى الْجَنَّةِ أَشَعَرْتَ يَا بِلاَلُ اَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ -

(৩৪) সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, একদা বেলাল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তখন দুপুরের আহার করছিলেন। তিনি বললেন, বেলাল এসো, খাও! বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি ছিয়াম পালনকারী। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরা আমাদের রুযী খাচ্ছি এবং বেলালের রুযী জান্নাতে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তুমি কি তা অনুভব করছ বেলাল! নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর হাড় তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যতক্ষণ তার নিকট আহার করা হয় *(ইবনু মাজাহ)*। হাদীছটি জাল।[১৩]

** সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫।*
২. *নাছবুররায়াহ ২য় খণ্ড, ১৫ পৃঃ।*
৩. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃঃ।*
৪. *তাহতাভী, হাশিয়া দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ২১৬ পৃঃ মিছরী ছাপা।*
৫. *ফাৎহু সিররিল মান্নান লি তা-য়ীদে মাযহাবিন নো'মান ৩২৭ পৃঃ।*
৬. *রাদ্দে মুহতার হাশিয়া দুররে মুখতার ১ম খণ্ড, ৬৬০ পৃঃ।*
৭. *ফয়ূযে ক্বাসিমিয়া ১৮ পৃঃ।*
৮. *ফায়যুল বারী ২য় খণ্ড ৪২০ পৃঃ।*
৯. *আওজাযুল মাসালিক শারহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ।*

১০. *ইরওয়া হা/৪৪৬।*
১১. *ইরওয়া ১/১৯৩ পৃঃ।*
১২. *সিলসিলা যঈফা হা/১৩৩২।*
১৩. *সিলসিলা যঈফা হা/১৩৩১।*

অবাস্তব ও অমানবিক পাঠ্যক্রম, পরীক্ষায় নকল প্রবণতাঃ কতিপয় প্রস্তাব

-আবু নসর ওয়াহিদ

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এখন ব্যবসার পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবসাটা স্বাভাবিকভাবেই মেধাবীদের একচেটিয়া। এই মেধাবীরাই এখন বাংলাদেশের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনে করি দেশের ছাত্র সংখ্যা ৬০ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে মেধাবী ছাত্র সংখ্যা ৩ লাখ বাদ দিলে বাকি ৫৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রী হ'ল গড় মেধা বা নিম্নমেধা শ্রেণীর অন্তর্গত। যে যত কথাই বলুক এটা একটা নিরেট সত্য যে, অধ্যবসায়ের দ্বারা মেধার যে উৎকর্ষ সাধিত হয় সেটা খুবই সীমাবদ্ধ। দেশের শিক্ষানীতি জাতির কাছ থেকে যে মেধা দাবী করছে সেটা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে হাছিল করা অসম্ভব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ প্রত্যাশা। শিক্ষানীতিবিদরা মেধাবী বলেই এমন অবাস্তব জিনিস জাতির কাছে দাবী করে বসে আছেন এবং ঐ আলোকে কাজ করে যাচ্ছেন। এই অবস্থাটাই হ'ল অমানবিক এবং এরই আবর্তে গড়ে ৫৭ লাখ অসহায় ছাত্র-ছাত্রী নিষ্পেষিত হচ্ছে। তারা এটা না বুঝেন এমন নয়। কিন্তু এই অমানবিক পরিস্থিতি ঘটিয়ে তারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করেছেন। এটা প্রমাণ করা যায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা দিয়ে।

১. গণিতঃ প্রথমেই গণিতের ব্যাপারটা ধরুন। আমার মনে হয় ১৯৮০ সাল পর্যন্ত গণিতের মধ্যে পাটিগণিতের একটা অংশ থাকত। আমাদের সময় পাটিগণিতের জন্য ৬০ নম্বর বরাদ্দ থাকত। বাকি ৪০-এর ২৫ থাকত বীজগণিতের জন্য এবং ১৫ থাকত জ্যামিতির জন্য। মানবিক কারণেই এই ব্যবস্থাটা ছিল। কারণ বীজগণিতের চেয়ে পাটিগণিত বহুলাংশে সহজবোধ্য এবং ব্যবহারিক জীবনেও পাটিগণিত হ'ল প্রধান মাধ্যম। বর্তমানের ৫৭ লাখ অসহায় ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই ব্যবস্থা ছিল মানবিক। এই পাটিগণিতকে ভরসা করে এই অভাগা ৫৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর একটা ব্যবস্থা হ'ত। বর্তমানে এই মেধাবীরা আন্দোলন করে পাঠ্যতালিকা থেকে পাটিগণিতকে নির্বাসন দিয়ে মানবতাকে পর্যুদস্ত করেছে। বর্তমানে যা আছে সেটা একটা খোলসের মত। ভেতরে সবটাই বীজগণিত। শুধু তাই নয়, এসএসসি শ্রেণীতে ঢোকানো হয়েছে লগারিদম ও ত্রিকোণমিতি নামক দুই আপদ। আমরা জানি, এসএসসি পাস করার পর শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বাণিজ্য বা কলা বিভাগে পড়তে চলে যায়। যেখানে গণিতের গন্ধও নেই। বাণিজ্য শাখায় যা কিছু আছে সবটাই পাটিগণিত সম্বন্ধীয়। অথচ এসএসসিতে দুরূহ প্রকৃতির বীজগণিতীয় সমস্যা এবং ত্রিকোণমিতি ঢোকানো হয়েছে। কার স্বার্থে এটা করা হ'ল? বীজগণিতে Show that, Prove that এবং মান নির্ণয় কর এগুলো হ'ল অত্যন্ত উঁচুমানের বিষয়বস্তু। বীজগণিতের পূর্ণ ছবিটা মনের পর্দায় ভাসা না থাকলে এসমস্ত দুরূহ বিষয় সমাধান করা অসম্ভব। এই বিষয়গুলো ৫৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রকৃতিগতভাবেই সম্ভব নয়। অথচ এই সমস্ত বিষয় দিয়ে গণিত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। এটা একটা অমানবিক অনাচার। এই অনাচারের পক্ষে প্রণেতারা কিছু সাফাই গেয়েছেন।

তারা বলছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনে এই কর্মগুলো করতে হয়েছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হ'ল, যে ৫৭ লাখ ছাত্র বিজ্ঞানী হবে না, বিজ্ঞানের দরজা যাদের জন্য মেধাবীরা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের ঘাড়ে কেন এই সমস্ত অনাবশ্যক, ফালতু গাণিতিক আপদ চাপানো হ'ল? যারা বিষয়টার গভীরে যেতে চান তারা দয়া করে চলতি গণিত পুস্তকের যে সমস্ত নোট বাজারে বিক্রয় হয় লাইব্রেরীতে গিয়ে একটা নোট ৫ মিনিটের জন্য হাতে নিয়ে পৃষ্ঠাগুলো উল্টালেই দেখতে পাবেন এর রূপ। ঐ বয়সের ছাত্রদের পক্ষে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয় আয়ত্তে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ কথা বাদ দিয়েও বলতে হয় যে, এই ৫৭ লাখ ছাত্র যারা এসএসসির পর কলা ও বাণিজ্য বিভাগে পড়তে যাবে, তাদের জীবনেও এই সমস্ত বস্তুর সঙ্গে দেখা হবে না, দেখা হবার প্রয়োজনও নেই। আমি একজন পেশাদার হিসাববিদ হিসাবেই কথাটা বলছি। সুতরাং আমি বলছি যে, এই ৫৭ লাখ ছাত্রকে গণিতের এই বিকট ও ফালতু জালে ফাঁসানোটা সম্পূর্ণভাবে অমানবিক ও ষড়যন্ত্রমূলক।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দীন আহমাদ ছাহেবকে আমাদের ক্লাসে আদর্শ ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেন তখনকার স্কুলের হেড মাস্টার বাবু। উনি নান্দাইল চন্ডিপাশা হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে আমিও তখন ঐ স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। মহামান্য প্রেসিডেন্ট দেশে পরীক্ষায় নকল নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং অনেকটা ছাত্রদেরই দায়ী করেন। কিন্তু আমি আমার এই প্রবন্ধের উপাদানগুলোর প্রতি তার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোর করেই বলব যে, একজন আদর্শ মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মহোদয় তার মেট্রিকুলেশন শ্রেণীতে এমন ভয়ঙ্কর পাঠ্যসূচী নিশ্চয়ই দেখেননি। অথচ এগুলোর অস্তিত্ব বিজ্ঞান জগতে তখনও ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই ৬০ লাখ ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক বানাবার খায়েশ হ'ল কেন? কার স্বার্থে?

শুধু তাই নয়। আর এক বিপত্তি হয়েছে গণিত বই লেখার ঢং। শিক্ষা দানের চেয়ে পাণ্ডিত্য যাহির করাই যেন বইটি লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ফুটছে। 'হিংটিং চট'-এর মত

এমন সব দুরূহ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এর থেকে কিছু পদার্থ উদ্ধার করা এসমস্ত বাচ্চাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এমন সমস্ত দুরূহ ব্যাখ্যা দিয়ে বই-এর কলেবর বাড়িয়ে ছাত্রদের আর্থিক ক্ষতি করার চেয়ে বেশী করে অনুশীলন দেয়া অধিক লাভজনক হ'ত। কারণ ব্যাখ্যা দেবার জন্য রয়েছে স্কুল শিক্ষক। লিখতে গেলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কাদের জন্য লেখা হচ্ছে এবং তাদের কাছে সহজবোধ্য হবে কি-না। এই নীতিটা প্রায় পাঠ্যপুস্তকে সতর্কতার সাথে বিবর্জিত।

২. ইংরেজীঃ এবার ইংরেজীর বৃত্তান্ত শুনুন! বাহাত্তরের কিছু বাহাত্তুরে মস্তান মূর্খ কিছু কিছু সরকারী উঁচু পদ জবর-দখল করে নিল। এদের ইংরেজী জ্ঞানের বহর দেখে অফিসের কর্মচারীরা হাসত। এই মস্তানরা এখন জয়বাংলা শ্লোগান মেরে রাতারাতি বাংলা চালু করল সরকারী পর্যায়ে। এটাকে যারা ভুল পদক্ষেপ বলত তাদের রাজাকার চিহ্নিত করে মুখ বন্ধ করে দেয়া হ'ল। ঐ মস্তানদের দাপটে এদেশে ইংরেজী ভাষাকে একবারে তৃতীয় পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হ'ল। এই অনাচারের মধ্য দিয়ে দশটি বছরও গেল না পত্রিকায় সংবাদ বেরুল যে, সরকারী কর্মকর্তাদের ইংরেজী জ্ঞানের অভাবে দেশে বৈদেশিক সাহায্য কমে গেছে। অর্থাৎ পেটের ভাতে টান পড়েছে। সেই সঙ্গে দেশে ইংরেজী শিক্ষকও নেই। আর যায় কোথায়? এসএসসি শ্রেণীর ছাত্রদের উপর ইংরেজী জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা একটা অমানবিক ব্যবস্থা। কারণ ইংরেজী লিখতে হচ্ছে পেটের দায়ে। যেহেতু সরকারী কর্মকর্তা পদে ডিগ্রীধারীদের ছাড়া প্রবেশাধিকার নেই সেহেতু ইংরেজী শিক্ষাটা ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত সমভাবে বন্টন করে দেয়া প্রয়োজন। তা না করে একজন বাংলাদেশীকে এসএসসি শ্রেণীতে ইংরেজ বানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কার স্বার্থে?

শুধু তাই নয়, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সরকার ইংরেজী বই লিখিয়েছে। তাতে রয়েছে ভ্রান্তি। আর এই সমস্ত বই এমনভাবেই লেখানো হয়েছে যে জুয়ার ছক আর আবর্জনার পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নয়। নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্যের লেসন ৩-এর ৭নং প্রশ্নের (চ) নং বাক্যটির শুদ্ধ রূপ হবে Can you tell me how many girls there were in your class? "were" শব্দটি "there" শব্দের পরে বসবে। একই পুস্তকের লেসন ৫ অংশেও ভুল আছে। শুধু তাই নয়। বইটির উদ্দেশ্য কি তা ছাত্র বুঝবে দূরের কথা ছাত্রের বাপ-দাদাও বোঝে না। জুয়ার ছকের মত করে 'সত্য মিথ্যা' বসাও, 'শব্দের শব্দে মিল করে বসাও' এমন ধরনের কথা আছে। এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর যে ছাত্রের জানা আছে সেতো দেবেই, যাদের জানা নেই তারাও দেবে। যাদের জানা নেই তাদের জবাবও 'ঝড়ে বক মরার' মত কিছু কিছু শুদ্ধ হয়ে যাবে। এতে না জেনেও ছাত্ররা নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। কেন এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা? কার স্বার্থে? গ্রামার চর্চা সাহিত্য বই-এ আসল কেন? ১৫০ টাকা দামের গ্রামার বই স্কুলে পাঠ্য করা হয়। তার মধ্যেই তো গ্রামার শিক্ষা আছে। এ দেশে গ্রামার জানে এমন শিক্ষক কোন পর্যায়েই খুব বেশী নেই। এর ফলে Spoken English শেখাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসমস্ত হ'ল ব্যবসায়ী ষড়যন্ত্র। সুযোগ নিচ্ছে কোচিং পড়ানোওয়ালা আর এক পক্ষ। ইংরেজী সাহিত্যে গ্রামার চর্চার ভঙ্গি দেখে তারা ছাত্রদেরকে বোঝাচ্ছে যে, গ্রামার তুলে দেয়া হয়েছে। আমার বাসার মাসিক ১২০০ টাকার কোচিংওয়ালা আমার নাতিকে তাই বোঝাল।

৩. বাংলাঃ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আর কি বলব। এই ভাষার উপর দুই-দুইটি পেপার ছাত্রদেরকে গুণতে হয়। এর যূপকাষ্ঠে পাইকারী আর খুচরা মিলিয়ে নাকি এ পর্যন্ত ৩৫ লাখ বলি হয়েছে। এর পরও মাতৃভাষার সামর্থ্য হ'ল না সন্তানের মুখের গ্রাস যোগাতে। নিজের পিঁপড়াকে হাতি মনে করলেই কি আর হাতি হয়ে যায়? যে ক্ষেত্রে ইংরেজী টাইপ লিখে মধ্যবিত্তের ছেলেরা চাকরি পেত এখন সঙ্গে বাংলা টাইপও শিখতে হচ্ছে একই চাকরির জন্য। অথচ বেতন কিন্তু ঐ সাবেক ইংরেজীর। বুঝলেন তো বাংলা ভাষা কারো জন্য পৌষ মাস আর কারো জন্য সর্বনাশ।

৪. সাঁটলিপিকারদেও ঐ একই দুর্দশা। আগে ইংরেজী সাঁটলিপি শিখলেই চলত। এখন একই বেতনে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা সাঁটলিপিও জানতে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, মাতৃভাষা সন্তানের জন্য দায় হবে কেন? মাতৃভাষা সম্বন্ধে শিক্ষানীতির একমাত্র দায় হচ্ছে ভাষাটা শুদ্ধ করে লেখা আর বলার ব্যবস্থা করা। এটা বৈদেশিক ভাষা নয়। এর জন্য গ্রামারই যথেষ্ট। গ্রামারের উপর ১০০ নম্বরের একটা বিষয় থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু তা না করে আরও ১০০ নম্বরের সাহিত্য ও উপ-সাহিত্য চাপানোর প্রয়োজনটা কি? যা আছে সেটা রস চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। সাহিত্য চর্চার মধ্যে কোন যন্ত্রটা আছে যে মুখের অন্ন যুগিয়ে দেবে? যদি না থাকে তবে সাহিত্য-উপসাহিত্য নামের সত্য-মিথ্যার আবর্জনা আর ব্যভিচার চর্চার প্রয়োজনটা কি? আর এই সাহিত্যের ছদ্মনামে দেশের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে মধু কবির রামায়ন মহাভারত রপ্ত করানো হচ্ছে। এর ফলটা যে কি হচ্ছে, মোটেই শুভ নয়। ওদিকে না গিয়ে বলতে চাই যে, এই সমস্ত সাহিত্য-উপসাহিত্য পাঠ্য করে মূল লেখকদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ৬০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। এই অমানবিক অবস্থাটা কি ঠিক হয়েছে? শুধু কি তাই। এই কচি ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়ে ব্যভিচার চর্চাটাই সবচেয়ে দুঃখজনক। এটা জাতির জন্য এক মহাসর্বনাশ।

৫. হিসাব বিজ্ঞানঃ হিসাববিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। এসএসসি পাস করে কোন ছাত্র কোথাও হিসাব রক্ষার চাকরি পাবে না। আকজাল মুদীওয়ালাও এমবিএ হিসাবরক্ষক চায়। এই যদি অবস্থা হয় তবে এসএসসি ছেলেদের উদ্বৃত্তপত্র তৈরী করতে বলা কি যুক্তিসঙ্গত হয়? 'উদ্বৃত্তপত্র' তৈরী করতে পারলে 'একাউন্টেন্ট' হবার বাকি আর বিশেষ কি থাকে? হিসাবে হাতেখড়ি হ'ল নবম শ্রেণীতে আর 'উদ্বৃত্তপত্র' চাওয়া হচ্ছে দশম শ্রেণীতে। এটা কি মানবতা? তাও কথা ছিল যদি এসএসসি পরীক্ষা পাস করে একটা 'একাউন্টেন্ট'-এর চাকরি পাওয়া যেত। কিন্তু তা তো নয়? তবে কেন এই বাড়াবাড়ি? এ বাড়াবাড়ির পরও তো দেখা যাচ্ছে বিকম পাস ছেলে ডেবিট-ক্রেডিট বোঝে না। একজন এমকমওয়ালাকে ট্রাই মেরে দেখলাম যে, Final Account করার প্রয়োজনে Ledger গুলোকে কিভাবে Close করতে হবে, তা বলতে পারল না। সুতরাং এসএসসি ক্লাসে উদ্বৃত্তপত্র চাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। উচিত ছিল 'উদ্বৃত্তপত্র' রচনা পর্যন্ত হিসাব বিজ্ঞানটা ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত সুসম হারে ভাগ করে দেয়া। কিন্তু তা না করে বর্তমানের অমানবিক ব্যবস্থা কার স্বার্থে করা হ'ল?

৬. সাধারণ বিজ্ঞানঃ আর একটি বিষয় হ'ল সাধারণ বিজ্ঞান। বইটি বোধহয় আড়াইশ' পৃষ্ঠার। বৈজ্ঞানিক বানাবার এটা অপর এক কল। এহেন বিজ্ঞান নাই যা এর মধ্যে ঢোকানো হয়নি। এমনকি মানব ভ্রূণ পর্যন্ত চর্চিত হয়েছে এই পুস্তকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সের আলোকে এটা একটা অশ্লীল কাণ্ডও বলা চলে। এই বইটির ১২ নম্বর অধ্যায় পর্যন্ত সার্থক। বাকি অধ্যায়গুলো ৫৭ লাখ ছাত্রের জন্য বাহুল্য ছাড়া আর কিছু নয়। 'জ্যাফ অব অল ট্রেড, মাস্টার অব নান' বানানোর কোন অর্থ নেই। এই ৫৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর এ সমস্ত অধ্যায়ের সঙ্গে কোন প্রয়োজন ইহজীবনে আর দেখা হবে না। অনর্থক কেন এদেরকে এর মধ্যে ফাঁসানো? যা লিখেছি এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, শিক্ষানীতির অমানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্ররা বাধ্য হয়ে নকলের পথ বেছে নেয়। ছাত্ররা নকল করে না, নকল করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমরা বাধ্য করছি। সুতরাং নকল প্রতিরোধে ছাত্রদেরকে ঠেঙানোর পূর্বে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, শিক্ষানীতি থেকে ব্যবসায়ী ষড়যন্ত্র উৎখাত করা হোক। ঠেঙানোটা সর্বাগ্রে ওখানে হোক। এই প্রয়োজনে আমি কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করতে চাইঃ

(১) নবম ও দশম শ্রেণীতে কলা ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য গণিতের মধ্যে পাটিগণিত পাঠ্যক্রম চালু করে পাটিগণিতের জন্য ৬০ নম্বর, বীজগণিত ২০ ও জ্যামিতি ২০ বন্টিত হোক। ত্রিকোণমিতি ও সর্বপ্রকার পরিমিতি বর্জিত হোক।

(২) বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বর্তমানের উচ্চতর গণিতকে সাধারণ গণিত করা হোক, উচ্চতর গণিতকে আরও উচ্চমানের করা হোক। তাহ'লেই এমবিএ ও বিই হয়ে হাতুড়ে হবে না।

(৩) ইংরেজী সাহিত্য বই উঠিয়ে দিতে হবে। এটা 'ফেবলস'-এর মত বই থাকবে।

(৪) এসএসসি পর্যন্ত ইংরেজী গ্রামারের Tense পর্যন্ত গ্রামারের সীমাবদ্ধ থাকবে। ট্রানসেলেশন যত মুখস্থ করানো যায়।

(৫) বাংলা বিষয়ের একটিমাত্র পেপার থাকবে এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সাহিত্য ও উপসাহিত্য বলতে কোন বই থাকবে না।

(৬) হিসাববিজ্ঞানের 'রেওয়ামিল' গঠন পর্যন্ত হিসাব বিষয় এসএসসি শ্রেণী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করতে হবে।

(৭) সাধারণ বিজ্ঞানের ১২ নং অধ্যায়ের পরে বাকি সব অধ্যায় থেকে যদি ব্যবহারিক কিছু যোগাড় করে আরো ২/১টি অধ্যায় বাড়ানো যায় তা বাড়িয়ে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয় গঠন করতে হবে। এই ব্যবস্থা হবে কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের জন্য।

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের জন্য ১৩ নম্বর অধ্যায় থেকে শুরু করে আরও উন্নতমানের অধ্যায় যোগ করা হোক এবং সমাজবিদ্যা বিজ্ঞান বিভাগে থাকবে না।

(৮) সরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অগ্রগণ্যতা দেয়া হোক।

(৯) বাণিজ্য বিভাগ শুধু মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের এসএসসিওয়ালাদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। বিজ্ঞানের এসএসসিরা বিজ্ঞানের দিকেই চলবে।

(১০) সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে উচ্চবিদ্যালয় চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। নিয়ন্ত্রণটা এলাকার বাসিন্দাদের উপর ন্যস্ত থাকবে।।

॥ সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ॥

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভীর সাথে কিছুক্ষণ

মূলঃ আব্দুল আযীয মুত্বলাক আল-মুত্বায়রী

*অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী**

১৪২০ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ্‌র ২৫ তারিখে মাসিক **'আল-মুজতামা'** পত্রিকার ১৩৭০ সংখ্যার ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় **'ইখওয়ানুল মুসলেমীনের দা'ওয়াতের বৈশিষ্ট্যাবলী' (خصائص دعوة الإخوان المسلمين ومميزاتها)** শিরোনামে ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভীর লিখিত প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধটির কলেবর ছোট হ'লেও তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, যা কোনভাবেই ছোট করে ভাববার অবকাশ নেই। কারণ সেগুলো আক্বীদার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকারক।

লেখক কারযাভী (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন!) তার প্রবন্ধে অনেক ভ্রান্ত আক্বীদা সালাফে ছালেহীনের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। এছাড়াও যেসব বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের সাথে বিদ'আতীদের মতবিরোধ রয়েছে, সেখানে তিনি অপমানজনক বক্তব্য পেশ করছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে লেখকের ভুল-ত্রুটিগুলো তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করলাম। যাতে মানুষ এ বিষয়ে বিভ্রান্তিতে না পড়ে।

এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভাল যে, লেখক কারযাভী তার প্রবন্ধে যেসব ভ্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন, আলোচ্য নিবন্ধে সেগুলোর সবক'টির জওয়াব দেওয়া হবে না। কারণ এতে দীর্ঘ কলেবরের প্রয়োজন। বরং যেসব বিষয় যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোই শুধু তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. 'তাফবীয' সম্পর্কিত কথাকে সালাফে ছালেহীনের দিকে সমর্পণ করাঃ লেখক মনে করেন, আল্লাহ্‌র ছিফাত সম্পর্কিত যে সমস্ত আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, এ ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের মাযহাব হ'ল- এর অর্থ শুধু আল্লাহ জানেন। লেখকের এ ধারণা নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ, তাঁরা ছিফাতের স্বরূপ ও অর্থ দু'টোকেই আল্লাহ্‌র দিকে সমর্পণ করেছেন। এ বিষয় সালাফে ছালেহীনের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে, আবার কখনও বিস্তারিতভাবে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত আছে। তাঁদের অনেকেই বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কিত যে বর্ণনা কুরআন-হাদীছে যেভাবে রয়েছে, সেগুলো সেভাবেই মেনে নিতে হবে'। আর কুরআনে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত বিধৃত হয়েছে, তার সবগুলোই তাঁর গুণাবলীকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা সালাফে ছালেহীনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সাদৃশ্যদান বা স্বরূপদান ছাড়াই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ক্ষেত্রে যা মানায়, তাই আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করা।

এবিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমগণের মধ্য থেকে ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে- اَلْإِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ، وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ- 'আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত। কিন্তু তার স্বরূপ অজ্ঞাত। এ বিষয়ের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদ'আত'।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কি ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন যে, সমাসীনতার (الإستواء) অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না? প্রিয় পাঠক! সালাফে ছালেহীনদের ব্যাপারে ডঃ কারযাভীর মিথ্যাচার আপনাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল। এ ধরনের ভ্রান্ত ও জঘন্য আক্বীদা হ'তে তাঁরা এমনভাবে মুক্ত ছিলেন, যেমনভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর রক্ত থেকে বাঘ মুক্ত ছিল।

ইতিপূর্বের বর্ণনা এবং নিম্নে যা আলোচনা পেশ করা হবে, তা থেকে সালাফে ছালেহীনদের ব্যাপারে ডঃ কারযাভীর মিথ্যাচার ভুল বলে প্রমাণিত হবে। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হবে যে, মুফাওয়াযাহ (যারা বলে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম সমূহের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না) ফিরক্বাই বিদ'আতী ও নাস্তিকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন।

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনে এমন কোন বক্তব্য নেই যার অর্থ কোন মানুষ জানে না। আর সূরা আলে-ইমরানের وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ 'আল্লাহ ব্যতীত মুতাশাবিহ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা কেউ জানে না' *(আলে-ইমরান ৭)* -এ আয়াতে ওয়াক্বফের ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলেমগণের দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা-

১. যদি আয়াতের اِلاَّ اللهُ -এর নিকট ওয়াক্বফ (থামা) করা হয়, তখন এর অর্থ হবে কুরআনে এমন কিছু বক্তব্য আছে যার গূঢ় রহস্য, সারমর্ম ও স্বরূপ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

২. আর যদি اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ -এ ওয়াক্বফ করা হয়, তাহ'লে ক্বিরআত হবে এভাবে وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ আর তখন এর অর্থ হবে-

---

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও সিনিয়র নায়েবে আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

মুতাশাবিহ আয়াত সমূহের অর্থ অধিকাংশ মানুষের নিকট অস্পষ্ট, কিন্তু বিজ্ঞ আলেমগণ তা জানেন। এ ব্যাখ্যার দ্বারা এ আয়াত সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। তাছাড়া পাঠকের নিকট এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত বক্তব্য রয়েছে, তার অর্থ প্রত্যেক আলেম অথবা কিছুসংখ্যক আলেম জানবেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি تفويض (আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না) মেনে নেয়া হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অজ্ঞতাকে মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ এই বাতিল মাযহাব মেনে নিলে বলতে হবে যে, আল্লাহ্র গুণবাচক নামের আয়াত সমূহ, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ তিনি জানেন না (নাঊযুবিল্লাহ)। আর একথা মেনে নিলে ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন উত্থিত হবে এবং যে সমস্ত ফাসাদের উদ্রেক হবে, তা সহজেই অনুমেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যে অহি আসত, তা যদি তিনি না বুঝেন, তবে কিভাবে তিনি তা মানুষের মাঝে প্রচার করবেন? এ ধরনের বাজে কথা থেকে আমরা আল্লাহ্র শরণ কামনা করছি।

তৃতীয়তঃ মুফাওয়াযাহ ফিরক্বার কথা মেনে নিলে একথা মানা আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র কালাম তথা কুরআন অনারবদের কথার মত, যার অর্থ (আরবদের কাছে) অজ্ঞাত। আর এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মানুষ কুরআন পড়বে অথচ কি পড়ছে তা বুঝবে না।

চতুর্থতঃ উক্ত অভিমতকে মেনে নিলে আল্লাহ্র কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। অথচ আল্লাহ তার কালামকে تبيانا لكل شيئى (প্রত্যেক বস্তুর জন্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব এ দু'য়ের মধ্যে সাম স্য কোথায়? একদিকে বলা হচ্ছে কুরআন সবকিছুর জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ। অপরদিকে বলা হচ্ছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন এর অর্থ তিনি ব্যতীত কেউ জানেন না।

পঞ্চমতঃ উক্ত বাতিল মতকে মেনে নিলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (ফাতহ ১০); وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (শূরা ১১); وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (ফাতহ ৪); وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِىْ (ত্বাহা ৩৯); اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (ত্বা-হা ৫) -এ সমস্ত আয়াতের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু এ আক্বীদা ভ্রান্ত। উপরন্তু এ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, উক্ত ফিরক্বাটি ভ্রান্ত ও তাদের আক্বীদাও ভ্রান্ত।

এটি ডঃ কারযাভীর ধারণার সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ মাত্র। এর বেশী জানতে চাইলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বই-পুস্তক পড়ুন! আশা করা যায় আপনি আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন।

২. ডঃ কারযাভীর বক্তব্যঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র শানে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা বান্দার ক্ষেত্রে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর ফলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ তাশবীহ বা আল্লাহ্র আকৃতিকে অন্য কিছুর আকৃতির সাথে সাদৃশ্যদান অস্বীকার করেছেন।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর বক্তব্যের সাথে আমি একমত। এর প্রতিবাদে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ الرسالة التدمرية مع التحفة المهدية গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহের প্রকাশ্য অর্থ নেয়া যাবে অথবা যাবে না। তবে তাকে বলা যায় যে, ظاهر শব্দটির মাঝে جمال ও اشراك দু'টো অর্থই বিদ্যমান থাকতে পারে। যদি বলা হয় যে, ঐ ছিফাতগুলি মাখলূকের ছিফাত বা বৈশিষ্ট্যের মত, তাহ'লে নিঃসন্দেহে বলব, এর অর্থ এটা নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এধরনের অর্থ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যারা সুন্নাতের বরখেলাফ করেছে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ ছেড়ে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে, তারা ঐ অর্থই নিয়েছে।

৩. ডঃ কারযাভীর বক্তব্যঃ আশ'আরীগণ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত (فالأشاعرة فئة من أهل السنة)

উত্তরঃ সুন্নী বিদ্বানদের পরিভাষা অনুযায়ী তারা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ 'আহলে সুন্নাত' পরিভাষা সাধারণভাবে দু'টি অর্থ নির্দেশ করে। যথা-

ক. ব্যাপক অর্থ (المعنى الاعم)ঃ এ অর্থ নিলে রাফেযী ফিরক্বা ব্যতীত ইসলামের অনুসারী সকলেই আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ব্যাপক পরিভাষা অনুযায়ী আশ'আরী ও মু'তাযিলা ফিরক্বা, যারা রাফেযী ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারাও আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

খ. নির্দিষ্ট অর্থ (المعنى الاخص)ঃ এ অর্থ নিলে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরী এবং এদের ন্যায় অন্যান্য ভ্রান্ত ও বিদ'আতী ফিরক্বা, যারা সুন্নাতের বিরোধিতা করে, তারা আহলেসুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ পরিভাষাটিই সালাফী বিদ্বানগণ তাদের বই-পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় পাঠক! আশ'আরীদের ব্যাপারে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, তারা আহলে ক্বিবলাহ তথা নামধারী মুসলমান হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তারা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আহলেসুন্নাত কিভাবে হ'তে পারে? কারণ তারা তো সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বুদ্ধি-বিবেককে কুরআন-সুন্নাহ্র উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তাছাড়া তারা এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসও লালন করে যে, জ্ঞানের সাথে কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধ বাধলে, জ্ঞানই প্রাধান্য পাবে। হায় আফসোস! এ কেমন বিবেক, যার সাথে কুরআন-সুন্নাহ্র সংঘর্ষ বাধে? মূলতঃ এ ধরনের জ্ঞান জ্ঞানই নয়।

জ্ঞাতব্য যে, আশ'আরীদের বাঘা বাঘা আলেম যেমন- জুওয়াইনী, রাযী, গাযযালী প্রমুখ জীবন সায়াহ্নে তাদের ভ্রষ্টতা স্বীকার করেন এবং তওবা করে সালাফে ছালেহীনের পথে ফিরে আসেন। যদি তারা প্রকৃতই আহলেসুন্নাতের আক্বীদার উপর থাকতেন, তবে তারা কোন্ পথ থেকে ফিরে আসলেন? কেন ফিরে আসলেন? আর কোন্ আক্বীদার দিকেইবা ফিরে আসলেন?

৪. ডঃ কারযাভীর বক্তব্যঃ ইখওয়ানুল মুসলেমীনদেরকে আশ'আরীদের দলভুক্ত মনে করলেও এতে তাদের মানহানি হয় না। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে ইখওয়ানিরা আশ'আরীও নয় এবং তাদের বিরোধীও নয়।

উত্তরঃ আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে একমত যে, ইখওয়ানীরা আশ'আরী নয়। বরং তারা ছিলেন বিভিন্ন আক্বীদার। তাদের মধ্যে কেউ আহলেসুন্নাত, কেউ আশ'আরী, কেউ মু'তাযেলী, কেউ ছূফী। এছাড়াও অন্যান্য আক্বীদার লোক ছিল। আর জনাব কারযাভী বলেছেন, ইখওয়ানীদের আশ'আরী বললেও তাদের মানহানি হয় না। এটা সত্যের অপলাপ বৈ অন্য কিছু নয়। অবশ্যই এতে তাদের অনেকের বিশেষতঃ বড় বড় আলেমগণের মানহানি হয়েছে।

অতএব এক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের উচিত হবে তাদের সংগঠনকে নবআঙ্গিকে ঢেলে সাজানো এবং প্রকৃত সালাফী আক্বীদার লোক ছাড়া অন্য কাউকে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত না করা। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, ঐক্য যদি সঠিক পথ ও পন্থায় না হয়, তবে এক্ষেত্রে অনৈক্যকে স্বাগত জানাতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে 'ফুরক্বান' বলে অভিহিত করেছেন। যাতে কুরআন হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে। আর হাদীছে এসেছে 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী'।।

মাহে শা'বান ও নফল ছিয়াম

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

'শা'বান' চন্দ্র বছরের অষ্টম মাস। নফল ছিয়াম পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। বাড়তি নেকীর আশায় শা'বান মাসে নফল ছিয়াম পালন করে মাসটিকে মূল্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতীব যরূরী।

নফল ছিয়ামের গুরুত্বঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কেননা ছিয়াম একমাত্র আমার জন্যই পালন করা হয় এবং আমিই তার প্রতিফল দান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্যই স্বীয় প্রবৃত্তি ও খানাপিনা পরিত্যাগ করে থাকে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিময়। ছিয়াম হচ্ছে (অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যখন ছিয়াম পালন করে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে, আমি ছিয়াম পালনকারী।[১]

হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ছিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ। যেমন তোমাদের ঢাল লড়াইয়ের ময়দানে বাঁচার জন্য হ'য়ে থাকে।[২]

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, যাকে 'রাইয়ান' বলা হয়। ক্বিয়ামতের দিন সেখান থেকে ডাকা হবে- কোথায় ছিয়াম পালনকারীগণ! তখন ছিয়াম পালনকারীগণ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না'।[৩]

---

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।*

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।

২. ছাহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬।

৩. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৭।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[৪] আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে একটি পরিখা খনন করেন (যার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তের) দূরত্ব আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান।[৫]

শা'বান মাসে নফল ছিয়ামের গুরুত্বঃ

ওসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনাকে শা'বানের ন্যায় অন্য মাসগুলোতে এত বেশী ছিয়াম পালন করতে দেখি না কেন? তিনি বললেন, এটা রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস, যে মাসটি থেকে লোকেরা উদাসীন থাকে। যে মাসে আল্লাহ্র নিকট মানুষের আমল উঠানো হয়। তাই আমি পসন্দ করি যে, ছিয়াম পালন অবস্থায় যেন আমার আমল উঠানো হয়।[৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল ছিল শা'বান মাসে ছিয়াম পালন করা। তিনি শা'বান মাসে এত বেশী ছিয়াম পালন করতেন যে, শা'বানকে রামাযানের সাথে প্রায় মিলিয়ে দিতেন।[৭]

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত পরস্পর দু'মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি।[৮] জনৈক ব্যক্তি আয়েশা (রাঃ)-কে ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) পুরো শা'বান ছিয়াম পালন করতেন এবং (অন্য সময়) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের চেষ্টা করতেন।[৯] অতএব বাড়তি নেকীর আশায় শা'বানের নফল ছিয়াম পালন করা আমাদের জন্য অতীব কল্যাণজনক।

শবেবরাতঃ

শুধুমাত্র পনেরই শা'বান খাছভাবে ছিয়াম পালন ও ইবাদত-বন্দেগী করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাজ। এর প্রমাণে কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ পেশ করা হয়। যা নিম্নরূপ-

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নিছফে শা'বান দিবাগত রাতে প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং ক্বালব বংশের ছাগলের লোমের পরিমাণের চেয়েও বেশী লোককে ক্ষমা করেন।[১০]

আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিছফে শা'বানের রাতে এক বছরে যত আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং যত লোক মৃত্যুবরণ করবে তা নির্ধারণ করা হয়। ঐ রাতে তাদের আমল উঠানো হয় এবং তাদের রিযিক নির্ধারণ করা হয়।[১১] আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুশরিক ও পরস্পরের শত্রু ব্যতীত ১৫ ই শা'বান রাতে সকলকে ক্ষমা করা হয়।[১২]

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিছফে শা'বান রাতে তোমরা ছালাত আদায় কর এবং দিনে ছিয়াম পালন কর। কারণ আল্লাহ ঐ রাতে প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমা প্রার্থী আছ কি? যাকে আমি ক্ষমা করব; কোন রূযী প্রার্থী আছ কি? যাকে আমি রূযী দিব; কোন অসুস্থ ব্যক্তি আছ কি? যাকে আমি সুস্থ করে দিব। এভাবে তিনি আরো কিছু বলতে থাকেন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।[১৩]

পনেরই শা'বানে ছিয়াম পালন করা এবং পূর্ব রাতে নফল ছালাত আদায় করার একমাত্র পুঁজি হ'ল মূলতঃ এই জাল হাদীছটি। যার উপর ভিত্তি করে বহু মুসলিম ভাই-বোন মনে করেন যে, এ রাতে মানুষের পাপ ক্ষমা হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের জীবন-মরণের রেজিষ্ট্রার লেখা হয়। এ রাতে রূহ গুলো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। বিশেষ করে কিছু কিছু এলাকায় বিধবা নারীগণ মনে করে যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফিরে আসে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকে। বাড়ীগুলি ধুপ-ধুনা-আগরবাতি-মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে সুগন্ধি ও আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বেলে আলোকসজ্জা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যান কবর যিয়ারতের জন্য। মোল্লা-মুন্সীরা ১৪ই শা'বান সকাল থেকেই ঘুরে ঘুরে এসব যিয়ারত করে দেন। বিনিময়ে পয়সাও যথেষ্ট পান। চারিদিকে হালুয়া রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজী করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাত আদায় করে না তারাও এ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতুল আলফিয়াহ' বা ১০০০ রাক'আত নফল ছালাতে শরীক হয়। যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা এখলাছ পড়া হয়। রাতের শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। অধিকাংশ ইবাদতকারী ফজরের জামা'আতে শরীক হ'তে পারেন না। ফলে মসজিদ মুছল্লী শূন্য হয়ে যায়। এভাবে ইবাদতের নামে আলোকসজ্জা ও হালুয়া রুটি করে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে লোকেরা বরং গোনাহ অর্জন করছে। এইদিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করে কল-কারখানা ও অন্যান্য অফিস-আদালত বন্ধ রেখে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করা হয়। মাদরাসা-স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটানো হয়।

৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫৩।
৫. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ মিশকাত হা/২০৬৪।
৬. ছহীহ নাসাঈ হা/২৩৫৬।
৭. ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩১।
৮. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৭৬।
৯. ছহীহ নাসাঈ হা/২১৮৫।
১০. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১২৯৯, হাদীছটি যঈফ, যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৪০৮।
১১. বায়হাক্বী, দা'ওয়াতুল কাবীর, মিশকাত হা/১৩০৫; হাদীছটি যঈফ, তাহকীক, মিশকাত আলবানী টীকা নং ২।
১২. ইবনু মাজাহ হাদীছ যঈফ, মিশকাত হা/১৩০৬।
১৩. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩০৮ হাদীছটি বাজে ও জাল। যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৪০৭।

উল্লেখ্য, ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতের 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্য রজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট। ইসলামী শরীয়তে এ নামের কোন অস্তিত্ব নেই। 'শবেবরাত' নামটি মানুষের বানানো। এ নামটি যেমন কল্পিত তেমনি এ রাতের বিশেষ ইবাদতও কাল্পনিক। কাজেই তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা 'শরীয়তের মধ্যে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই প্রত্যাখ্যাত'।[১৪]

শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামঃ

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল এবং তার পরপরই শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম পালন কারীর মত হ'ল'।[১৫] অপর হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূল (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, রামাযানের একমাস ছিয়াম ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান।[১৬] অর্থাৎ নেক আমলের ছওয়াব ১০ গুণ হিসাবে এক মাস রামাযানের ছিয়ামে ৩০×১০=৩০০ এবং শাওয়ালের ৬×১০=৬০ মোট ৩৬০ দিন ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়।

অতএব আসুন! অধিক নফল ছিয়াম পালনে আমরা অভ্যস্ত হই। শবেবরাতকে উদ্দেশ্য করে নয় বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে শা'বান মাসে অধিক হারে ছিয়াম পালন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

১৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।
১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭।
১৬. বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ ইরওয়া ৪র্থ খণ্ড ১০৭ পৃঃ।

যমুনা ক্লিনিক

(একটি অত্যাধুনিক বেসরকারী হাসপাতাল)

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সার্জারী, গাইনী, মেডিসিন, চোখ, কান, নাক, গলা ও হাড়জোড়সহ সকল ধরনের অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়।

লক্ষ্মীপুর মোড় থেকে পশ্চিমে, শেরশাহ রোড
(নুরসাব ভিলা)
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

ছাহাবা চরিত

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)

*-কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একজন জলীলুর ক্বদর ছাহাবীর নাম। তাঁর জীবনী অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ইলমে হাদীছে তাঁর অবদান অনন্য। একটিমাত্র হাদীছ সংগ্রহের জন্য তিনি যে সময় ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারের নযীর রেখে গেছেন, তা মহাপ্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুহাদ্দিছগণের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি প্রথম সারির রাবীদের অন্যতম একজন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ মহান ছাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও পরিচয়ঃ নাম জাবির, পিতার নাম আব্দুল্লাহ, দাদার নাম আমর।[১] মাতার নাম নাসীবা বিনতে উক্ববা।[২] কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ, মতান্তরে আবু আব্দুর রহমান।[৩] পূর্ণ বংশপরিক্রমা হ'ল- জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালামা বিন সা'দ বিন আলী বিন আসাদ বিন সা'রেদা ইয়াযীদ বিন জুছাম বিন খাযরাজ আল-আনছারী।[৪] তাঁর বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হারাম ইবনে কা'ব-এর মাধ্যমে পিতা-মাতা উভয়ের বংশ একত্রে মিলিত হয়েছে। জাবির (রাঃ)-এর পিতৃবংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষ সালামা-র বংশধরগণ মদীনার হাররা ও মসজিদে ক্বিবলাতাইন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৫]

আকাবার শপথে অংশগ্রহণঃ জাবির (রাঃ) আকাবার দ্বিতীয় শপথে পিতা আব্দুল্লাহ্র সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৬] জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ছিলাম এই আকাবার কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা মতে, এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ অথবা ১৯ বছর। তিনি হযরত মুছ'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭]

---

* *কামিল দ্বিতীয় বর্ষ (হাদীছ বিভাগ), আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।*

১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ* (মিসরঃ দারুল ফিকর মাতবা'আতু সা'দাত, ১৩২৮ হিঃ) *১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩।*
২. *মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ইং/১৪০৫ বাং/১৪১৯ হিঃ) *৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯।*
৩. *ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬।*
৪. *হাফেয জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মাযয়ী, তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ ইং) *৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১; ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ইং/১৯৩৮ বাং/১৪১২ হিঃ) *১১শ খণ্ড, পৃঃ ২৭০।*
৫. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/৩৯ পৃঃ।*
৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১/২৭০ পৃঃ।*
৭. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/৩৯ পৃঃ।*

পিতার শাহাদাতঃ পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধের পূর্ব রাতে পুত্র জাবির (রাঃ)-কে ডেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথমে শহীদ হবে, আমি নিজেকে তাদের কাতারেই দেখতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে একমাত্র তুমি ছাড়া অধিকতর প্রিয় আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আমার কিছু ঋণ আছে। তুমি তা পরিশোধ করে দিয়ো। আর তোমার বোনদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।[৮] অতঃপর পরেরদিন ওহোদ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৯] হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, চল্লিশ বছর পর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ওহোদে কূপ খনন করলে সেখানে সমাহিত শহীদদের লাশের সাথে আমার পিতার লাশটিও উঠে আসে। লাশটি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল।[১০]

পিতার ঋণ পরিশোধঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ওহোদ যুদ্ধে তাঁর পিতা ছয়টি কন্যা সন্তান রেখে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর কিছু ঋণ ছিল। ইতিমধ্যে খেজুর কাটার মৌসুম এসে গেল। তিনি বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো জানেন, আমার পিতা ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। এখন আমি চাই যে, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক (এবং ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেয়া বন্ধ করুক)। নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি গিয়ে এক এক প্রকার খেজুর কেটে আলাদা আলাদা গাদা কর। সুতরাং আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (ছাঃ)-কে ডাকলাম। ঋণদাতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে সেই মুহূর্তে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। নবী করীম (ছাঃ) তাদের এ আচরণ দেখে সবচেয়ে বড় গাদার চারদিকে তিনবার চক্কর দিয়ে তার উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদের ডাক। এরপর জাবির (রাঃ) সেখান থেকে মেপে মেপে তাদেরকে দিতে থাকলেন। এমনকি আল্লাহ আমার পিতার আমানত অর্থাৎ ঋণের বোঝা এভাবে পরিশোধ করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর দানা নিয়েও যদি আমি আমার বোনদের কাছে না যেতে পারি; তবুও যেন আমার পিতার ঋণের আমানত আল্লাহ আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবগুলো গাদা অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুরের যে গাদার উপর বসেছিলেন সে গাদার একটি খেজুরও যেন কমেনি।[১১]

বিবাহঃ হযরত জাবির (রাঃ) তাঁর পিতার শাহাদাতের পর জনৈকা 'ছাইয়েবা' (তালাক প্রাপ্তা/বিধবা) মহিলাকে বিবাহ করেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছলে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি নতুন বিয়ে করেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাড়াতাড়ি পরিবারের সাথে মিলিত হ'তে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিয়ে করেছ? তিনি বললেন-জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না ছাইয়েবা? তিনি বললেন, ছাইয়েবা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? জাবির (রাঃ) বললেন, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমার পিতা ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি নয় জন অবিবাহিতা কন্যা রেখে গেছেন। এমতাবস্থায় তাদের মতই একজন কুমারী মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পসন্দ করিনি। কারণ আমার প্রয়োজন ছিল এমন একজন বয়স্কা মহিলা, যে তাদের মাথার চুল পরিপাটি ও বেনী বেঁধে দিতে পারে এবং কাপড় সেলাই করে তাদেরকে পরিয়ে দিতে পারে। তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনন্দিত হ'লেন এবং বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেছ হে জাবির।[১২]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর অবদান অপরিসীম। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ১৯টি[১৩] মতান্তরে ১৮টি বা ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৪] ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর সূত্রে বর্ণিত আছে, জাবির (রাঃ) নিজেই বলেছেন, غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً– 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ১৬টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি'।[১৫] তিনি বদরের যুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য পানি সরবরাহ করেন।[১৬] কিন্তু অন্য বর্ণনায় তিনি নিজেই বলেছেন, لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلاَ أُحُدًا مَنَعَنِىْ أَبِىْ 'আমি বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। কেননা আমার পিতা (আমাকে বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন বোনদেরকে দেখাশুনা করার জন্য তাই) আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন'।[১৭] তাঁর পিতার শাহাদাতের পর প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।[১৮]

হযরত জাবির (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে খনন কাজ করছিলেন। এ সময় তাঁদের সামনে একটা শক্ত পাথর পড়ল, যা তাঁরা কিছুতেই ভাঙ্গতে

---

৮. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/৪০ পৃঃ।
৯. ছহীহ বুখারী (দেওবন্দঃ মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৪।
১০. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/৪১ পৃঃ।
১১. ছহীহ বুখারী ২/৫৮০।
১২. বুখারী, ২/৫৮০ পৃঃ।
১৩. তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৩/২৯৩ পৃঃ; আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ১/২১৩ পৃঃ।
১৪. উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১/২৫৭ পৃঃ।
১৫. হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উছমান আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ ১৪০২/১৯৮২), ৩/১৯১ পৃঃ।
১৬. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৯৯৪ইং/১৪১৪ হিঃ) পৃঃ ২৭৮।
১৭. আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ১/২১৩ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৭৯।
১৮. উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১/২৫৭ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৩/২৯৫ পৃঃ।

পারছিলেন না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করা হ'লে তিনি কুড়াল দ্বারা আঘাত করলে পাথরটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ইত্যবসরে হঠাৎ তাঁর পেটের বস্ত্র উন্মোচিত হয়ে পড়লে জাবির (রাঃ) দেখলেন যে, তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। এ করুণ দৃশ্য দেখে জাবির (রাঃ) স্থির থাকতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কিছু আছে কি? স্ত্রী বলল, এক ছা' পরিমাণ আটা ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। তিনি বকরীর বাচ্চাটি যবেহ করলেন এবং স্ত্রীকে রুটি বানাতে বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে দা'ওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন, 'হে খন্দকের মুজাহিদগণ! তোমাদেরকে তোমাদের ভাই জাবির দা'ওয়াত দিয়েছে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ ঘোষণা শুনে জাবির (রাঃ) দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কিন্তু আদব ও শিষ্টাচারের কারণে চুপ থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খন্দকের সকল মুজাহিদকে সাথে নিয়ে জাবির (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্রের মুখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না করে খাদ্য পরিবেশন করতে বললেন। আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ (রাঃ) ও সকল মুজাহিদগণ পেট পুরে খাওয়ার পরেও অনেক খাদ্য অবশিষ্ট থাকল।[১৯] উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে মুজাহিদ সংখ্যা ছিল তিন হাজার।[২০]

ইলমে হাদীছে তাঁর অবদানঃ ইলমে হাদীছের জগতে হযরত জাবির (রাঃ) এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন প্রথম সারির রাবীদের অন্যতম। তিনি হাদীছের জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। ক্বিছাছ সম্পর্কিত একটিমাত্র হাদীছ শুনার জন্য তিনি মদীনা থেকে একমাস পথ হেঁটে সুদূর সিরিয়াতে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের নিকট গমন করেন। এমনিভাবে একটিমাত্র হাদীছ শুনার জন্য তিনি মিসর সফর করেন।[২১]

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) মোট ১৫৪০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২২] তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে ৬০টি, এককভাবে বুখারীতে ২৬টি ও মুসলিমে ২৬টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস, আলী ইবনে আবু ত্বালিব, আম্মার ইবনে ইয়াসার, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, মু'আয ইবনে জাবাল, আবু বুরদা, হুমাইদ সাঈদী, আবু সাঈদ খুদরী, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আবু ক্বাতাদাহ আল-আনছারী, আবু হুরায়রা, উম্মে শারীক, উম্মে মালিক আল-আনছারী, উম্মে কুলছুম বিনতে আবুবকর ছিদ্দীক্ব, উম্মে মুবাশ্শার আল-আনছারিইয়া প্রমুখ।[২৪]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান, ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবীয়া, ইসমাঈল ইবনে বাশীর, বাশীর ইবনে সালমান আল-আনছারী, জা'ফর ইবনে মাহমূদ ইবনে মুহাম্মাদ, হারিছ ইবনে রাফে', ইবনে মুকীছ, হাসান বছরী, জা'ফর ইবনে উবায়দুল্লাহ, ইবনে আনাস, ইবনে মালিক, যায়েদ ইবনে আসলাম, সাঈদ ইবনুল হারিছ আল-আনছারী, সাঈদ ইবনে যিয়াদ আল-আনছারী, সাঈদ ইবনে আবু কারব, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, সাঈদ ইবনে আবু হেলাল, সুলায়মান ইবনে আতীক্ব, সুলায়মান ইবনে ক্বায়স, সুলায়মান ইবনে মূসা, সাফওয়ান ইবনে সুলাইম, ত্বারেক ইবনে আমর, তাউস ইবনে কায়সান, আবু সুফিয়ান, ত্বালহা ইবনে নাফে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু ক্বাতাদাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ, আব্দুর রহমান ইবনে আদম, আম্মার ইবনে আম্মার, মুহাম্মাদ বিন জাবির বিন আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ প্রমুখ।[২৫]

হাদীছের দরসঃ তিনি মসজিদে নববীতে হাদীছের তা'লীম দিতেন।[২৬] এ ছাড়াও মক্কা, কূফা, ইয়েমেন, বছরা, মিসর প্রভৃতি স্থানে তিনি হাদীছের দরস দিতেন।[২৭]

চরিত্র ও মর্যাদাঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী। তিনি আল্লাহ্র প্রেমে ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যে মোহাবিষ্ট ছিলেন। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাড়ী ছিল এক মাইল দূরে। তবুও প্রতিদিন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে নববীতে এসে আদায় করতেন।[২৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। 'লায়লাতুল বাঈর'-এ রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য পচিশ বার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।[২৯] হিজরী পঞ্চম সালে 'জাতুর রুকা' যুদ্ধে হযরত জাবির (রাঃ) একটি উৎকৃষ্ট উটে সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উটটি চড়াদামে ক্রয় করে নেন, আবার সেটি জাবির (রাঃ) কেই দান করে দেন।[৩০]

---

১৯. *ছহীহ বুখারী, ২/৫৮৮-৮৯ পৃঃ।*
২০. *শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম,* (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারুস সালাম, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ ইং), *পৃঃ ৩০৬; গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৭৩ ইং), *১/২৫৪ পৃঃ।*
২১. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭।*
২২. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১।*
২৩. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ইফাবা তৃতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৮০), *পৃঃ ২৬১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১।*
২৪. *তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৩/২৯১-৯২ পৃঃ।*
২৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২৭১; তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৩/২৯২-৯৩ পৃঃ।*
২৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১/২৭১ পৃঃ।*
২৭. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/৪৮ পৃঃ।*
২৮. *আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ১/২১৩ পৃঃ; উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১/২৫৮ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৩/২৯৫ পৃঃ।*
২৯. *সিয়ার ১/১৯০।*
৩০. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/৪২ পৃঃ।*

শেষ জীবনঃ শেষ বয়সে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। মাথার চুল ও দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল।[৩১] তিনি দাড়ি ও চুলে হলুদ বর্ণের খিযাব ব্যবহার করতেন।[৩২]

তিনি ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি অছিয়ত করে যান যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যেন তাঁর জানাযা না পড়ান।[৩৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩৪] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।[৩৫] আবান বিন উছমান তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন।[৩৬] আনছার ছাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী ছাহাবী।[৩৭]

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যঃ

১৯২৬ সালের ঘটনা। বাদশাহ ফায়ছাল এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁকে এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলছেন, ফায়ছাল! জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও আমার লাশ কবর থেকে তুলে জলদী 'দজলা' নদী থেকে দূরে নিয়ে দাফন কর। কারণ আমার কবরে পানি ঢুকে পড়েছে। আর জাবিরের কবরে লোনা ধরে গেছে।

সকাল হ'লে দিনের কোলাহলে বাদশাহ রাতের সেই স্বপ্নের কথা ভুলে যান। দ্বিতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এবারও তিনি দিনের বেলায় ভুলে যান স্বপ্নের কথা।

তৃতীয় রাতে সেই একই স্বপ্ন দেখেন বাগদাদের গ্র্যাণ্ড মুফতী। স্বপ্নে গ্র্যাণ্ড মুফতীকে বুযুর্গ ব্যক্তি বলছেন, 'বাদশাহকে দু'দু'বার আমাদের লাশ সরানোর কথা বলেছি। কিন্তু তিনি বার বার স্বপ্নের কথা ভুলে যাচ্ছেন। এখন তোমার উপর এ কাজের দায়িত্ব দিলাম। তুমি জলদী আমাদের লাশ এখান থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় দাফনের ব্যবস্থা কর।

মুফতী এই আজব স্বপ্ন দেখে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নূরী আস-সাঈদের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বলেন। পরে তাঁরা বাদশাহ্র কাছে গিয়ে এ কথা বললে বাদশাহ সাথে সাথেই বলে উঠেন, 'কি আশ্চর্য! আমিও পরপর দু'রাত একই স্বপ্ন দেখেছি। মুফতী ছাহেব এ তো বড় চিন্তার কথা! আপনি বলুন, এখন কি করা যায়?' মুফতী ছাহেব বললেন, হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় দাফন কর'। এরচেয়ে পরিস্কার কথা আর কি হ'তে পারে? বাদশাহ তখন বললেন, আগে পরীক্ষা করে দেখা যাক, সত্যিই কবরের ভেতর পানি ঢুকেছে কি-না।

বাদশাহ্র হুকুমে কবর থেকে নদীর দিকে বিশ ফুট দূরে মাটি খুঁড়া হ'ল। কিন্তু না, কোথাও পানির চিহ্নও পাওয়া গেল না। চোখে পড়ল না লোনা ধরার কোন নমুনা। বিষয়টি বাদশাহকে জানানো হ'ল। তিনি এ খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন। সেই রাতে বাদশাহ আবারও একই স্বপ্ন দেখলেন। শুনলেন সেই একই ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। 'এখান থেকে আমাদেরকে তাড়াতাড়ী সরিয়ে নাও। আমাদের কবরে পানি জমতে শুরু করেছে'।

বাদশাহ ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্টে জেনেছেন যে, কবরে পানি ঢোকেনি। তাই স্বপ্নের গুরুত্ব দিলেন না। পরের রাতে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) স্বপ্নে মুফতী ছাহেবকেও বললেন একই কথা। সকাল বেলা মুফতী ছাহেব বাদশাহর কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা বললেন। এবার বাদশাহ রাগ করে বললেন, 'মুফতী ছাহেব মাটি খুঁড়ার সময় সেখানে আপনিও ছিলেন। সেখানে পানি বা লোনা ধরার কোন নমুনাই পাওয়া যায়নি। তবুও কেন এ ব্যাপারে খামোখা আমাকে বিরক্ত করছেন? মুফতী ছাহেব মোটেও ঘাবড়ালেন না। তিনি বললেন, যাই হোক, স্বপ্নে একই কথা যখন বার বার বলা হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। আমার মতে কবর খুঁড়ে দেখা যাক, আসল ব্যাপারটা কি।

বাদশাহ বললেন, তাই হৌক। এ সম্পর্কে আপনি ফৎওয়া জারী করুন। মুফতী ছাহেব কবর খুঁড়ার ফৎওয়া জারী করলেন। বাদশাহ্র ফরমান এবং মুফতী ছাহেবের ফৎওয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত হ'ল। সারা দুনিয়া এ খবর ফলাও করে প্রচার করল। এ খবরে সর্বত্র হৈ চৈ পড়ে গেল। সবশেষে ঠিক হ'ল- হজ্জের দশদিন পর কবর খুঁড়া হবে। এই আজব ঘটনা দেখার জন্য পাঁচ লক্ষ কৌতূহলী মানুষ জড়ো হ'ল।

সেদিন ছিল সোমবার। লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে কবর দু'টো খুঁড়া হ'ল। দেখা গেল, সত্যিই স্বপ্ন মুতাবেক হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর কবরে লোনা ধরতে শুরু করেছে। দু'জনের কাফন এবং চুল-দাড়ি বিলকুল ঠিক রয়েছে। একটুও নষ্ট হয়নি। দেখে মনেই হয়নি যে, লাশ দু'টো সাড়ে তেরশ বছর আগের। তাঁদের দু'জনের চোখ খোলা ছিল। সেই চোখ দিয়ে এমন তীব্র জ্যোতি বের হচ্ছিল যে, কেউ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি। উপস্থিত ডাক্তারেরা এ অবস্থা দেখে থমকে যান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন জার্মান চক্ষু চিকিৎসক এই অপূর্ব দীপ্তিময় চোখ দেখে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনেন ও সাথে সাথে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

শেষে এ মহান দু'ছাহাবীর লাশ দু'টি ছাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।[৩৮]

---

৩১. সিয়ার ১/১৯৪।
৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১/২৭১ পৃঃ।
৩৩. আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ১/২১৩ পৃঃ।
৩৪. উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১/২৫৮ পৃঃ।
৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১/২৭১ পৃঃ; আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ১/২১৩ পৃঃ।
৩৬. উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১/২৫৮ পৃঃ।
৩৭. তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল, ৩/২৯৭ পৃঃ।
৩৮. আবুল খায়ের আহমদ আলী, সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাঃ) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭ ইং/১৩৯৪ বাং/ ১৪০৭ হিঃ) পৃঃ ১১-১৪।

নবীনদের পাতা

কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

-নূরুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

৩. শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের মর্যাদাঃ

শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ -

'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) পড়ে এবং নিজেদের মাঝে তার মর্ম আলোচনা করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে নেয় তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকুল। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না'।[৬]

৪. জ্ঞানীদের উচ্চমর্যাদাঃ

তাবেঈ হযরত কাছীর ইবনে ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে হযরত আবুদারদা (রাঃ)-এর সাথে বসে আছি, এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক এসে বলল, 'হে আবুদারদা! আমি সুদূর মদীনা থেকে আপনার নিকট শুধু একটি হাদীছের জন্য এসেছি। এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য আসিনি। শুনেছি আপনি নাকি উহা রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করে থাকেন। তখন আবুদারদা (রাঃ) বললেন, (হ্যাঁ), আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ -

'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা উহার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ জ্ঞানান্বেষণ কারীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এতদ্ব্যতীত যারা আলেম বা জ্ঞানী তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুযারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমা রাতের শশী তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যান না, তাঁরা শুধু জ্ঞান উত্তরাধিকার রেখে যান। সুতরাং যে বিদ্যার্জন করেছে, সে (উত্তরাধিকারের) পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে'।[৭]

অন্য হাদীছে বিদ্যা অর্জন করতে আসা এক ছাহাবীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفُّهُ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ -

'(আগন্তুক) জ্ঞানান্বেষণকারীকে ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই জ্ঞানান্বেষণকারীর জন্য ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর একে অপরের উপর আরোহণ করে তারা যে জ্ঞান অর্জন করে এর ভালবাসায় প্রথম আকাশে পৌঁছেন'।[৮]

৫. জ্ঞান প্রচার-প্রসার এবং শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও মর্যাদাঃ

শুধু নিজে জ্ঞান অর্জন করলেই চলবেনা বরং অন্যকেও জ্ঞান বা বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। হাদীছে জ্ঞানের

---

*আলিম ২য় বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।

৭. আলবানী, ছহীহ সুনানে আবুদাঊদ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৯ হি/১৯৯৮ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, হা/৩৬৪১ হাদীছ ছহীহ।

৮. আহমাদ, ত্বাবারাণী 'উত্তম সনদে' (بإسناد جيد), ইবনু হিব্বান। গৃহীতঃ যাকীয়ুদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল ক্বাবিই আল-মুনযেরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব মিনাল হাদীছ আশ-শারীফ (বেরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫-৯৬।

প্রচার-প্রসার ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

(ক) হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমলনামায় যোগ হ'তে থাকবে, সেগুলো হ'ল- (১) ইলম- যা সে শিক্ষা করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও বিস্তার করে গেছে, (২) নেক সন্তান-যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে, (৩) কুরআন- যা মীরাছরূপে [অথবা ওয়াক্ফ করে] রেখে গেছে, (৪) মসজিদ- যা সে নির্মাণ করে গেছে, (৫) মুসাফিরখানা- যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গেছে, (৬) খাল (কূপ, পুকর প্রভৃতি)- যা সে খনন করে গেছে, (৭) দান- যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হ'তে করে গেছে- (এগুলোর ছওয়াব) তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।[৯]

(খ) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ-

'কোন মুসলমানের বিদ্যার্জন করা অতঃপর তা তাঁর অপর মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেওয়াই সবচেয়ে উত্তম দান বা ছাদাক্বাহ'।[১০]

(গ) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَحَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

'দু'ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। তাদের একজন হ'ল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে খরচ করার মনোবৃত্তিও তাকে দান করেছেন। আর অপরজন হ'ল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তারই ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আর মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়'।[১১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আলেমগণ বলেছেন, হাসাদ বা ঈর্ষা দু'প্রকার। যথাঃ (১) حَقِيْقِىٌّ বা প্রকৃত ঈর্ষা। (২) مَجَازِىٌّ বা রূপক ঈর্ষা। প্রকৃত ঈর্ষা বলতে বুঝায় ব্যক্তির কাছ থেকে নে'মত বিদূরিত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। ছহীহ দলীল দ্বারা উম্মতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এটা হারাম বা অবৈধ। আর রূপক ঈর্ষা হচ্ছে 'গিবতাহ'। কোন ব্যক্তির কাছ থেকে নে'মত বিদূরিত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে সে নে'মত নিজের জন্য কামনা করাকে 'গিবতাহ' বলা হয়। আলোচ্য হাদীছে দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য।[১২]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছে উল্লেখিত 'হাসাদ' দ্বারা 'গিবতাহ' উদ্দেশ্য। রূপকভাবে গিবতাহ্কে হাসাদ বলা হয়েছে। আর গিবতাহ-র ব্যাপারে লালায়িত হওয়াকে مُنَافَسَةٌ বা প্রতিযোগিতা বলা হয়। এটা যদি ভাল কাজে হয় তাহ'লে তা প্রশংসনীয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তার (জান্নাতের) মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(তাত্বফীফ ২৬)*। আর যদি খারাপ বা পাপের কাজে হয় তবে তা অপসন্দনীয় ও ন্যক্কারজনক।[১৩]

(ঘ) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াতের মশাল ও ইলমসহ পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হ'ল- মুষলধারায় বৃষ্টি, যা কোন ভূমিতে পতিত হ'ল। উক্ত ভূমির একটি অংশ এরূপ উৎকৃষ্টমানের ছিল যে, তা উক্ত বৃষ্টিকে গ্রহণ করল। অতঃপর তাতে প্রচুর পরিমাণ ঘাস-পাতা ও তৃণলতা জন্মাল। আর উক্ত ভূমির একটি অংশ এমন কঠিন ছিল যে, তা উক্ত বৃষ্টির পানিকে আটকিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা (পরিশেষে) মানুষের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। লোকেরা তা পান করেছে ও পান করিয়েছে এবং এটা দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল ফলিয়েছে। আর কিছু পরিমাণ বৃষ্টির পানি এমন এক ভূখণ্ডে পড়েছে, যা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও সমতল। যা পানি আটকে রাখে না এবং ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এটা হ'ল সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহ্র দ্বীনকে উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা যে জিনিস সহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা তার কল্যাণ সাধন করেছে। সে তা নিজে শিক্ষা করেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে তার প্রতি মাথা তুলেও দেখেনি। অর্থাৎ কোন ভ্রূক্ষেপই করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন তা গ্রহণও করেনি'।[১৪]

(ঙ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, نَضَّرَ اللّهُ إِمْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-

'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে। অতঃপর তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।[১৫]

---

৯. ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৯৯ পৃঃ, সনদ হাসান।

১০. ইবনু মাজাহ হাসান সনদে, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৯৮ পৃঃ।

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২।

১২. ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম (কায়রোঃ দার আর-রায়য়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৭ হি/১৯৮৭ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, পৃঃ ৯৭।

১৩. ফাৎহুল বারী ১/২০১ পৃঃ।

১৪. বুখারী, ঐ ১/২১১ পৃঃ; 'যে নিজে বিদ্যা অর্জন করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়' পরিচ্ছেদ।

১৫. ছহীহ সুনানে ইবনু মাজাহ তাহক্বীক্বঃ আলবানী ১/৯৫ পৃঃ, হা/২৩০।

(চ) রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ –

'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল (তার আমলনামায়) যোগ হ'তে থাকে। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা প্রবাহমান ছাদাক্বা ২. এমন জ্ঞান (প্রচার ও শিক্ষা দান করে যাওয়া) যাতে মানুষ উপকৃত হ'তে থাকে এবং ৩. নেক সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার (পিতা) জন্য দো'আ করতে থাকে'।[১৬]

৬. শিক্ষার অসৎ উদ্দেশ্যঃ

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এছাড়া শিক্ষার পেছনে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ থাকবে না। অন্যথায় জান্নাত পাওয়া দুষ্কর। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

'যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করবে না'।[১৭]

অন্য হাদীছ থেকে জানা যায়, 'ক্বিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে উহা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে (এবং অপরকে উহা শিক্ষা দিয়েছে)। তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে আপন নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে সেগুলো স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছিলে? সে বলবে, আমি জ্ঞানার্জন করেছি, মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমাকে খুশি করার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমিতো জ্ঞান চর্চা করেছ এ জন্যে যেন মানুষ তোমাকে জ্ঞানী বলে। আর কুরআন পড়েছ এ জন্যে যেন লোকেরা তোমাকে 'ক্বারী' বলে। আর এসব কথা মানুষ তোমাকে বলেছে (এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে)। অতঃপর তাকে নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৮]

অসৎ উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَعْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ –

'যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের সাথে কুতর্কে লিপ্ত হবার জন্যে, কিংবা মূর্খদের বিভ্রান্ত করার জন্যে অথবা জনগণকে নিজের ব্যক্তিসত্তার প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে জ্ঞান শিক্ষা করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[১৯]

অন্য হাদীছে এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ تُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَالنَّارُ فَالنَّارُ–

'তোমরা আলেমদের সাথে গর্ব প্রকাশ করার জন্য এবং মূর্খদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য জ্ঞান অর্জন কর না। আর এর দ্বারা মজলিসের কল্যাণ কামনা কর না। যে এরূপ করবে, তার জন্য জাহান্নাম, জাহান্নাম'।[২০]

উল্লেখ্য, প্রয়োজনে তর্ক-বিতর্ক করা যাবে। কারণ যখন কেউ হক্ব বুঝেও বুঝবে না কিংবা কুরআন-হাদীছের উল্টো ব্যাখ্যা করবে ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্বীনের স্বার্থে তর্ক-বিতর্ক করে তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে। তবে তর্ক-বিতর্কের সময় সুন্দর কথা, সর্বদা আদব বজায় রাখা, বিনম্র হওয়া ও গলার স্বর উচ্চ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করতে হবে।[২১] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ–

'আপনার পালনকর্তার দিকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন! আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন' (নাহ্ল ১২৫)।

পরিশেষে বলব যে, প্রতিটি মুসলমানের উপর শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য। আসুন! কুরআন-হাদীছের আলোকে শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা হ'ল তদানুযায়ী আমল করতঃ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

---

১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩।*
১৭. *আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭, সনদ ছহীহ।*
১৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫।*
১৯. *তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী সহ* (বেরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১০ হি/১৯৯০ খৃঃ), *৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬, হা/২৭৯২।*
২০. *ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/১১৬ পৃঃ।*
২১. *ডঃ আব্দুল করীম যায়দান, উছূলুদ দা'ওয়াহ,* (বেরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, পঞ্চম সংস্করণঃ ১৪১৭ হি/ ১৯৯৬ খৃঃ), *পৃঃ ৪৭৮।*

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা,

হাদীছের গল্প

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জ্ঞান দান করেন

*-কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী**

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমিই সর্বাধিক জ্ঞানী। জ্ঞানকে আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ না করার কারণে আল্লাহ তাকে তিরস্কার করে অহি যোগে জানালেন, দু'সাগরের সঙ্গম স্থলে আমার বান্দাদের মধ্য হ'তে এক বান্দা আছে, যিনি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারি? তখন বলা হ'ল তুমি একটি থলিতে করে একটি মাছ নাও। যেখানে তুমি মাছটি হারাবে সেখানেই আমার সে বান্দা আছে। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তার সঙ্গী ইউশা ইবনে নূন-কে সাথে নিয়ে চললেন। আর মাছ থলিতে উঠিয়ে নিলেন। তারা সমুদ্রের কিনারা ধরে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত বড় একটি পাথরের কাছে পৌঁছলেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। এ সময় মাছটি থলি থেকে লাফিয়ে বের হয়ে সুড়ঙ্গের মত পথ ধরে সমুদ্রে চলে গেল। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মূসা (আঃ)-এর সাথী তাঁকে মাছটির কথা জানাতে ভুলে গেল। অতঃপর তারা দিবা-রাত্রির বাকী অংশ পথ চললেন। পরদিন সকালে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সাথীকে বললেন, আমরা তো সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমাদের খাবার নিয়ে এসো।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে যে স্থানের কথা বলা হয়েছিল সেই স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনরূপ ক্লান্তিবোধ করেননি।

সাথী ইউশা বিন নূন তখন বলল, যে পাথরটির পাশে আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, সেখানেই মাছটি অদ্ভুত ভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গেছে। কিন্তু আমি মাছটির কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মূলতঃ শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছি। অতঃপর তারা তাদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এবং ঐ পাথরের নিকটে পৌঁছে দেখলেন এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন এবং বললেন, আমি মূসা। খিযির (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বনী ইসরাঈল বংশীয় মূসা? মূসা (আঃ) বললেন, হ্যাঁ।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আমি এসেছি এজন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হ'তে আমাকে শিক্ষা দিবেন। খিযির (আঃ) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন তা আপনার জানা নেই। আর আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা আমার জানা নেই। মূসা (আঃ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না। খিযির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে চলতে চান তাহ'লে আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ না আমি নিজে থেকেই এর ব্যাখ্যা দেই।

অতঃপর তাঁরা দু'জনে সাগরের কিনারা ধরে হেঁটে চললেন। তাঁরা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। নৌকায় তুলে নেওয়ার জন্য নৌকার মাঝিদের সাথে আলাপ করলেন। খিযির (আঃ)-কে তারা চিনতে পারল। তাই বিনা ভাড়ায় তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। যখন তাঁরা দু'জনে নৌকায় চড়লেন, তখন খিযির (আঃ) নৌকাটির একটা তক্তার দিকে অগ্রসর হয়ে তক্তাটি খুলে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেন, এ লোকেরা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকা ছিদ্র করে দিলেন? খিযির (আঃ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না? মূসা (আঃ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রথম এ প্রতিবাদটি ভুলবশতই হয়েছিল। অতঃপর একটি চড়ুইপাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসল এবং সমুদ্র থেকে এক বিন্দু পানি পান করল। এ দৃশ্য দেখে খিযির (আঃ) বললেন, হে মূসা! আমার আপনার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞান সাগরের তুলনায় এ চড়ুইপাখির ঠোঁটে মিশ্রিত সাগরের পানি অপেক্ষাও অল্প।

তাঁরা পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। দেখলেন, একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছে। খিযির (আঃ) ছেলেটির মাথা দেহ হ'তে ছিন্ন করে ফেললেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন? খিযির (আঃ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এ কাজটি প্রথমটির চেয়ে মারাত্মক ছিল। মূসা (আঃ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি তাহ'লে আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না।

অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু জনপদবাসী তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তাঁরা একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। প্রাচীরটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। হযরত খিযির (আঃ) প্রাচীরটি মেরামত করে সুদৃঢ় করে দিলেন। মূসা (আঃ) বললেন, এই বসতির লোকদের নিকট আমরা খাবার চাইলাম। তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, এবার আমার এবং আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

এক্ষণে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি এর তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।

নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা এর মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ হচ্ছে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে, যে প্রত্যেকটি ভাল নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়।

বালকটির পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দিবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তার চেয়ে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুন।

প্রাচীরের ব্যাপার এই যে, সেটি ছিল নগরের দু'জন ইয়াতীম বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন। তাদের পিতা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পন করে নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ ইচ্ছায় এসব করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, এই হ'ল তার ব্যাখ্যা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। আমাদের কতই না ভাল লাগত যদি তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। ফলে আল্লাহ আমাদের নিকট তাদের দু'জনের ব্যাপার সমূহ আরও বিস্তারিত বর্ণনা করতেন (সহীহ আল-বুখারী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৪১৭/১৯৯৬) ৪/৪৫৪ পৃঃ, হা/৪৩৬৪)।

শিক্ষাঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, 'ইউতিল হিকমাতা মাইয়াশা-য়ু' অর্থাৎ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অফুরন্ত জ্ঞান কলা-কৌশল দান করেন'। কবি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোত্তম নে'মত হ'ল জ্ঞান। আল্লাহ যার প্রতি রাযী ও খুশি হন, তাকে জ্ঞানের সুবাসে সুবাসিত করেন। সুতরাং সেই সর্বোত্তম জ্ঞানের অহংকার করা বা নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী ভাবা আদৌ ঠিক নয়।

* কামিল ২য় বর্ষ (হাদীছ বিভাগ), আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

কবিতা

জ্বলবে ও জ্বালাবে সবকিছু

-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

পৃথিবী আজ জ্বলছে পুড়ছে ছারখার হচ্ছে
আধুনিকতার নাম নিয়ে
কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে
তন্ত্রে-মন্ত্রে প্রলুব্ধ আজ মানবতা।
এ কেমন দেখি-
নারী জাতি আজ তার শরীর সৌষ্ঠবে অজ্ঞাত
নগ্ন আর উলঙ্গ হয়ে চলছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আমি চলতে পারি না পথ
খোলা রাখতে পারি না চোখ।
যে নারীর জন্য-
বসুমতীর মুখ দেখলাম
সেই নারী আজ বস্ত্রহীন চলে
তথাপি এমন সব বস্ত্র পরে
যা নাপরারই শামিল
দুষ্কর্ম, কু-কুর্মে ছেয়ে গেছে অবনী
ধর্ষণে সেঞ্চুরি হয়
যারা পরম শ্রদ্ধার পাত্রী
তারা আজ লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা।
আর মাত্র ক'দিন গেলেই আসছে
নতুন এক শতাব্দী
যে কালের নারী নাকি পূর্বের মত
উল্কী পরে পুরুষের সামনে ভেলকি খেলবে।
কপাল যখন পোড়ে তখন এমনিভাবেই পোড়ে
সংযমতা ও ধৈর্যের বাধ যখন ভাঙ্গে
তখন আর রদ হয় না।
মাথায় একবার খুন চড়ে গেলে
মানুষ সুধরে নেয় আসল কাজটা
তাকে থামানো যায় না আর
তখন জ্বলবে ও জ্বালাবে ক্ষিতির সব কিছু।

এসেছি আবার

মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
আনছারহাট দাখিল মাদরাসা
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

এসেছি আবার বিদ্রোহী আমি চির বিদ্রোহী
হস্তে আমি নিয়েছি কৃপাণ, সাবধান হে আল্লাদ্রোহী!
চির দুরন্ত দুর্বার আমি, আমি সেই সৈনিক
ঝড়-ঝঞ্ঝা মানি না আমি, রই চির নির্ভীক।
হস্তে আমার কালেমার পতাকা, বক্ষে আল-কুরআন
সাবধান তোরা হওরে এবার কাফের-নাফরমান।
বজ্রের বেগে এসেছি এবার করে দিব মিসমার
জেনে রেখো আমি মুজাহিদ সেই দুরন্ত দুর্বার।
ডরিনা আমি শঙ্কা-তুফান, করি না কারেও ভয়
হবেই হবে একদিন হাতে মোর বাতিলের পরাজয়।
রাশেদার যুগ আনবই ফিরিয়ে বিশ্বে আবার
দুনিয়ার বুকে নাশবো যত আছে পাপ-অনাচার।
ঘুমিয়ে থাকার নাইরে সময় ওঠরে মুজাহিদ জাগি
আর কতকাল থাকবে তোমরা বিধর্মীর করুণা মাগি।
এসো এবার করি কায়েম শাশ্বত ইসলাম দ্বীন
কা'বার মিনারে ফুকারে আবার বেলাল মুয়ায্যিন।
মুয়ায্যিনেরই আযান শুনে জাগরে তোরা ফের
দিক্-বিদিকে ভেসে উঠুক জয়গান দ্বীন ইসলামের।

প্রিয় তুমি

-সাগর আহমাদ শফী
পাটুল, নাটোর।

কে তুমি এসেছ ভাই মহাতিমির-অন্ধকারে,
দৃপ্তির দিশারী হস্তে নিয়ে বিহঙ্গের মত উড়ে?
বুঝেছি আমি বুঝেছি, তুমি নও কারো শরীক
সূর্যের চেয়েও আলো জ্বাল, তুমি আত-তাহরীক।
কত শক্তি কত ভক্তি মুসলিম ফেলেছে হারায়ে
সেই হারানো শক্তি আনছো ফিরিয়ে ঈমানী চেতনায়
দুঃসাহসী জাতি! আজকে ভীত নয়ন মেলে দেখ
তাদেরই সাহস আনবার তরে মহাবানী লিখ।
জানি, মনভোলা তুমি মনভোলা
মুসলিম প্রাণে তাইতো তুমি দাও দোলা
নিদ্রিত জাতি জাগাচ্ছ তুমি, তোমার তুলনা নাই
তোমারই কারণে হচ্ছে চেতন মুসলিম সম্প্রদায়।
অহি-র বাণী পৌছাও জানি, প্রিয় তুমি তায়
তোমারই কারণে আসছে আভা নিখিল দুনিয়ায়
ভয় নেই ওগো ভয় নেই, তুমি দুর্বার বেগে চল
চিরন্তন তুমি সুদর্পণে সত্য বাণীই বল।
ঘুমেরপুরী ভাংচুর করি চেতনপুরী গড়
তোমায় দেখে হউক যত বাতিল পন্থা জড়॥

এসো প্রশংসিত পথে

-মুহাম্মাদ আরিফ হোসাইন
তমিযুদ্দীন রোড, হাতেম খাঁ
রাজশাহী-৬০০০।

সকল সৃষ্টি একযোগে যদি সিজদায় পড়ে রয়
মহান আল্লাহ্র প্রশংসা তবু শেষ তো হবার নয়,
প্রশংসা তবু করতেই হবে সন্তুষ্টির আশায়
কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মেনে ইসলামী আক্বীদায়।
সৃষ্টির সেরা আমরা মানুষ, আমরাতো মুসলিম
আল্লাহ মোদের মহান প্রভু রহমানুর রাহীম।
প্রশ্ন যদি কর নিজেকে পৃথিবীতে কেন এলাম?
শুধুই ইবাদাতের জন্য বলেছে পাক কালাম..।
পেয়েছ রাসূল (ছাঃ) পেয়েছ অহি পেয়েছ সংবিধান
অহি-র বিধান মানতে তুমি কেন সন্দিহান?
দুনিয়া যে ভাই ক্ষণস্থায়ী ফুল বাগানের ফুল
ক'দিন পরেই যাবে ঝরে ভাঙ্গবে তোমার ভুল
তাইতো বলি এসো ফিরে আল্লাহ্র রাস্তায়
সরল সোজা একটাই পথ, দ্বিতীয়টি নাই।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❐ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আহসান হাবীব, মাযহারুল ইসলাম, আফতাবুয যামান, বাবুল ইসলাম, মামূন, জাহাঙ্গীর আলম, ইয়ামীন, যুবায়ের রহমান, মাহাবুর রহমান, হাফীযুর রহমান, এনামুল হক, আব্দুল হাসীব, শিমুল, মুহাম্মাদ রায়হান, মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান ও মাহমূদুল হাসান।

❐ **সিম্বা, রাণীনগর, নওগাঁ থেকেঃ** আহসান হাবীব, নাসরীন সুলতানা, রায়হান সোবহান, আমীর হামযাহ, সাগর, বোরহান, রণী, রেযাউল ইসলাম ও মুকুল হোসাইন।

❐ **বাঁশবাড়িয়া, নাটোর থেকেঃ** মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, আরিফুল, ফায়ছাল, ফারূক, ছালাহুদ্দীন, অনীক, সাইফুল্লাহ ও সুমন।

❐ **হরিনাকুন্দ, ঝিনাইদহ থেকেঃ** রিমু, বিকু, আকিমুল, আতীকুর, বাবুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম, রফীকুল, মামূন, শিমুল, শাকিল, সামিন, যহীর, আব্দুল হামীদ, রিপন, পিপুল, মুকুল, রানা, হাসান ও সবুজ।

❐ **ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর থেকেঃ** হাসিব-উদ-দৌলা, আছিবুয যামান, সাঈদুয যামান, রিংকু ও বাবু।

❐ **কেশবপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা থেকেঃ** হোসাইন মোল্লা, ওছমান গণী, রফীকুল ইসলাম, তাসলীমুদ্দীন, তাজেমুদ্দীন, আব্দুছ ছামাদ ও কাসেম আলী।

❐ **নলডাঙ্গার হাট, নাটোর থেকেঃ** ত্বাহের, রহীমা রোকেয়া, মিনু, আশা, তাহমীনা, আবুবকর ও মরিয়ম।

❐ **জুমারবাড়ী, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা থেকেঃ** আব্দুল হাফীয, আব্দুল আলীম, আব্দুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ।

❐ **গজারিয়া, কামেলের পাড়া, গাইবান্ধা থেকেঃ** হাফীযুদ্দীন, বিথি ও সুমি।

❐ **মুহাম্মাদপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** আব্দুর রহীম, আব্দুস সালাম, আব্দুল আলীম ও ওবায়দুর রহমান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)-এর সঠিক উত্তর

১. Cook, Wood, Deer. ২. Egg, Ass, Add. ৩. Bee, See, Fee, Zoo, Too. ৪. Sky, Why, Try, Cry, Fly. ৫. Education, Dialogue.

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সম্পর্ক নির্ণয়)-এর সঠিক উত্তর

১. মামা। ২. চা। ৩. ভাই। ৪. গ্যাস। ৫. কমলা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (রামাযান)ঃ

১. কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ছিয়াম ফরয করেছেন?
২. 'ছিয়াম'-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?
৩. সাহারী খাওয়ার মধ্যে কি আছে?
৪. ভুলে কোন কিছু খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি এবং কেন?
৫. দেরী করে ইফতার করা যাবে কি? দেরী করে ইফতার করা কাদের কাজ?

চলতি সংখ্যার ধাঁধাঁ (বিদেশ সম্পর্কিত)

১. বিশ্বের সর্বশেষ সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন ট্রেনের গতি কত? এটি কোন্ দেশের?
২. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক ঝিনুকের ওজন কত?
৩. কোন্ দেশে ঝুলন্ত তারের সড়ক আছে?
৪. হ্রদের দেশ কোন্‌টি?
৫. সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় কোথায়?

❐ *সংকলনেঃ যিয়াউল ইসলাম*
পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী মহানগরী।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২০০) বাররশিয়া দাখিল মাদরাসা, বালিকা শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (বাররশিয়া)
উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল খালেক (শিক্ষক)
পরিচালিকাঃ মাহফূযা খাতুন (শিক্ষিকা)
সহ-পরিচালিকাঃ উম্মে কুলছুম
সহ-পরিচালিকাঃ নাহেরা খাতুন

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ রেহেনা খাতুন
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ পানফুল খাতুন
৩. **প্রচার সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ শামীমা খাতুন
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ আকলীমা খাতুন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** মুহাম্মাৎ তসলীমা খাতুন।

(২০১) বাররশিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিকা শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইসরাঈল হক (শিক্ষক)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আকবর আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ দেল রওশন
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ আসলিমা
৩. **প্রচার সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ সাবিরা খাতুন
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ রীনা খাতুন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** মুসাম্মাৎ আয়েশা খাতুন।

(২০২) মহিপাড়া বালক শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দায়েমুদ্দীন

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হোসাইন আলী
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ গোলাম মর্তুযা
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ গোলাম সারোয়ার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী।

(২০৩) মহিপাড়া বালিকা শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দায়েমুদ্দীন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মাহমূদা খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ আরীফা খাতুন
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ কোহিনূর খাতুন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শাকীলা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আমীনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রাখি খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মাহমূদা আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ ফাতেমা খাতুন।

(২০৪) চক কাপাশিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ বালক শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নূর ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ লিটন সরকার
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নাহিদ আলী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মনোয়ারুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মিন্টু সরকার।

(২০৫) চক কাপাশিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ বালিকা শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ বাচ্চু আলী
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রবীউল হক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আশরাফ আলী

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ফুলেনা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাজনীন খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ছবিতা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ জামীলা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ সাবিনা খাতুন।

(২০৬) শনখেজুর বালক শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আফসারুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুস্তফা

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মামূন ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ উজ্জ্বল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মিলন।

(২০৭) শনখেজুর বালিকা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রামাযান আলী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মানিক সরকার
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আফসারুল ইসলাম

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ লায়লা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ কবরী আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ পারভীন খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ জেসমিন খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ রোযীনা খাতুন।

(২০৮) ডুমুরিয়া বালক শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল কালাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
পরিচালকঃ বাবুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ যিয়াউল হক
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সাজ্জাদ আলী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুস্তাফীযুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ জাহাঙ্গীর আলম।

(২০৯) ডুমুরিয়া বালিকা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আবুল কালাম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রোকেয়া
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রোযীনা
সহ-পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ শাহীদা

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাজমা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সাবিনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ববিতা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ কুলছুম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ রেখা খাতুন।

(২১০) ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, জামনগর বাগাতিপাড়া, নাটোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব
উপদেষ্টাঃ আমীরুল ইসলাম
পরিচালকঃ আসাদুযযামান
সহ-পরিচালক ঃ আল-ফায়ছাল
সহ-পরিচালক ঃ মুকুছেদুর রহমান

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** আতীকুর রহমান
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** জুয়েল রানা
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** মুযাহার আলী
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** রায়হান রেযা
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মাসঊদ রানা।

(২১১) আতানারায়ণপুর ইসলামী মাদরাসা বালক শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা নাজমুল হুদা
উপদেষ্টা ঃ সাঈদুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মাওলানা সাঈদুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ আফাযুদ্দীন

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মোশাররফ হোসাইন
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** রুকুনুযযামান
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** ইমরুল ফায়েয
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** হযরত আলী
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** গোলাম রব্বানী।

(২১২) আতানারায়ণপুর ইসলামী মাদরাসা বালিকা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহী ঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা নাজমুল হুদা
উপদেষ্টাঃ মাওলানা সাঈদুর রহমান
পরিচালিকাঃ হাফীযা
সহ-পরিচালক ঃ শাহীদা
সহ-পরিচালক ঃ রাবেয়া সুলতানা

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** হাফীযা
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ** শাহীদা খাতুন
৩. **প্রচার সম্পাদিকা ঃ** মানছূরা
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ** গোলনারা
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ** শরীফা।

(২১৩) ঝাউতলী জবা আদর্শ মক্তব শাখা, দাউদকান্দি, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ জি,এম, জসীমুদ্দীন খান
উপদেষ্টা ঃ আব্দুল হাকীম মাস্টার
পরিচালকঃ আব্দুর রশীদ মজুমদার
সহ-পরিচালক ঃ ফযলুল হক খলীফা
সহ-পরিচালক ঃ হাজী আবুল হাশেম

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** শাহজালাল
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** ফযলুল করীম
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** আব্দুছ ছামাদ
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** হাসমত আলী।

(২১৪) সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালক শাখা, পিরোজপুরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শাহ আলম বাহাদুর
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আলমগীর বাহাদুর
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আল-মামুন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুহসিনুদ্দীন

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ বরকতুল্লাহ
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ আসাদুযযামান
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** তৌফীকুর রহমান
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ মামূন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** মুহাম্মাদ খায়রুল আলম।

থানা গঠনঃ

গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ
১. **প্রধান উপদেষ্টাঃ** মাওলানা বদরুদ্দোজা (সউদী মুবাল্লিগ)
২. **উপদেষ্টাঃ** আলহাজ্জ কছিমুদ্দীন
৩. **পরিচালকঃ** নাছিরুদ্দীন
৪. **সহ-পরিচালকঃ** শফীকুল ইসলাম
৫. **সহ-পরিচালকঃ** মাহবূবুল আলম।

যেলা গঠনঃ

❐ (৩৩) পিরোজপুর যেলাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ (যেলা সভাপতি, আন্দোলন)
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শাহ আলম বাহাদুর (প্রধান শিক্ষক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যেলা কর্মপরিষদ, আন্দোলন)
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আলমগীর বাহাদুর
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন।

❐ (৩৪) ঢাকা যেলাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম
উপদেষ্টাঃ হাফেয আব্দুছ ছামাদ
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ বিন আযীমুদ্দীন
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রাবীউল্লাহ
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফা।

সোনামণি সমাবেশঃ

(১) গত ৬ ও ৭ই অক্টোবর চারঘাট উপযেলার জ্যোতরুণ্ড, বাটিকামারী, বাকড়া (পশ্চিম পাড়া) এবং বাঘা উপযেলার গঙ্গারামপুর মণিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৪ই অক্টোবর বাগমারা উপযেলার খয়রা; ২১শে অক্টোবর মোহনপুর উপযেলার বড়ভাতুড়িয়া (রেজিঃ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ধোপাঘাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বিশেষ সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখিত সমাবেশ সমূহে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, চরিত্র গঠন, যাদু নয় বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম, মোহনপুর উপযেলার প্রধান উপদেষ্টা নিযামুদ্দীন, রাজশাহী যেলার সোনামণি সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ও মুস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ।

(২) গত ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মোহনপুর থানাধীন আতানারায়ণপুর ইসলামিয়াহ মাদরাসায় এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সোনামণিদের উদ্দেশ্যে তারা উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন। রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক যিয়াউল ইসলাম সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। যা উপস্থিত সুধীদেরকেও মুগ্ধ করে। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা নাজমুল হুদা, মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আযীয ও মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন প্রমুখ। সুধীদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন বক্তব্য রাখেন। মাওলানা আব্দুল আযীয তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমি এই মাদরাসায় লেখাপড়া করেছি এবং এখানেই শিক্ষকতা করছি ২৮ বছর ধরে। কিন্তু আমার জীবনে কোন দিন শিশুদের মধ্যে ইসলামী চেতনাবোধ সৃষ্টি করার সংগঠন দেখিনি। শুধুমাত্র আজকে এই সোনামণি সংগঠন দেখলাম।' সমাবেশ শেষে পৃথকভাবে সোনামণি বালক-বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

সোনামণিদের জন্য রামাযানের সিলেবাস

আদরের সোনামণিরা!

সালাম ও শুভেচ্ছা নিয়ো। আশা রাখি আল্লাহ্‌র রহমতে তোমরা সকলে ভাল থেকে নিয়মিত পড়াশুনা ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছ। পবিত্র রামাযান মাস সমাগত। প্রশিক্ষণের এ মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও সুন্দর করতে হবে নিজেদের চরিত্রকে। তাই তোমাদের জন্য রামাযান উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেওয়া হ'ল। তোমরা সকলে এটি যথাযথভাবে মেনে চলবে।

(১) রামাযান মাসে তোমরা সকলে জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করবে ও সাধ্যমত ছিয়াম পালন করবে।

(২) স্ব স্ব শাখার উপদেষ্টা, পরিচালক এবং মসজিদের ইমাম/শিক্ষকের নিকট থেকে বিশুদ্ধভাবে অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা, এখলাছ, লাহাব, নছর, আছর এবং সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াত ও আহযাবের ২১ নং আয়াত উল্লেখযোগ্য।

(৩) রামাযানের প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ১টি করে হাদীছ ও ১টি করে দো'আ বিশুদ্ধভাবে অর্থসহ মুখস্থ করবে।

(৪) সকলে ভর্তি ফরম পূরণ করে সোনামণি সদস্য হবে। সোনামণি গঠনতন্ত্র ও ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত পাঠ করবে। বিশেষ করে সোনামণি গঠনতন্ত্রের ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম ও ৯ম অধ্যায় সুন্দরভাবে মুখস্থ করবে।

(৫) নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করবে এবং সোনামণি সংগঠনের দা'ওয়াত তোমাদের বয়সী শিশু-কিশোরদের মাঝে পৌঁছে দিবে।

(৬) সকলের সাথে সালাম বিনিময় করে হাসি মুখে কথা বলবে। ভাল বন্ধুদের সাথে মিশবে এবং নিজেদেরকে আদর্শ শিশু-কিশোর হিসাবে গড়ে তুলবে।

(৭) গত সংখ্যায় (অক্টোবর ২০০০) প্রকাশিত সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার সিলেবাসটি অনুসরণ পূর্বক স্ব স্ব শাখা, উপযেলা ও যেলায় যথাযথভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে।

হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশের সকল শিশু-কিশোর তথা সোনামণির ভবিষ্যৎ জীবন আরও সুন্দর, মধুময় ও পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলার তাওফীক দান কর। আমীন!

তোমাদের ভাইয়া
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

তওবা

মুহাম্মাদ মোস্তাইন বিল্লাহ
এ,কে, উচ্চ বিদ্যালয়
দনিয়া, ঢাকা।

তওবা করে পাক সাফ হয়ে
শপথ নিলাম আমি
গালাগালি ঝগড়া-বিবাদ
করব না দুষ্টামী।
হাসি মুখে থাকব আমি
করব না মুখ ভার
ভাল ছাড়া খারাপ কাজ
করব না যার তার।
অন্যায় আর অপরাধ
করছি কত প্রভু
তওবা করে শপথ নিলাম
করব না আর কভু।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০১—এর তারিখ পরিবর্তন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০১-এর তারিখ অনিবার্য কারণে পরিবর্তন করা হয়েছে।

পরিবর্তিত তারিখ ও স্থান নিম্নরূপঃ

১. উপযেলা মারকাযে ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০১, শুক্রবার।
২. যেলা মারকাযে ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০০১, শুক্রবার।
৩. সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন, বৃহস্পতিবার।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের পূর্বপার্শ্ব, ৩য় তলা), *নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*
ফোন (অনু)ঃ ০৭২১-৭৬১৭৪১।

প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিক আছে, যেগুলোর রেজিষ্ট্রেশন রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় ২১৯টি এবং ঢাকার বাইরে ৩৫৫টি। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিকের সংখ্যা ৪ হাযারের বেশী হবে। অর্থাৎ যেগুলোর রেজিষ্ট্রেশন আছে তা প্রকৃত সংখ্যার সাত ভাগের একভাগ। মানুষের রোগ নিয়ন্ত্রণের যখন নিশ্চয়তা নেই, চিকিৎসা সেবা প্রদান যখন একেবারেই অপর্যাপ্ত, তখন আইনগত বৈধতা ছাড়া প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিকগুলো ব্যবসা করছে মানুষের জীবন নিয়ে। এক্সরে, ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফ, রক্ত, মল-মূত্র-কফ এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরীক্ষা এখন আনাড়ী, অনভিজ্ঞ এবং অশিক্ষিত দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের দিয়ে করা হচ্ছে। ফলে রিপোর্ট হচ্ছে ভুল এবং বিপজ্জনক। মানুষ অহেতুক হয়রানির শিকার হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, রেজিষ্ট্রেশনবিহীন এসব ক্লিনিকে প্রায় দেড় হাযার ডিসকোয়ালিফাইড নার্স কাজ করছে। বেডের সংখ্যা প্রায় ৩ হাযার। সন্ত্রাস ও আইন-শৃংখলা পরিপন্থী কাজে জড়িতদের চিকিৎসা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্লিনিকে হয়ে থাকে। টাকার বিনিময়ে এরা নানা ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। সন্তান প্রসব, অবৈধ গর্ভপাতসহ হেন কাজ নেই, যা এসব প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিকে হয় না। ভাঙ্গাচোরা পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ মেশিনপত্র দিয়ে এগুলো চলছে। যেসব ডাক্তার এসব প্যাথলজিতে কাজ করেন, তাদের অতীত অভিজ্ঞতার বালাই নেই। সচেতন মহলের মতে, দেশের এই অবস্থা একদিন জাতীয় দুর্যোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দফতরের উচিত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের ভোগান্তি লাঘব করা।

আইটিসিএল-এর সকল কার্যক্রম বন্ধ করার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক 'ইসলামিক ট্রেড এণ্ড কমার্স লিঃ' (আইটিসিএল)-কে তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম ও লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক 'ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১'-এর ৫২ (১) ধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলেছে যে, 'আইটিসিএল-এর কার্যক্রম তদন্ত করে তার অফিস হ'তে জব্দকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি, বই-খাতা, হিসাবপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইটিসিএল-কে প্রদত্ত কারণ দর্শানো নোটিশ-এর জবাব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এই অভিমত পোষণ করে যে, আইটিসিএল-এর কার্যকলাপ 'ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১'-এর ধারা ৫ (৩)-এ সংজ্ঞায়িত 'ব্যাংক ব্যবসা'য় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আইটিসিএল এবং তার পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংক হ'তে কোন প্রকার লাইসেন্স গ্রহণ না করে উক্ত আইন-এর ধারা ৩১ (১)-এর বিধান লংঘন পূর্বক বেআইনী ব্যাংক ব্যবসায় নিয়োজিত, যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ'। বাংলাদেশ ব্যাংক উপরোক্ত ঘোষণা প্রদান করে আইটিসিএলকে তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম ও লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং আরো জানিয়েছে যে, উপরোক্ত ঘোষণার পর তার সকল লেনদেন অকার্যকর হবে।

উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী ৮ শতাধিক শাখা খুলে আইটিসিএল গত তিন বছরে জনগণের কাছ থেকে প্রায় ১২৫ কোটি টাকার আমানত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বেআইনীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের অভিযোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে আইটিসিএল-এর কেন্দ্রীয় দফতরে অভিযান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জব্দ করে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই আদেশের বিরুদ্ধে আইটিসিএল কর্তৃপক্ষ রীট আবেদন পেশ করলে সুপ্রীম কোর্ট আইটিসিএল-এর কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা কেন আইনানুগ ক্ষমতা বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি ২ সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে। আদালত একই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবসা বন্ধের আদেশের কার্যকারিতাও স্থগিত ঘোষণা করে।

হিন্দু পরিষদ নেতাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সরকার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকেও পুরোপুরি অনৈসলামীকরণ এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন করার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল আলোচিত সিন্ডিকেট সদস্য ও জাতীয় হিন্দু পরিষদের নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ও জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে আগামী ৪ বছরের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তার নিয়োগ নিয়ে সচেতন শিক্ষক মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কেননা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হওয়ার মত ন্যূনতম যোগ্যতা নিয়েও প্রচুর প্রশ্ন ও ব্যাপক বিতর্ক রয়ে গেছে। ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য তার শিক্ষাজীবনে ৫টি পাবলিক পরীক্ষার ৩টিতেই তৃতীয় শ্রেণী (কম্পার্টমেন্টালসহ) প্রাপ্ত। উপরন্তু তার অনার্স ডিগ্রী নেই। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মাত্র আড়াই বছরে প্রাপ্ত তার রহস্যজনক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীটি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। যার মূল সার্টিফিকেট কখনোই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদর্শন করেননি।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ভাষ্যানুযায়ী, মাত্র এক মাসের ব্যবধানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে প্রফেসর তপন কান্তি চৌধুরীর নিয়োগ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে ডঃ দুর্গাদাসের নিয়োগ একই সুতোয় গাঁথা। আর তা হচ্ছে- এ দেশে ধর্মবিবর্জিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন।

'তুমি কি কিছু দেবা?'

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের বিনেরপোতায় আশ্রয় নেয়া ডোমরা এলাকার নছিরন বিবি সাংবাদিকদের গাড়ি থামাতেই সামনে এসে দাঁড়ায়। কাসিজড়িত কণ্ঠে বলে, 'তুমি কি কিছু দেবা? আ'র বাচ্চা দু'দিন কিছু খায়নি কো। বোলো। না খেলে বাচ্চা আর...' বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। এখানে বানভাসিদের সাথে আলাপ করলে তারা জানায় দু'দিন ধরে তারা অনাহারে আছে। কোনরূপ ত্রাণ পায়নি।

কুকুরের গোশত বিক্রি!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিংয়ে শিয়ালের গোশত সাপ্লাই দেওয়ার পরে এবার দেশের অন্যতম ব্যস্ততম নৌ-বন্দর আরিচা ঘাটের হোটেল সমূহে কুকুরের গোশত সাপ্লাইয়ের খবর পাওয়া গেছে। কুকুরের গোশতের সাথে খাসীর গোশত মিশিয়ে দীর্ঘদিন বিক্রি করে অবশেষে পুলিশের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছে ৩ কসাই। মানিকগঞ্জ যেলার শিবালয় থানার আরিচা ঘাট এলাকার কসাই আনছার আলী (৫০), তার ছেলে মুহাম্মাদ আলী (২৫) ও চান মিয়া (১৮) দীর্ঘদিন যাবৎ কসাইয়ের কাজ করে আসছিল। তারা ৩ পিতা-পুত্র মিলে কুকুর হত্যা করে খাসীর গোশতের সাথে মিশিয়ে আরিচা এলাকার বিভিন্ন হোটেল এবং ফেরীর ক্যান্টিনে সাপ্লাই দিত। গত ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে তারা যখন তাদের নিজ বাড়ীতে প্রতিদিনের ন্যায় কুকুর হত্যা করছিল তখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিবালয় থানার পুলিশ তাদেরকে হাতেনাতে ধরে থানায় নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, তাদের মত আরও অনেকে নিয়মিত এভাবে কুকুরের গোশত সাপ্লাই দিয়ে আসছে।

কালো পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ

পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যহানির কারণে সরকার কালো পলিথিনের ব্যাগ উৎপাদন ও এর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল ধরনের পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারী

নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর 'এ ষ্টাডি অন কন্ট্রোল এণ্ড ম্যানেজমেন্ট অব পলিথিন ব্যাগস্ ইন বাংলাদেশ' নামে একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার কার্যক্রম নিতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে জানা যায়, একটি আন্তর্জাতিক গবেষণার ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, কালো পলিথিনে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি এমন এক ধরনের ক্ষতিকারক রশ্মি রয়েছে, যা দৃষ্টিশক্তি ও জনস্বাস্থ্যে ধীরগতিতে নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

কূটনৈতিক লাগেজে আসছে অস্ত্র ও মদ!

কূটনৈতিক লাগেজের আবরণে আসছে অস্ত্র ও মদের চালান। গত ১৬ মাসে আসা ৫৯টি চালানের বহরে এসব চালানও খালাস হয়েছে বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এখন হা-হুতাশ করছেন। শত শত কোটি টাকার এই চোরাই সামগ্রী বিক্রির টাকা রাজনৈতিক অনুদান হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

গত এক মাসে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের হাতেই ধরা পড়েছে ২০ কোটি টাকা মূল্যের ৪টি চালান। কূটনৈতিক লাগেজ হিসাবে এসব চালান এসেছে তিনটি দূতাবাসের নামে। গত ১৫ মাসে এ ধরনের আরও ৫৫টি চালান বেহাত হয়ে চলে গেছে। গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী ১৬ মাসে ৬টি দূতাবাসের নামে প্রায় ৫৯টি এ ধরনের চালান এসেছে। এসব চালানের মূল্য তিনশ' কোটি টাকার বেশী। আটক ৪টি চালানের মধ্যে কেবল একটি চালানের ঘটনায় দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন, কূটনৈতিক লাগেজে যে অস্ত্র ও মদের চালান আসে এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। এর প্রমাণ হিসাবে তারা বলছেন, ঢাকার সন্ত্রাসীদের হাতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অস্ত্র আসছে কোত্থেকে? মাত্র ক'দিন আগে সন্ত্রাসী ভুইয়া রিপনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে স্মিথ এ্যাণ্ড ওয়েসন ব্র্যাণ্ডের নতুন অস্ত্র। মার্কিন এই কোম্পানির মূল্যবান নতুন মডেলের অস্ত্র তাহ'লে কিভাবে আসল? একইভাবে আসছে মদের চালানও। ঢাকার বাজারে এখন বিদেশী ব্র্যাণ্ডের মদের ছড়াছড়ি। এসবই আসে চোরাচালানে।

বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিনাশুল্কে সঊদী আরবে রফতানীতে বাধা নেই

-সঊদী রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সঊদী রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-ওবায়েদ আল-নামলা বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে শাক-সবজিসহ কৃষিজাত পণ্য সামগ্রী শুল্কমুক্তভাবে সঊদী আরবে রফতানী করার বিপুল সুযোগ রয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হ'লে আমরা তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাব।

গত ৩রা অক্টোবর সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে সঊদী রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বাংলাদেশ থেকে আরো জনশক্তি নেওয়ার ব্যাপারেও সঊদী আরব আগ্রহী। কেননা বাংলাদেশের মানুষ কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সৎ এবং নিষ্ঠাবান। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয ও যুবরাজ আব্দুল্লাহ্‌র শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এস এ ছামাদ এবং পররাষ্ট্র সচিব সি এম শফি সামি উপস্থিত ছিলেন।

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব রচিত তথ্যবহুল ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত– সদ্য প্রকাশিত দু'টি বই

আহ্‌লে হাদীসদের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব প্রসঙ্গ বইটি সংগ্রহ করুন

এতে রয়েছে ঃ ❑ 'আহ্‌লে হাদীস' কথাটির অর্থ ❑ আহ্‌লে হাদীস কারা? ❑ আহ্‌লে হাদীসদের মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য ❑ আহ্‌লে হাদীসদের সম্পর্কে ভুল ধারণা ও তার জবাব ❑ সাহাবাগণ, তাবিঈগণ, তাবিতাবিঈগণ ও ইমামগণ আহ্‌লে হাদীস ছিলেন তার প্রমাণ ❑ প্রত্যেক শতাব্দীর আহ্‌লে হাদীসদের ইতিহাস ❑ কিয়াস ও ইজতিহাদ কী? ❑ ফিকাহ্ কিতাবের উৎপত্তি ❑ ইমামদের অভিমত ঃ তাকলীদ করা যাবে না এবং কুরআন সুন্নাহই আমাদের মাযহাব ❑ তাকলীদের কারণ ও সূচনা ❑ ফিকহ্ কিতাব সমূহের বানোয়াট ফাতাওয়ার নমুনা ও এ সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত ❑ মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস ও মাযাহাব সমূহ পৃথিবীতে কিভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হলো ❑ মাযহাবী ঝগড়ার করুণ ইতিহাস ❑ আহ্‌লে হাদীসদের ইতিহাস ও নির্ভেজাল আন্দোলন ❑ ভারতবর্ষে আহ্‌লে হাদীসদের ইতিহাস ❑ ইউরোপ ও আফ্রিকায় আহ্‌লে হাদীস ❑ আহ্‌লে হাদীস আলেমদের উপর নির্যাতনের ইতিহাস ❑ আহ্‌লে হাদীসদের পথে ফিরে এসেছেন যে সকল মনীষীগণ ❑ আহ্‌লে হাদীস আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী প্রভাব ❑ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান প্রধান আহ্‌লে হাদীস সংগঠন ❑ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস যেভাবে আমরা পেলাম। **মূল্য ঃ ৪০ টাকা**

মীলাদ, শবেবরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত?

এতে রয়েছে ঃ ❑ শবে বরাতের অর্থ ❑ শবে বরাত কিভাবে এলো ❑ শবে বরাতের নামে যা করা হচ্ছে ❑ শবে বরাতের রাত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা ❑ শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কিত দলীলগুলো ত্রুটিযুক্ত ❑ শবে বরাত সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ❑ শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ❑ মীলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবীর অর্থ ❑ মীলাদ ও মীলাদুন্নবীর ইতিহাস ❑ ঐতিহাসিকভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্ম তারিখ কোন্‌টি ❑ ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন অবৈধ ❑ সমাজে মীলাদের গুরুত্ব, ❑ কিয়ামের নামে যা করা হচ্ছে ❑ মীলাদ ও কিয়াম করা এবং মীলাদুন্নবী পালন কেন বিদআ'ত ❑ মীলাদ, কিয়াম ও মীলাদুন্নবী সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ❑ দরূদের গুরুত্ব ও ফযিলত ❑ দরূদের নামে যা পড়া হচ্ছে ❑ মীলাদ পাঠকারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা? **মূল্য ঃ ১৩ টাকা**

ইনশাআল্লাহ অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে আরো ২টি বই– তাওহীদ ও শির্ক-সুন্নাত ও বিদ'আত এবং পীর ফকির ও ক্বর পূজা হারাম

প্রাপ্তিস্থান ঃ আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, ২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-✆ঃ ৯৫৫৭১৭২ এবং আহ্‌লে হাদীস প্রতিষ্ঠান ও পুস্তকালয়ে

বিদেশ

গণঅভ্যুত্থানে যুগোস্লাভিয়ার স্বৈরশাসক মিলোসেভিচের পতন

যুগোস্লাভিয়ায় গত ৫ই অক্টোবর এক রক্তপাতহীন গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে 'বসনিয়ার কসাই' স্লোবোদান মিলোসেভিচের ১৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছে এবং নির্বাচনে বিজয়ী বিরোধী দলীয় নেতা ভইস্লাভ কুস্তুনিসা নিজেকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেছেন। সফল গণঅভ্যুত্থানের পর বিরোধী দলীয় নেতারা দেশ পরিচালনার জন্য একটি যরূরী 'সংকটকালীন কমিটি' গঠন করেছেন। কস্তুনিসা নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণার পর রাজধানী বেলগ্রেডের রাস্তায় রাস্তায় জনতা উল্লাসে মেতে উঠে। রাজধানীতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সহ বহু দেশ কস্তুনিসাকে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন শিগ্‌গিরই যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছে। ৭ই অক্টোবর শনিবার মিঃ কস্তুনিসা নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এ সময় গ্রীস ও নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। ৫৬ বছর বয়স্ক আইনের অধ্যাপক কস্তুনিসা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের সময় আনন্দ-উৎফুল্ল জনতাকে অভিনন্দন জানান।

কস্তুনিসা বলেন, তাঁর প্রথম কাজ হবে যুগোস্লাভিয়ার দুই প্রজাতন্ত্র সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা। নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য যে, বলকান অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে স্লোভেনিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বে বুলগেরিয়া পর্যন্ত গত এক দশকে চারটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। স্বৈরশাসক ও একনায়ক মিলোসেভিচের পতনের ফলে গোটা অঞ্চলে স্বস্তি ফিরে এসেছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একে বলকান ও সেই সঙ্গে গোটা ইউরোপে একটি নবযুগের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন। জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসকা ফিসবার বলেছেন, সার্বিয়ার সর্বশেষ লৌহ যবনিকার পতন ঘটেছে। স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুসেফ পিকুই বলেন, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের সর্বশেষ অধ্যায়ের অবসান হ'ল।

নরসীমা রাওয়ের ৩ বছরের কারাদণ্ড

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এবং তার কেবিনেট সহকর্মী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংকে ঘুষ কেলেঙ্কারির মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড ও দু'লাখ রুপী করে জরিমানা করা হয়েছে। সিবিআই নিযুক্ত একটি আদালত গত ১২ই অক্টোবর এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। ভারতে এই প্রথম কোন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ফৌজদারী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা পেলেন। নরসিমা রাওয়ের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে জয়লাভের জন্য 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'র (জেএমএম) সদস্যদের ঘুষ প্রদানের অভিযোগ আনা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সৈয়দ আহমাদ বোখারী দিল্লী জামে মসজিদের ১৩ তম ইমাম নিযুক্ত

ঐতিহাসিক দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আব্দুল্লাহ বোখারী দীর্ঘ ২৭ বছর ইমামতি করার পর তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তার পুত্র সৈয়দ আহমাদ বোখারীকে উক্ত পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে সৈয়দ আহমাদ বোখারীকে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে নিয়োগের এই ঘোষণা দিয়েছেন। নতুন ইমাম আহমাদ বোখারী বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে যাব। আমি আমার পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করে ভারতীয় মুসলমানদের সম্মান রক্ষায় কাজ করে যাব। উল্লেখ্য যে, তিনি দিল্লী শাহী মসজিদের ১৩ তম ইমাম হ'লেন।

হামলার আশংকায় আফ্রিকায় ৮টি মার্কিন দূতাবাস বন্ধ

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে হামলার আশংকায় যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকায় তাদের ৮টি কূটনৈতিক মিশন বন্ধ করে দিয়েছে। কেনীয় সংবাদ পত্রের খবরে গত ১৪ই অক্টোবর একথা বলা হয়। মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, জিবুতী, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সিয়েরালিওন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত মার্কিন কূটনৈতিক মিশনগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব মিশনে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

আলেকজান্ডার কাওয়াসনিয়েস্কি পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট

পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার কাওয়াসনিয়েস্কি পাঁচ বছরের জন্য দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৮ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট পদে মোট ১১ জন প্রার্থী ছিলেন। কাওয়াসনিয়েস্কির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিরপেক্ষ প্রার্থী অর্থনীতিবিদ এডরেজ ওলিচাউস্কি পেয়েছেন ১৮ শতাংশ ভোট। উল্লেখ্য, পোল্যাণ্ডের জনগণ দুঃখজনক কম্যুনিস্ট অর্থনীতির যাঁতাকল থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এখানে কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান হয়েছে ১৯৮৯ সালে। বর্তমানে পোল্যাণ্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৯০ লাখ।

বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর পরলোকগমন

বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীলংকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে গত ১০ই অক্টোবর পরলোকগমন করেন। ৮৪ বছর বয়স্কা অসুস্থ বন্দরনায়েকে রাজধানী কলম্বো থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত নিজ শহর গামপাহায় সেদেশের সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, শ্রীলংকার রাজনীতিতে শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এক বেদনাদায়ক প্রেক্ষাপটে। তাঁর স্বামী সলোমন ডায়াস বন্দরনায়েকে ছিলেন শ্রীলংকার ফ্রিডম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৫৬ সালে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিন বছর পর একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গুলীতে প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েকে নিহত হ'লে গৃহবধু শ্রীমাভো দলের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। ১৯৬০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর ২০ শে জুলাই তিনি দেশের এবং সমগ্র বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। পরের পছরই তিনি একজন আন্তর্জাতিক নেত্রীর বিরল সম্মান পেয়েছিলেন এবং যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে 'একজন মহিলা এবং একজন মা' হিসাবে ভাষণ দিয়ে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তিনি তিন তিনবার শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর কন্যা চন্দ্রিমা কুমারাতুঙ্গা শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট এবং তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন।

মার্কিন যুদ্ধজাহাযে হামলা?

গত ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের এডেন বন্দরে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাযে হামলায় ৫ জন নিহত ও ৩১ জন আহত হয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, এটি ছিল একটি আত্মঘাতী হামলা। বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ আগে বাতাসে ফোলোনো যায় এমন একটি ছোট রাবারের নৌযান এডেন বন্দরে নোঙ্গর করা মার্কিন যুদ্ধজাহাযটিতে আঘাত হানলে বিস্ফোরণ ঘটে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, রাবার

নৌযানের মাধ্যমে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা শক্তিশালী বিস্ফোরণ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন মার্কিন যুদ্ধজাহাযে বিস্ফোরণের ঘটনাকে 'লোমহর্ষক' বলে অভিহিত করেছেন।

শ্রীলংকায় প্রথম মুসলমান মহিলা মন্ত্রী!

মিসেস ফারিয়াল আশরাফ গত ২০শে অক্টোবর শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও পল্লী গৃহায়ন মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার নির্দেশে তিনি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মন্ত্রী মিসেস পবিত্র ওয়ানিয়ারাচ্চীর সামনে শপথ নেন। উল্লেখ্য, তিনিই সে দেশের প্রথম মুসলমান মহিলা মন্ত্রী। তার স্বামী এম এইচ এম আশরাফ ছিলেন সাবেক বন্দর মন্ত্রী। তিনি গত মাসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

জাপান বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতা দেশ

এএফপি'র ভাষ্য মতে, জাপান বিগত ৯ বৎসর যাবত বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতা দেশরূপে পরিচিত। জাপান এশীয় দেশ সমূহের মুদ্রা সংকটের উন্নয়নে তিনশত ত্রিশ কোটি ডলার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে দিয়েছে। একই সঙ্গে এশিয়ায় জাপানের দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য ১৯৯৯ সালে ৬ শ' ৬০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়াও আফ্রিকা ও পূর্বইউরোপে জাপানের উল্লেখযোগ্য সাহায্য অব্যাহত থাকে।

সহশিক্ষার চেয়ে পৃথক শিক্ষা অধিক ফলদায়ক

ছেলে ও মেয়ে একই ক্লাসে পাঠ গ্রহণ না করলে বরং ছেলেরা বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ও ভাল শিখতে পারে। 'সাইকোলজি টুডে' সাময়িকী পরিচালিত জরিপের ফলাফলে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। জরিপটি ৪শ' ৩৯ জন শিশুর উপর পরিচালিত হয়। জার্মানের মধ্যাঞ্চলে নর্থ-রাইন ওয়েস্টফেলিয়ায় তিন জন মনোবিজ্ঞানী শিশুদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ ও তাদের মূল্যায়ন করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহশিক্ষা স্কুলের ১১১ জন মেয়ে ও ১৪০ জন ছেলে রয়েছে। কেবল ছেলেদের স্কুল থেকে ১৪০ জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রিপোর্টে প্রকাশ ছেলে-মেয়েদের অবাধ চলাফেরা, লেখাপড়া, কাজ-কর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী, যা নারীবাদীদেরকে ভাবিয়ে তুলতে পারে।

জাপানী নওমুসলিম কর্তৃক ঢাকায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ

প্রায় ১শ' কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় সংসদ প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মার্ণের প্রস্তাব দিয়েছেন একজন জাপানী নও মুসলিম। মুহাম্মাদ হুমায়ূন ইনা ইয়োশি নামের এই ধনাঢ্য জাপানী গত ১৪ ই অক্টোবর স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে সংসদ ভবনে দেখা করে ব্যক্তিগত ব্যয়ে এই মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দেন। ঢাকাস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূত কাজু ইউশি, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর, বুয়েটের প্রফেসর জামীলুর রেযা চৌধুরী, হুইপ মীযানুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। স্পীকার ইনা ইয়োশিকে জানান, তিনি বিষয়টি সংসদ কমিশনের পরবর্তী বৈঠকে তুলবেন। কমিশন অনুমোদন করলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। হিরোমি ইনা ইয়োশি নামের এই জাপানী ধনকুবের এ বছরের গোড়ার দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মাদ হুমায়ূন ইনা ইয়োশি নাম ধারণ করেন। মুহাম্মাদ হুমায়ূন আগামী জানুয়ারীতে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করতে চান। এর ডিজাইনার টোকিও ডেনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্কিটেক্ট এন ইমাগাওয়া। ডিজাইনটি পবিত্র কা'বা ঘরের ডিজাইনের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

৭০ বছরের জীবনে বহু যুদ্ধ ও মহামারী দেখেছি কিন্তু এমন বন্যা দেখিনি

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা যেলার চণ্ডিপুর গ্রামের ৭০ বছরের বৃদ্ধা গীতা বিশ্বাস তার দীর্ঘ জীবনে বহু যুদ্ধ ও মহামারী দেখেছেন কিন্তু এমন প্রলয়ংকরী বন্যা দেখেননি। ঘটনাটি মনে হ'লে এখনও তিনি শিউরে ওঠেন। বৃষ্টিহীন এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে তিনি এবং তার প্রতিবেশীরা অসহায়ভাবে দেখলেন তাদের মাটির দেয়ালের ওপর তোলা নতুন ঘরটি দেখতে দেখতে পানিতে তলিয়ে গেল। এক দু'দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের মহলন্দপুর এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে এই বন্যা শুরু। বর্ষা মৌসুমের শেষ বর্ষনের ফলে মনুষ্য তৈরী জলাধার ও বাঁধ থেকে পানি ছেড়ে দেয়ার ফলে এই নযীরবিহীন বন্যা দেখা দেয়। এতে (অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত) সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের হাযার হাযার বাড়ীঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এতে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২ কোটি মানুষ গৃহহারা ও বানিবন্দী হয়ে পড়ে। চন্ডীপুর গ্রামের গীতা বিশ্বাস বলেন, আমি শুনেছি বন্যা হয় বৃষ্টির দরুন। কিন্তু এখানে শুকনা মওসুমে এমন বন্যা? তিনি ট্রেনে করে ৮ সদস্যের পরিবার নিয়ে একটি আশ্রয় শিবিরে যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আর এন গোলদার বলেন, এই বন্যার জন্য শুধুমাত্র বৃষ্টিকে দায়ী করা উচিত নয়। জলাধার ও বাঁধ থেকে পানি ছাড়ার কারণেইও এমনটি ঘটেছে।

ভিয়েতনামে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় ২১৪ জনের প্রাণহানি

ভিয়েতনামে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় ২১৪ জন মারা গেছে। এদের মধ্যে ১৬৮ জন শিশু রয়েছে। কর্তৃপক্ষ হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য কমপক্ষে ৮০ হাযার মানুষ আশ্রয় শিবিরে সরিয়ে আনেন। তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন হাযার হাযার মানুষের জীবন রক্ষার জন্য।

আন্তর্জাতিক রেডক্রসের হিসাব মতে, ৭৫ হাযার পরিবারের কমপক্ষে ৩ লাখ ৭৫ হাযার সদস্যকে অবিলম্বে উঁচু স্থানে সরিয়ে আনার দরকার। তা নাহ'লে এরা ১০ সপ্তাহের মধ্যে হয়ত ঘরে ফিরতে পারবে না।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতায় আসছেন ম্যাণ্ডেলা

দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাণ্ডেলা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র বিষয়ক ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জেরিমতিসিলা গত ১৩ই অক্টোবর প্রিটোরিয়ায় এক ফিলিস্তীনী বিক্ষোভ সমাবেশে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, তার দেশের প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকির সাথে ম্যাণ্ডেলা এ বিষয়ে তাদের অবদান রাখার কথা বলবেন। উল্লেখ্য, গত বছরের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্য সফরের পর নেলসন ম্যাণ্ডেলা শান্তি পরিকল্পনায় তিনটি পয়েন্ট উত্থাপন করেছিলেন। এর ভিত্তিতে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখলকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে ইসরাঈল সরে আসবে, আরব দেশগুলো ইসরাঈলের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিবে এবং আল-কুদসের মর্যাদা ও পশ্চিমতীরে ইহুদী বসতির ভবিষ্যত ইত্যাদি বিষয়গুলো সমাধানের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হবে। তবে তিনি গত ফেব্রুয়ারীতে অভিযোগ করে বলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো তার উদ্যোগকে উপেক্ষা করছে। গত আগষ্টে ইয়াসির আরাফাত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গেলে তিনি ম্যাণ্ডেলাকে শান্তি প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান। ৮২ বছর বয়স্ক ম্যাণ্ডেলা তার অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন।

মুসলিম জাহান

ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সঊদী যুবরাজ আব্দুল্লাহ্‌র কঠোর হুঁশিয়ারী

ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে ইসরাঈলী আগ্রাসনে গোটা আরব বিশ্ব ক্ষুব্ধ। সঊদী আরব ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার জন্য ফিলিস্তীনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সঊদী যুবরাজ আব্দুল্লাহ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, ফিলিস্তীনীদের উপর ইসরাঈলী হামলা অব্যাহত থাকলে 'সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা' নেয়া হবে। পর্যবেক্ষক ও কূটনীতিকগণ যুবরাজ আব্দুল্লাহ্‌র এই হুঁশিয়ারীকে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। কারণ সঊদী আরবের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে এ ধরনের কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কি থাকবে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষ্কার নয়। কারণ তেল সরবরাহ হ্রাস করা অথবা মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা সঊদী আরব ইতিমধ্যে নাকচ করে দিয়েছে। তবে বিশ্লেষকরা সঊদী আরবের এই কঠোর ভাষা প্রয়োগকে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আলামত হিসাবে বিবেচনা করছেন। অনেকের মতে, সঊদী যুবরাজ তাঁর এই হুঁশিয়ারীর মাধ্যমে হয়ত এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন অন্ধ সমর্থন অব্যাহত থাকলে ওয়াশিংটন সঊদী আরবের কাছ থেকে সমর্থন আশা করতে পারে না। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ এমনও বলছেন, সঊদী আরবের লোভনীয় বাজারে মার্কিন ও পশ্চিমা কর্পোরেশনগুলোর প্রবেশাধিকার খর্ব করা হ'তে পারে। এমনকি ইরাকের বিরুদ্ধে আরোপিত অবরোধ অব্যাহত রাখা প্রশ্নে সঊদী সমর্থনে চিড় ধরতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে বাদশাহ ফাহদ হৃদরোগে শুরুতর অসুস্থ হওয়ার পর থেকে যুবরাজ আব্দুল্লাহ সঊদী আরবের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।

'আল্লাহ্‌র দোহাই আমার ছেলেকে হত্যা করবেন না'

উক্ত কাতর আর্তনাদে সাড়া দেয়নি মানবতার শত্রু ইসরাঈলী পুলিশেরা। শত আকুতি-মিনতি তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। ১৯৪৮ সাল থেকে এক জঘন্য পরিকল্পনার আওতায় ফিলিস্তীনের 'গাযা' এলাকায় ইসরাঈলী সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে চলেছে অসংখ্য মানব সন্তানকে। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে যুবক কিংবা প্রৌঢ় কেউই বাদ পড়েনি হায়েনাদের হিংস্র থাবা থেকে। অসংখ্য মা-বোনের ইয্যত ও জীবন হানি ঘটছে প্রতিদিন সেখানে।

ইসরাঈলী রায়ট পুলিশ রাজধানী তেলআবিবের নিকটবর্তী গ্যালিলিও ভিলেজে ৭ জন আরব মুসলমানকে গুলি করে হত্যার পর পশ্চিম তীর ও গাযায় মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য ইসরাঈলী সৈন্যরা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের রক্তে গাযা উপত্যকা প্লাবিত করে। হায়েনারা যখন অসহায় মানুষকে মারতে থাকে তখন ১২ বছরের কিশোর মুহাম্মাদ প্রাণ ভয়ে একটি দেয়ালের পিছনে আশ্রয় নেয়। ছেলেটি বার বার আকুতি-মিনতি করে বলছিল 'আল্লাহ্‌র দোহাই আমাকে মারবেন না'। অনতিদূরে তার পিতা নিজের জীবনের দিকে না তাকিয়ে সন্তানের জন্য একইভাবে মিনতি করে রেহাই পাননি। 'আল্লাহ্‌র দোহাই আমার ছেলেকে হত্যা করবেন না' বলে চিৎকার দিতে দিতে তিনিও গুলীবিদ্ধ হন। এভাবে নিহত পিতা ও পুত্রের রক্তে লাল হ'ল ফিলিস্তীনের মাটি। হচ্ছে প্রতিদিন গত ৫২ বছর ধরে। সভ্য বিশ্ব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। প্রতিকার করবে কে?

[সশস্ত্র জিহাদই এর একমাত্র জবাব। এজন্য চাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট। ওআইসি আগামীকাল নিজেদেরকে স্বতন্ত্র সামরিক জোট হিসাবে ঘোষণা দিক। পরশুদিন থেকেই ইহুদী-খৃষ্টানদের এই বর্বরতা বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ- সম্পাদক]

পাকিস্তানে ২০০২ সালে জাতীয় নির্বাচন

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, আগামী ২০০২ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি দেশের সংবাদপত্র মালিকদের 'নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সোসাইটি'র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গত ২রা অক্টোবর এ কথা বলেন। তবে তিনি সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেননি।

ইন্দোনেশিয়ার গভীর সমুদ্রে তেল

অর্থসংকটে জর্জরিত ইন্দোনেশিয়ার সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে বোর্নিও দ্বীপের অদূরবর্তী গভীর সমুদ্রের তেল ক্ষেত্রগুলোতে। আমেরিকা ভিত্তিক তেল কোম্পানী 'ইউনিকলে'র ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের প্রধান ব্রায়ান মারকোটি এ কথা বলেন। জাকার্তায় তিনদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক জ্বালানি সম্মেলনে মিঃ মারকোটি বলেন, গভীর সমুদ্রসহ বোর্নিও উপকূলে নতুন নতুন তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা প্রচুর। ১৯৬৮ সাল থেকে ইউনিকল ইন্দোনেশিয়ার তেল-গ্যাস আবিষ্কার ও উত্তোলনের সাথে জড়িত। গত বছর দেশটির মোট অশোধিত তেল উৎপাদনের ৪ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তোলন করে ইউনিকল। মিঃ মারকোটি বলেন, ইন্দোনেশিয়ার সহজে উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদগুলো ফুরিয়ে আসলেও কালো সোনার ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে গভীর সমুদ্রের নীচে। পূর্ব কালিমানতান প্রদেশের উপকূল বরাবর তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা প্রচুর। গত চার বছর ধরে পূর্ব কালিমানতানে তেল অনুসন্ধান করছে ইউনিকল। এতে তারা বিস্ময়কর সাফল্য পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে গভীর তেল ক্ষেত্র অনুসন্ধানের কাজ শুরুর পর এ পর্যন্ত ৩টি তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে ইউনিকল।

শরীয়া আইন জারির দাবীতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ

শরীয়া আইন জারির দাবীতে গত ২রা অক্টোবর হাযার হাযার ইন্দোনেশীয় মুসলমান জাভার সোলো শহরে এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মিলিত হয়। ৩৩টি ইসলামী গ্রুপের বহু সদস্য এতে অংশ নেন। মুজাহিদ পরিষদের চেয়ারম্যান আসেপ মওসুল সমাবেশে ভাষণ দানকালে ইন্দোনেশিয়ায় শরীয়া আইন জারির জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, আছরের ছালাতের পর ট্রাক, বাস ও মোটর সাইকেলের একটি বিরাট বহর পুরো শহর প্রদক্ষিণ করে। তবে সহিংসতার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক হজ্জ সম্মেলন

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর হ'তে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক হজ্জ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মক্কায় হজ্জযাত্রীদের সর্বাধিক সেবা বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করাই ছিল সম্মেলনের লক্ষ্য। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মহাথির মুহাম্মাদ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ৫২টি দেশের ২৫ জন হজ্জমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, বিশ্বের সকল মুসলমানকে হজ্জ অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনাব মাহাথির পরস্পর সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার জন্য মুসলমানদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ইসলামে এ ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ধরনের ভ্রান্ত পথে ধাবিত হচ্ছে। তিনি মুসলমানদের প্রতি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান।

ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত

ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। সংঘর্ষে ইতিমধ্যে ২০০ জন নিহত ও ৭ হাযার লোক আহত হয়েছে। হতাহতের মধ্যে অধিকাংশ লোক ফিলিস্তীনী। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ইসরাঈলের ডানপন্থী বিরোধী দলীয় নেতা শ্যারন পূর্ব জেরুযালেমের পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদ এলাকা পরিদর্শনকালে উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করায় সেখানে উত্তেজনা দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ফিলিস্তীনীদের হাতে ২ জন ইসরাঈলী সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসরাঈল ফিলিস্তীনীদের উপর নগ্ন হামলা চালিয়ে আঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা মসজিদুল আক্বছা অবরুদ্ধ করে রাখে এবং ৪৫ বছরের নীচের মুসলমানদের ছালাত আদায় করতে আসতে বাধা প্রদান করে। এ ছাড়া তারা ফিলিস্তীন বিমানবন্দর অবরুদ্ধ করে রাখে এবং ৫টি হেলিকপ্টারে পশ্চিম তীরে রামাল্লাহ শহরস্থ ফিলিস্তীনী কর্মকর্তাদের সদর দফতরে রকেট হামলা চালায়। ফলে সংঘর্ষ দ্রুত ছড়িয়ে পরে। পশ্চিম তীর ও গাযা সহ সেদেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে অনেক বে-সামরিক ফিলিস্তীনী নিহত হন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইসরাঈলকে দায়ী করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশেষে ক্লিনটনের উদ্যোগে গত ২৬শে অক্টোবর লোহিত সাগরের তীরবর্তী অবকাশ কেন্দ্র শার্ম আল-শেখে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক। বক্তব্য রাখেন ক্লিনটন, ইয়াসির আরাফাত, এহুদ বারাক প্রমুখ। ইয়াসির আরাফাত ও এহুদ বারাক পরস্পর বিরোধী দাবী উত্থাপন করায় এ সম্মেলনের উদ্দশ্য ব্যর্থ হয়।

এদিকে ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তীনী মুসলমানদের উপর নগ্ন হামলার প্রতিবাদে আরব বিশ্বে বিক্ষোভ দেখা দেয়। আরব দেশ সমূহ গত ২১শে অক্টোবর কায়রোতে দু'দিন ব্যাপি আরব শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনে ইসরাঈলী আগ্রাসনের হাত থেকে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহ্বান জানানো হয়। তাঁরা জিহাদ পরিচালনার জন্য তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া ইহুদী চক্রান্তের জবাব দেওয়ার জন্য তেলঅস্ত্র ব্যবহার করা যায় কি-না তাও বিবেচনা করছেন। ইতিমধ্যে মরক্কো সহ কয়েকটি দেশ ইসরাঈলের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গায়েবী বেতার-তরঙ্গ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত 'এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স ইনস্টিটিউট' এর কাজ মূলতঃ পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে গবেষণা করা। সম্প্রতি এই ইনস্টিটিউট এর রেডিও-টেলিস্কোপ সমূহে অদ্ভুত ও রহস্যময় কিছু বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়েছে। এই বেতার-তরঙ্গগুলো অস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বেতার-তরঙ্গগুলোকে বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে ক্ষীণ কান্নার মত শব্দ পেয়েছেন। এ তরঙ্গগুলে কে বা কারা কোথা থেকে পাঠাচ্ছে, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত হ'তে পারেননি। এই অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলো স্বাভাবিক বেতার-তরঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, 'এ তরঙ্গগুলো কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে পাঠানো হচ্ছে। আর এ ধরনের তরঙ্গ কেবলমাত্র ট্রান্সমিটারের মাধ্যমেই পাঠানো সম্ভব। কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এ ধরনের বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টি হ'তে পারে না'।

সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একশ'টির বেশী এ ধরনের রহস্যময় বেতার-তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তারা বেতার-তরঙ্গগুলো শুনলেও এটিকে চিহ্নিত বা রেকর্ড করতে পারেননি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, তরঙ্গগুলো এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। এগুলো তারা ধরতে পারছেন না। এর অর্থ এমনও হ'তে পারে যে, ভিন্ন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা (ইটি) আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছে। কথাটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা একটি বিষয় পরিষ্কার যে, তারা সংকেত বা শব্দ তরঙ্গগুলো পাঠাচ্ছে। তারা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। এমনও হ'তে পারে যে, তারা আমাদের চেয়ে কয়েক হাযার বছর অগ্রগামী।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই রহস্যময় ও অদ্ভুত বেতার-তরঙ্গগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার কাজ হাতে নিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, এ তরঙ্গগুলো মহাকাশের যে কোন স্থান থেকেই পাঠানো হোক না কেন একদিন অবশ্যই এই রহস্য উন্মোচিত হবে।

জিএসপি হাত ঘড়ি

জাপানের ক্যাসিও কম্পিউটার টোকিওতে কোম্পানীর সদর দপ্তরে সম্প্রতি 'স্যাটেলাইট নেভি পিআরটি-২ জিপি' নামে একটি নয়া গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের (জিএসপি) হাতঘড়ি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। ঘড়িটি দ্রুত বাজারে ছাড়া হবে। দাম পড়বে প্রায় ২৭,৫০০ টাকা। ঘড়িটি হালকা। ওজন মাত্র ৮৪ গ্রাম। এই ঘড়িটি যার হাতে থাকবে, সে বিশ্বে তার ভৌগলিক বা রাষ্ট্রগত অবস্থান এবং সেখানকার স্থানীয়মান সময় জানতে পারবে।

কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে জলপাইয়ের তেল

বৃটিশ ডাক্তাররা কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক খাদ্যের তালিকায় আরো একটি নাম যোগ করেছেন। আর তা হচ্ছে জলপাইয়ের তেল। জলপাইয়ের তেল কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে টাটকা ফলমূল ও শাক-শবজির মতই কার্যকর বলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নতুন নতুন তথ্য-প্রমাণ পাচ্ছেন। ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেম-এর ডঃ মাইকেল গোল্ডেকারের নেতৃত্বে একদল গবেষক ইউরোপ কানাডা ও চীন সহ ২৮টি দেশে ক্যান্সারের হার এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস ও জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের মধ্যে তুলনা করেন।।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

'রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হ্যারিটেইজ সোসাইটি' কুয়েত পরিচালিত 'ইসলামী উচ্চশিক্ষা ইনষ্টিটিউট'-এ নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ১৪২২-১৪২৩ হিঃ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি চলছে।

শর্তাবলীঃ

১। *আলিম বা সমমানের সার্টিফিকেট (সরকারী বা বেসরকারী মাদরাসায় পাঁচ বছর বয়স হওয়া থেকে নিম্নে বার বৎসরের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা)।*

২। *সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।*

৩। *দু'জন পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসা পত্র।*

৪। *আরবী ভাষার মৌলিক শিক্ষায় সম্যক জ্ঞান।*

৫। *নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট।*

৬। *স্থায়ী ও সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত সাব্যস্তকারী ডাক্তারী সার্টিফিকেট।*

৭। *ভাইভা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষা গ্রহণের ওয়াদা প্রদান।*

প্রতিদিন সকাল থেকে ইনিষ্টিটিউট ভবনে পরীক্ষা চলবে। বিস্তারিত জানার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুনঃ ৮৯১৬৩৯৫।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ বাড়ী নং ১৭, রোড নং ২, সেক্টর ৬, উত্তরা ঢাকা।

মমতা নার্সিং হোম

(সরকার অনুমোদিত একটি অত্যাধুনিক বেসরকারী হাসপাতাল)

এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মেডিসিন, সার্জারী, হাড়জোড়, চক্ষু, নাক, কান, গলা, গাইনি প্রসূতি চিকিৎসা ও এম, আর এবং ডি এণ্ড সি করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ
ডাঃ এম, এইচ জামান
এম,বি,বি,এস
এক্স সহকারী সার্জন
আর,এম,সি,এইচ

লক্ষীপুর মোড়ের পশ্চিমে, রাজশাহী

সবাইকে স্বাগতম

তুফান ঘটক

পাত্র-পাত্রীর সন্ধান

পরিচালকঃ মোঃ সাইদুর রহমান

অফিসঃ-অপূর্ব কমিউনিটি সেন্টার
শালবাগান, রাজশাহী।

অফিস সময়ঃ সকাল ৯টা হইতে ১টা, বিকেল ৫টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোনঃ (অনু) ৭৬১১৪৪

বাসাঃ বায়া (হিমালয় কোল্ড ষ্টোরেজ-এর পার্শ্বে)
সময়ঃ সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

প্রসঙ্গঃ বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা

গত ৬ই অক্টোবর শুক্রবার প্রচারিত রেডিও ম্যাগাজিন 'দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' অনুষ্ঠানটি আমার শুনার সৌভাগ্য হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে '৭৮৬'-কে বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ব্যবহার করা উত্তম গণ্য করা হয়েছে।

মাননীয় অনুষ্ঠান পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি যে, ধর্মে নতুন সংযোজন ও বিয়োজনের কোন অবকাশ নেই। এ অধিকার পৃথিবীর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। যদি দেয়া হ'ত তবে সর্বাগ্রে ইসলামের সোনালী যুগের মুসলমানদেরকেই দেয়া হ'ত। দুর্ভাগ্য যে, আমরা ইসলামকে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করে চলেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো বিসমিল্লাহকে আমরা পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত 'আবজাদী' নিয়মের সংখ্যা তাত্ত্বিক গণনা পদ্ধতিতে '৭৮৬' বানিয়েছি। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ এমনকি আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। কেননা 'বিসমিল্লাহ' আল্লাহ প্রদত্ত একটি ইবাদতের শব্দ। যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অহি-র মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। উপযুক্ত স্থানে বিসমিল্লাহ ব্যবহার একটি ইবাদত ও নেকীর কাজ। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তা যরূরীও বটে। কিন্তু বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে '৭৮৬' ব্যবহার করলে তা ইবাদত গণ্য হবে না এবং তা দ্বারা নেকী সঞ্চয় ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না।

তাছাড়া '৭৮৬' কখনো বিসমিল্লাহর তাৎপর্য বহন করে না। যদি তাই হ'ত তবে খানাপিনা সহ সকল কাজের শুরুতে সকলে বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে '৭৮৬' বলতেন। অনুষ্ঠান পরিচালক নিজেও হয়ত এমনটি করেন না। তবে কেন সত্য গোপন করে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা এবং নেকী থেকে বঞ্চিত করার এ প্রচারণা? আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন! আমীন!!

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং-সন্ন্যাসবাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

এই ঔদ্ধত্যের শেষ কোথায়?

আমি মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। গত ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০০০-এর ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ'-এর সংবাদটি পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছি। এগারো কোটি মুসলমানের এ দেশে অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক-এর মত লোকেরা 'বিসমিল্লাহ', 'মুহাম্মাদ' ও 'আলহাজ্জ' শব্দের ব্যাবহার বন্ধের কথা বলার সাহস পায় কিভাবে? ঐক্য পরিষদের সদস্যদের বলছি, যতদূর এগিয়েছেন, আর সামনে বাড়বেন না। এগারো কোটি মুসলমানের রোষানলে পতিত হয়ে নিজেরা নিশ্চিহ্ন হবেন না। আপনাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে আপনাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেই সাথে মুসলিম ভাইদের নিকট বিনীত অনুরোধ অলসতার চাদর মুড়ি দিয়ে আর বসে থাকবেন না। জাগ্রত হউন! ঈমানী শক্তিতে শক্তিমান হউন। স্মরণ করুন আপনাদের গৌরবময় সোনালী ইতিহাসের কথা। আত্মশক্তি অর্জন করুন। আপনাদের বিজয় সুনিশ্চিত ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করুন! পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচান!

আজ থেকে ৫০ বছর আগে জাতীয় কবি কাযী নযরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'আমার এ বাঙ্গালী যদি একবার জাগে তাহ'লে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্যে আর কারও প্রয়োজন নেই এ বাঙ্গালীই যথেষ্ট।' নযরুল যে ঠিকই বাঙ্গালী জাতিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এর প্রমাণ বাঙ্গালী দেখিয়েছে ৭১ ও ৯০ সালে। কিন্তু এ বাঙ্গালীর আবার একটা মুদ্রাদোষ আছে। এদের দেয়ালে পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত চেতনা ফিরে না। এ ব্যাপারে রাজার অলস পরীক্ষা যেন প্রানিধানযোগ্য।

স্বপ্নপুরী ইতালীতে মানুষ জেগে উঠে চর্তুদশ শতাব্দীতে। ষোড়শ শতাব্দীতে তার ঢেউ লাগে ইংল্যাণ্ডে। আর বাংলাদেশের তটিনীতে এসে সেই ঢেউ মুছড়ে পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালী বেচারারা চোখ খুলতে নারাজ। পৃথিবীতে অনেক প্রাণী প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আমরা তো কোন চেষ্টাই করি না। আমরা যে কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করছি, মনে হয় এর আনন্দে বিধাতার স্বর্গ পেয়ে যাই। যে যেই দল করি, সে সেই দলের অন্ধ ভক্ত হয়ে যাই। অর্থাৎ ব্যক্তিগত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দুর্ভাগ্য, আমরা ভাবছি না যে, আমাদের তোষামোদ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কিভাবে গলা টিপে হত্যা করছে।

একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এক শালিক আর এক ফিঙ্গের পাশাপাশি বাসা। শালিকের এক জোড়া বাচ্চা আছে। তারা দু'জনেই নিজেদের বড় মনে করে। তাই প্রতিদিন তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। মাঝে মাঝে ঝগড়া খুব বড় আকার ধারণ করে। ঝগড়ার কারণে বাচ্চাগুলো ঠিকমত খাবার পায়না। একদিন ঘুম থেকে উঠেই দু'জনার তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। এমনকি বিকাল পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। দু'জনেই বেশ মারামারি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবসন্ন মুহূর্তে শালিক বেচারার তার বাচ্চার কথা মনে পড়ে যায়। সে কোন রকমে বাসায় ফিরতে চায়। ফিঙ্গে বেচারা নাছোড় বান্দা। সে কোনভাবেই তাকে ছাড়তে চায়না। আরও বেশী আঘাত শুরু করে। অবশেষে পরাজয় মেনে নিয়ে শালিক যখন বাসায় ফিরে আসে, তখন দেখে বাচ্চা দু'টো মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আদর করে খাওয়াতে লাগে। মরা ফুল যেমন সামান্য স্পর্শে ঝরে পড়ে, বাচ্চা দু'টোও ঠিক তেমনি ঝরে পড়ল।

অতএব পারস্পরিক কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করে পরবর্তী প্রজন্মকে গলা টিপে হত্যা করবেন না। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিন। মনে রাখবেন, এ দেশ আমাদের। এ দেশকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার দায়িত্বও আমাদের, আপনাদের, সকলের।

আব্দুল মোনায়েম
সোনাডাংগা, হাজীপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

সংগঠন সংবাদ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী (প্রাঃ)-এর প্রথম প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন

গত ৩০শে অক্টোবর সোমবার প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী (প্রাঃ)-এর চারটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম প্রকল্প বৃহদায়তন জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়া বিমানবন্দর রোডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে এই মহান প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্ণিং বডির সভাপতি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। ভিত্তি স্থাপনের পূর্বে উপস্থিত সুধী মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়ার পরেই আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা শুরু করি। অতঃপর আমরা চাহিদা মোতাবেক এখানে জমি খরিদ করি এবং সরকারের নিকটে যথারীতি সিলেবাস পেশ করি। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর চ্যান্সেলর সচিবালয় থেকে প্রেরিত এক পত্রে আমাদেরকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর ৬ ও ৭ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসরণ পূর্বক প্রস্তাবটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। অতঃপর আমরা প্রচেষ্টা শুরু করি। ইতিমধ্যে কুয়েতের 'রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' আমাদের প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহের প্রথমটি অনুমোদন করে এবং সে মোতাবেক আজকে তার ভিত্তি স্থাপন হ'তে যাচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হামদ। আমরা আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং ভ্রাতৃপ্রতীম দাতা সংস্থার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বক্তব্য শেষে তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে একইভাবে অংশ নেন তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর), সদস্য আলহাজ্জ মাহমূদ আলম (যশোর), সদস্য অধ্যাপক রেযাউল করীম (বগুড়া), ট্রাষ্টের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও মাদরাসার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী), শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসূফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা বদীউয্যামান (রাজশাহী), হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), মাদরাসা কমিটির সহ-সম্পাদক আলহাজ্জ মাষ্টার ছিয়ামুদ্দীন, সদস্য আলহাজ্জ মফীযুদ্দীন, আলহাজ্জ ডাঃ হাফীযুদ্দীন (রাজশাহী) ও স্থানীয় মহানগর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল হক কুরায়শী। অতঃপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), কেন্দ্রীয় 'সোনামণি'র পক্ষে সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ (বগুড়া) ও আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষে কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) এবং সবশেষে দাতা সংস্থার চীফ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হানীফ (কুমিল্লা)। ভিত্তি স্থাপন শেষে মাননীয় সভাপতি এ মহতী কাজে সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং মসলিস শেষের দো'আ পড়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

ফিলিস্তীনী মুসলমানদের উপরে হামলার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

কুমিল্লা যেলাঃ

ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার সমর্থনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে বুড়িচং পৌরসভায় এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১শে অক্টোবর বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। মিছিলটি পৌরসভার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, যুবসংঘের যেলা সভাপতি আহমাদ শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদূদ প্রমুখ।

বক্তাগণ ইহুদীদের কবল থেকে ফিলিস্তীনীদের উদ্ধারের জন্য বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা ফিলিস্তীনে গণহত্যা ও জাতিসংঘের নিরব ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও আলোচনার নামে বিল ক্লিনটনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অতি দ্রুত ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ঘোষণার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি জোর দাবী জানান।

ঢাকা যেলাঃ

ঢাকা ৩রা নভেম্বরঃ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে ফিলিস্তীনীদের উপরে নতুন করে ইসরাঈলী ইহুদীদের বর্বর হামলার প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সংগঠনের উদ্যোগে বিগত ৩রা নভেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুছলেহুদ্দীনের উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে মিছিলটি বংশাল নতুন চৌরাস্তা থেকে শুরু হ'য়ে জিরো পয়েন্ট হ'য়ে তোপখানা রোড ধরে পল্টন মোড় ঘুরে ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে এসে গণজমায়েতে মিলিত হয়। আড়াই থেকে তিন হাযার মুছল্লীর উক্ত বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা সংগঠনের সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক জনাব আযীমুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ ও ৭১ নং ওয়ার্ড পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব ডাঃ আবু যায়েদ। অতঃপর মিছিলটি ২২০ বংশাল রোডে অবস্থিত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ঢাকা যেলা অফিসের সম্মুখে এসে শেষ হয়। এখানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন আরমানীটোলার মাওলানা আবু হানীফ নেছারী ছাহেব।

সমাবেশে বক্তাগণ নিরীহ ফিলিস্তীনীদের উপর ইসরাঈলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা জানান এবং ফিলিস্তীনকে রাজধানী করে পৃথক ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। সাথে সাথে বাংলাদেশ সহ ওআইসি ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র পুঞ্জকে একটি সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান; চেচনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ-ভারত

অক্ষ শক্তি সমূহের মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। মিছিলে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানানো হয় এবং STOP MUSLIM GENOCIDE BY ISRAEL IN PALESTINE. RESIST ISRAEL UNITEDLY ইত্যাদি শ্লোগান লিখিত ব্যানার ও ফেষ্টুন বহন করা হয় ও বিভিন্ন শ্লোগান উচ্চারিত হয়।

সমাবেশে জাতিসংঘ, ওআইসি ও আরব লীগসহ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবী জানানো হয়।

(১) ইসরাঈলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করে যাবতীয় কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা।

(২) বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে কমপক্ষে দশ লক্ষ সেনা সদস্যের একটি দল জাতিসংঘের মাধ্যমে ফিলিস্তীনে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

(৩) ফিলিস্তীন স্বাধীনতা সংগ্রামে আর্থিক সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠন করা।

(৪) যুদ্ধরত সকল ফিলিস্তীনী দলকে সকল বিজাতীয় মতাদর্শ পরিহার করে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

সাতক্ষীরা প্রশিক্ষণ শিবির

সাতক্ষীরা যেলার মানিকহার এলাকার উদ্যোগে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এলাকার ২২টি শাখার কর্মপরিষদ সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত বাটরা উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহমান সানার সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ২২টি শাখা হ'তে ১১৯ জন শাখা কর্মপরিষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া 'আন্দোলন'-এর স্থানীয় অনেক শুভাকাংখীও যোগদান করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উপদেষ্টা ও যেলা কর্মপরিষদ সদস্যগণ উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন।

পাঠক ফোরাম

'সঠিক আক্বীদা প্রতিষ্ঠা ও তাবলীগে দ্বীনের যথাযথ পদ্ধতি' শীর্ষক আলোচনা সভা

'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর যেলার নাড়াবাড়ী এলাকার যৌথ উদ্যোগে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব নাড়াবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'সঠিক আক্বীদা প্রতিষ্ঠা ও তাবলীগে দ্বীনের যথাযথ পদ্ধতি' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মাওলানা আমজাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বলেন, অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ প্রদত্ত অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক আক্বীদা সকল মুসলমানকে পোষণ করতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন মতবাদপুষ্ট ও বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। তা সংশোধন করতঃ আমাদেরকে সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। আমরা যদি সঠিক আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পারলৌকিক মুক্তির আশা দূরাশায় পরিণত হবে। তিনি বলেন, সঠিক আক্বীদা ব্যতীত তাবলীগে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। মহানবী (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম যে পদ্ধতিতে তাবলীগ করেছেন, সে পদ্ধতিই আমাদের অনুসরণীয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাবলীগ করা অপরিহার্য।

বরিশাল যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দা'ওয়াতী কার্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বরিশাল যেলার গণ্যমান্য আহলেহাদীছ ব্যক্তিবর্গ গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার এক যরূরী বৈঠকে মিলিত হন। বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক্ব হুসাইন-এর সভাপতিত্বে বরিশাল শহরের সদর রোডস্থ তাঁর নিজ চেম্বারে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আহলেহাদীছ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, জনাব শামসুল হুদা (লণ্ডন প্রবাসী), মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মল্লিক (নথুল্লাবাদ), শেখ মতীউর রহমান (মুসলিম জুয়েলার্স), মুহাম্মাদ ফজর আলী (কলেজ রোড), সুলতানুল ইসলাম চৌধুরী (নতুন বাজার), আব্দুল খালেক (হরিনাফুলিয়া), নাজমুল হুসাইন (খয়েরদিয়া), নূরুল ইসলাম (খয়েরদিয়া) ও সাঈদুল ইসলাম চৌধুরী (নতুন বাজার) প্রমুখ। সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক্ব হুসাইনকে আহ্বায়ক ও জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী ও জনাব আব্দুছ ছবূর মল্লিককে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

তাবলীগী সফর

সাভার, ঢাকাঃ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ আছর সাভার নলাম কারীগরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি জনাব তাসলীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের ঢাকা যেলার দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যুবসংঘের শাখা প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ, হাফেয এরশাদুল্লাহ প্রমুখ।

নরসিংদীঃ গত ১৬-১৮ই সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ নরসিংদী যেলার পূর্ব পাথরপাড়া, মাথরা ও পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা সফর করেন। এ সময় অনুষ্ঠিত তাবলীগী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ বলেন, মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে ৯০% মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আইন

কায়েম হচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে- আমরা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা অহি-র অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তিনি বলেন, যতক্ষণ না আমরা অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করব, ততক্ষণ সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার দূরীভূত হবে না। তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অহি-র বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সাধারণ সম্পাদক আমীনুদ্দীন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মতীন ও হাফেয মাওলানা ওয়াহীদুযযামান প্রমুখ।

শেরপুর ও ময়মনসিংহঃ গত ১১-১৪ ই অক্টোবর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ শেরপুর যেলার নকলা থানার বানেশ্বদী, পোলাদেশী, মুজারেকান্দা, নকলা, আড়িয়াকান্দা, কান্দাপাড়া, চরকৈয়া শাখা ও ময়মনসিংহ যেলার ফুলবাড়িয়া থানার আন্দারিয়াপাড়া মনাকোশা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় তাবলীগী সফর করেন।

এ সময় অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। তিনি বলেন, সকল দিক ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বদা এ পথেই দা'ওয়াত দিয়ে গেছেন। 'আহলেহাদীছ' তাই কোন মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। সে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই নিহিত রয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেই জান্নাতী পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন তাই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র আন্দোলন।

তা'লীমী বৈঠক

১. ২৬শে সেপ্টেম্বরঃ গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে বাদ মাগরিব যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'নিয়ত'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ দরস পেশ করেন তা'লীমী বৈঠকের পরিচালক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম, আব্দুল লতীফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ তার দরসে বলেন, যাবতীয় কর্মের ফলাফল নিয়ত-এর উপর নির্ভরশীল। তাই নিয়ত হচ্ছে কর্মের মূল বিষয়। কেউ ভাল কাজের নিয়ত করলে আল্লাহ্‌র নিকট ছওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি খারপ কাজে নিয়ত করে তাহ'লে তার কাজ অনুযায়ী আমলনামায় বদী লেখা হবে। তাই আসুন আমাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ নিয়তকে পরিশুদ্ধ করি।

২. ১৭ই অক্টোবরঃ গত ১৭ ই অক্টোবর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'ছালাত' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দেছ ও দারুল ইফতা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, তাজবীদ ও দো'আ শিক্ষা দেন আল-মারকাযুল ইসলামীর প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ বলেন, ছালাত ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ছালাত কাফের ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণকারী ইবাদাত। ছালাত সমস্ত অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখে। তিনি সকলকে ছালাতে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৩. ২৪শে অক্টোবরঃ গত ২৪শে অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় যথরীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে 'জিহালত' বা মূর্খতার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। তাজবীদুল কুরআন ও দো'আ শিক্ষা দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। 'জিহালত' এর উপর তা'লীম দিতে গিয়ে মাওলানা রুস্তম আলী বলেন, অজ্ঞতা মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজের দিকে ধাবিত করে। তাই জিহালত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে জ্ঞানার্জনের সকল মাধ্যমে অগ্রসর হ'তে হবে। তিনি সকলকে নিয়মিত ভাবে তা'লীমী বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানান।

আরবী ক্বায়েদা

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী প্রণীত প্রাথমিক আরবী শিক্ষার জন্য এই 'আরবী ক্বায়েদা' আজই সংগ্রহ করুন। প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহ থেকে ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিতে রচিত এই বইটি কচি-সোনামণিদের বিশুদ্ধভাবে দ্রুত আরবী শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষায় নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। বিশেষ করে কুরআন শিক্ষার জন্যেই তাজবীদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সাথে পরিচিতি লাভের ফলে ছোট-বড় সবাই ছহীহ-শুদ্ধ ভাবে কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আরবী ক্বায়েদার বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১. শুরুতেই অর্থসহ সূরায়ে ফাতিহা মুখস্থ করণ, ২. কুরআন পাঠের আদব, ৩. কুরআন পাঠের ফযীলত,
৪. আরবী বর্ণমালা (বাংলা উচ্চারণ সহ)। অতঃপর অনুশীলনী। ৫. বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের হুকুম।
৬. তাজবীদ অংশ। এখানে উদাহরণসহ তাজবীদের ১৭টি নিয়ম মাত্র দু'পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করা হয়েছে। এরপর ২৯ লাইনে তাজবীদের ছন্দ কবিতা দেওয়া আছে। যা বাচ্চা-বুড়া সকলে সুর করে সহজে মুখস্থ করতে পারবে।

এরপর আরবী হরফ সমূহ ব্যবহারের ১৩টি ক্বায়েদা বা পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে লিখনপদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। শেষে আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর ৯৯টি নাম ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ক্বায়েদার যে ৯৯টি নাম দেওয়া আছে, তা তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে দেওয়া আছে। এরপর কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবীর নাম। আমাদের নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ঈমানে মুজমাল ও মুফাছছাল, চারটি কালেমা ও সবশেষে আমপারার ১০টি সূরা অর্থসহ দেওয়া হয়েছে। আর্ট পেপারের কভার সহ ও ৩২ পৃষ্ঠার হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা সমাপ্ত। উক্ত ক্বায়েদার হাদিয়া মূল্য ৮/= টাকা মাত্র।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩৬)ঃ কোন ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় ছেলে-মেয়েকে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি দান করতে পারে কি?

-মাসঊদ করীম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন পিতা তার ছেলে-মেয়েকে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি দান করতে পারেন না। যে যতটুকু অংশ পাবে তাকে ততটুকু দান করতে পারেন। নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু (গোলাম) দান করলে আমার মাতা (আমরাহ বিনতে রাওয়াহা) বললেন, এই দানের উপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর আমার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এ সন্তানকে একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু আমরাহ বলছে আপনাকে যেন এ দানের সাক্ষী রাখা হয়। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর। আর তোমার সকল সন্তানের মাঝে ইনছাফ কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং দান ফেরত নিলেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

জমহূর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছটিতে বর্ণিত সমতা বিধানের হুকুমকে 'মুস্তাহাব' হিসাবে গণ্য করেছেন এবং কমবেশী করাকে 'মাকরূহ' বলেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, কোন সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য থাকলে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য সন্তানদের সম্মতি থাকলে কোন সন্তানকে পিতা কিছু বেশী দান করতে পারেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, দ্বীনী বা অন্য কোন সঙ্গত কারণ থাকলে পিতা কমবেশী করতে পারেন। তবে উক্ত হাদীছের সাধারণ হুকুম অনুযায়ী সন্তানদের দান করার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা ওয়াজিব এবং এটা না করা অন্যায়' *(নায়ল ৭/১২৭-১৩০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১৯)*।

প্রশ্ন (২/৩৭)ঃ কিছুদিন পূর্বে পত্রিকা পাঠে জানতে পারলাম যে, সঊদী আরবে জনৈক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার শুনতে পান। অতঃপর এলাকার এক আলেমকে ঘটনাটি জানালে তিনি কবর খনন করার নির্দেশ দেন। কবর খনন করলে দেখা যায় যে, একটি সাপ লাশকে দংশন করছে। এক্ষণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মাজেদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঘটনা সত্য কি-না জানা যায়নি। তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ঘটনার কোন মূল্য নেই। কারণ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের শাস্তি মানুষ এবং জিন শুনতে পাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কাল ও নীল বর্ণের অন্ধ-বধির ফেরেশতা কবরবাসীকে যখন হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করবে তখন তার চিৎকার মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমে যা আছে সবাই শুনতে পাবে *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩১, ১২৬)*। অতএব যে শাস্তির ভয়াবহতা মানুষ শুনতে সক্ষম নয়, তা দেখতে পারে কি করে?

প্রশ্ন (৩/৩৮)ঃ ওশর-যাকাতের টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

-আব্দুন নূর
ফুলতলা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'যাকাত হ'ল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য' *(তওবা ৬০)*। চার ইমাম সহ অধিকাংশ বিদ্বান এ মত পোষণ করেন যে, ওশর-যাকাতের অর্থ মসজিদে ব্যয় করা যাবে না। যদিও কিছু বিদ্বান একে জায়েয বলেছেন।-*(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ২৩/৩২৯ পৃঃ)*। সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার ও পুল নির্মান, মৃতের কাফন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (৪/৩৯)ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য মোটা অংকের টাকা মালিকের নিকট জামানত রাখতে হয়। আমার প্রশ্ন- জমাকৃত এ টাকার যাকাত কে আদায় করবে? দোকানের মালিক, নাকি জামানত দাতা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
ত্বায়েফ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ যিনি দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য টাকা জামানত রাখেন, তাকেই উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ টাকা বা কোন বস্তু কোথাও জমা রাখলে মালিকানা নষ্ট হয় না *(মিশকাত হা/২৮৮৭; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৪০৬)*।

প্রশ্ন (৫/৪০)ঃ জনৈকা মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিবাহ জায়েয হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম

ছান্দাবাড়ী, শিবপুর হাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মহিলার পূর্ব স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ জায়েয নয়। কারণ এরা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। যাদের বিবাহ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের বোনদেরকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ১৯)*। আলোচ্য আয়াতে সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনকে হারাম করা হয়েছে *(তাফসীরে জালালায়েন, ফাৎহুল ক্বাদীর প্রভৃতি)*। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৬/৪১)ঃ কোন হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখা এবং তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
আল-জামে'আ আস-সালাফিইয়া
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তরঃ হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখা যাবে এবং তার হাতের রান্নাও খাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) একদা এক মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) একদা খায়বারের এক ইহুদী মহিলার প্রেরিত ভুনা খাসির রান হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ও খেয়েছিলেন। যদিও ঐ মহিলা গোপনে তাতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তিনি সত্য নবী কি-না যাচাই করার জন্য' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর মুশরিকা মায়ের সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর মুশরিক চাচার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, কোন অমুসলিম বা হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখায় কোন দোষ নেই। তবে তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকতে হবে *(মুজাদালা ২২)*।

প্রশ্ন (৭/৪২)ঃ বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ গুলিতে 'সাউণ্ডবক্সে'র মাধ্যমে একই জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে। এক্ষণে জামা'আত চলা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে অন্যান্য তলার মুছল্লীগণ কি করবেন?

-মশীউর রহমান
চওড়া সাতদরগা
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্যান্য তলার মুছল্লীগণের প্রথম কাতারের মাঝামাঝি থেকে একজন স্বেচ্ছায় ইমাম হয়ে অবশিষ্ট ছালাত আদায় করবেন। বাকী মুছল্লীগণ তার অনুসরণ করবেন। কেননা ছালাত চলা অবস্থায় ইমাম পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন একদা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) ইমামতি করছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে আবুবকর (রাঃ)-এর বাম পাশে দাঁড়ালেন। তখন আবুবকর (রাঃ) মুক্তাদী হ'য়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪০)*।

প্রশ্ন (৮/৪৩)ঃ জনৈক মুছল্লী পায়ে বাত থাকার কারণে মাটিতে বসে ছালাত আদায় করতে পারেন না বিধায় চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু এতে অন্যান্য মুছল্লীদের অসুবিধা হয়। বিশেষ করে কাতারের মাঝখানে চেয়ার থাকার ফলে কাতারে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করবেন?

-হুসাইন
কালীনগর, চাঁপাইনবাগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে না পারলে বসে ছালাত আদায় করবেন। বসে সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবেন, কাত হয়ে সম্ভব না হ'লে চিৎ হয়ে শুয়ে আদায় করবেন। ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, দাঁড়িয়ে সম্ভব না হ'লে বসে, বসে সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'কাত হয়ে শুয়ে সম্ভব না হ'লে চিৎ হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় কর' *(নাসাঈ, মির'আত, 'আমলে মধ্যম পন্থা' অধ্যায়)*। তবে বসে বা শুয়ে ছালাত আদায় করায় অর্ধেক নেকী হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪৯, ১২৫২)*। অতএব রোগের অবস্থা অনুপাতে ছালাত আদায়ের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তবে চেয়ারে বসে মুছল্লীদের অসুবিধা করে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। এতে কাতারের শৃংখলা বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন (৯/৪৪)ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন?

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
পাকুড়িয়া, মহিষকুণ্ডি বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বাতাস এবং পরে আরশ সৃষ্টি করেছেন। আবু রাযীন আল-ওকায়লী (রাঃ) মারফূ ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আরশ এর পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহ বলেন, 'তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল' *(হূদ ৭)*। কিন্তু পানি কিসের উপর ছিল? তিনি বলেন, পানি ছিল বাতাসের উপর অংশে (বায়হাক্বী)। আল্লামা সুদ্দী বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পানির পূর্বে কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি *(মির'আত ১/৮১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার ৫০ হাযার বছর পূর্বে সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিখেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম পানি, বাতাস ও আরশ সৃষ্টি করেছেন। *-বিস্তারিত দেখুনঃ মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড 'তাক্বদীর' অধ্যায়; মিশকাত ৫০৬ পৃঃ 'সৃষ্টির শুরু' অধ্যায়; মিরক্বাত শরহে মিশকাত ১/১৬৬ পৃঃ; তাফসীর ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড সূরা ক্বলম ৪২৭ পৃঃ।* অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে- আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৪ হাদীছ ছহীহ)*। এ হাদীছ এবং উপরেরর হাদীছ সমূহের মধ্যে হাদীছ বিশারদগণ সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা পানি ও আরশ-এর পরে সর্বপ্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। কিংবা আল্লাহ তা'আলা কলমকে বলেছেন, প্রথমে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তা লিখ। *(মিরআতুল মাফাতীহ পৃঃ ঐ)*।

প্রকাশ থাকে যে, জ্ঞানকে প্রথমে সৃষ্টি করার হাদীছটি জাল *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫০৬৪; তাহকীক-আলবানী ১নং টীকা)*। এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূরকে প্রথমে সৃষ্টি করার হাদীছটি 'বাতিল' *(মিশকাত, আলবানী হা/৯৪ এর টীকা-১)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫)ঃ আমার চাচা আমার নিকট ২০ হাযার টাকা নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করেন। তিনি মণ হিসাবে কাটা কাপড় ক্রয় করেন। আমাকে তিনি প্রতি মণে ৫০ টাকা লাভ দিতে চান। এরূপ ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-কবীর আহমাদ
ছালাভরা, কাযীপুর
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এভাবে নির্দিষ্ট হারে লাভের চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসা করা জায়েয নয়। তবে লাভ-লোকসানের ভাগী হ'য়ে ব্যবসা করা জায়েয। শরীয়তে এক ধরনের ব্যবসা আছে, যাকে 'বাইয়ে মুযারাবা' বলা হয়। যার অর্থ- এক জনের অর্থে অন্যজন ব্যবসা করবে এবং লভ্যাংশ শর্ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াক্বুব স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা ওছমান (রাঃ)-এর অর্থে ব্যবসা করতেন এ শর্তে যে, লভ্যাংশ তাদের মধ্যে ভাগ হবে *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, হাদীছ মওকূফ ছহীহ)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে লভ্যাংশ তাদের মীমাংসা অনুযায়ী বন্টন হবে *(ইরওয়া ৫/২৯৩)*। হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক জনের অর্থে অপরজন লভ্যাংশ বন্টনের শর্তে ব্যবসা করতে পারে।

প্রশ্ন (১১/৪৬)ঃ জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা একটি না দু'টি? দু'খুৎবার মাঝে বসে কিছু বলতে হবে কি?

-মোকছেদ আলী
মৌপাড়া দাখিল মাদরাসা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা দু'টি। দু'খুৎবার মাঝে বসতে হবে। তবে বসে কিছু বলতে হবে না। দু'খুৎবাতেই কুরআন-হাদীছ থেকে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দু'টি খুৎবা প্রদান করতেন এবং দু'খুৎবার মাঝে বসতেন, কুরআন পাঠ করতেন এবং মুছল্লীদেরকে উপদেশ দিতেন। তাঁর ছালাত ও খুৎবা মধ্যম হ'ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি। তিনি অল্প সময় বসতেন এবং কোন কথা বলতেন না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৯৫)*।

ঈদায়নের প্রচলিত দুই খুৎবার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কোন ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি বললেন, হাঁ ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং প্রথমে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা প্রদান করলেন, ...শেষে রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের নিকট গমন করলেন। তাদেরকে নছীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিলেন। ...অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও বেলাল (রাঃ) বাড়ীর দিকে চললেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) একটি খুৎবা প্রদান করেছিলেন। আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এখানে জুম'আর মত দু'টি খুৎবা নেই এবং মাঝে বসাও নেই এবং দু'খুৎবার প্রমাণে রাসূল (ছাঃ) থেকে অন্য কোন প্রমাণও নেই। নিশ্চয়ই লোকেরা জুম'আর উপর ক্বিয়াস করেই দু'খুৎবা প্রদান করে থাকে *(মির'আতুল মাফাতীহ, 'ঈদের খুৎবা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/৪৭)ঃ আমাদের এলাকায় নির্ধারিত সময়ের জন্য কাউকে এক হাযার টাকা দেওয়া হয় এই শর্তে যে, পরিশোধের সময় টাকার সাথে অতিরিক্ত দুই বা তিন মণ ধান দিতে হবে। এরূপ লেন-দেন শরীয়তে বৈধ কি?

-যহুরুল ইসলাম
গ্রাম ও পোঃ নাকাইহাটা
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কাউকে ঋণ হিসাবে টাকা প্রদান করে নির্দিষ্ট সময়ে টাকার সাথে অতিরিক্ত ধান গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা প্রত্যেক ঋণ যা অতিরিক্ত নিয়ে আসে তা-ই সূদ। ওবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাসঊদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঋণের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করাকে অপসন্দ ও নিষেধ করতেন *(ইরওয়াউল গালীল ৫/২৩৪ পৃঃ হা/১৩৯৭ হাদীছ ছহীহ)*। তবে সময়, ওযন ও মূল্য নির্ধারণ করে অগ্রিম মূল্য প্রদান করা যায়। যাকে 'বাই'এ সালাম' বলা হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৮)ঃ জামা'আতে ছালাতের শেষ বৈঠকে কোন মুছল্লী মসজিদে গিয়ে কাতারে জায়গা না পেয়ে পিছনে একাই জামা'আতে শরীক হ'তে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জামা'আত চলা অবস্থায় কাতারের পিছনে একা শরীক হওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পুনরায় ছালাত আদায় করতে বলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০৫)*। অবশ্য বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়ালে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত তাকলীফ দেন না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও শায়খ আলবানীও অনুরূপ বলেন *(ইরওয়া হা/৫৪১-এর ব্যাখ্যা, ২/৩২৯)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার কোন বান্ধবীর সাথে প্রেম বিনিময়ের একপর্যায়ে বান্ধবীর মায়ের সাথে অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সেই বান্ধবীর সাথেই তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইসলামী শরীয়তে এই বিবাহ বৈধ হবে কি? 'মাসিক মদীনা' পত্রিকায় এই প্রশ্ন করা হ'লে নাজায়েয ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তাদের এ হীন অপকর্মের জন্য শারঈ শাস্তি সম্ভব না হ'লেও সামাজিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি হওয়া আবশ্যক। তবে তাদের বিবাহটি অবৈধ হবে না। কারণ কোন বৈধ বিবাহ বন্ধনকে অবৈধ কর্ম বিনষ্ট করতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭ পৃঃ হা/১৮৮১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- এক লোক তার শাশুড়ীর সাথে যেনা করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা পাপী। এ পাপ তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে না *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ)*। আলী (রাঃ) বলেন, যেনা বৈধ বিবাহ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া পৃঃ ঐ ,তা'লীক্ব বুখারী)*।

প্রশ্ন (১৫/৫০)ঃ একীভূত পরিবারে সাধারণতঃ দেবর-ভাবীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি?

-প্রফেসর এ,এস,এম, কামালুদ্দীন
কান্স ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
পৌর বাণিজ্য বিভাগ, ঢাকা ট্রাংক রোড
ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বর্তমানে দেবর-ভাবীর সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা, গোপন আলাপ মামুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহপাক প্রত্যেক মুসলমান বয়স্ক নর-নারীর উপরে পর্দা ফরয করেছেন *(নূর ৩০-৩১; আহযাব ৩২, ৩৩, ৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'তোমরা মহিলাদের নিকট গমন করবে না। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দেবর সম্পর্কে আপনার রায় কি? (অর্থাৎ সে কি ভাবীর নিকট গমন করতে পারবে)? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'দেবর মৃত্যু সমতুল্য' (اَلْحَمْوُ اَلْمَوْتُ)। অর্থাৎ তাকে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করতে হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। অতএব সামাজিক এই প্রচলন দূর করার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৫১)ঃ হিজড়া ছাগল আক্বীক্বা বা কুরবানী করা যাবে কি? অথবা এরূপ ছাগল বিক্রি করা যাবে কি? এরূপ ছাগল বিক্রি করলে নাকি বাড়ীর বরকত চলে যায় এবং মারা গেলে নাকি কাফন দাফন করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রুহুল আমীন
শিক্ষক, বায়তুন নূর দাখিল মাদরাসা
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ পশু হিজড়া হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে সেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। কাজেই তা কুরবানী করা চলবে। কেননা কুরবানী না হওয়ার জন্য যে সব কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হিজড়া তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কুরবানীতে কোন ধরনের পশু থেকে বেঁচে থাকা উচিত? রাসূল (ছাঃ) হাতের ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু থেকে বেঁচে থাকা উচিত। (১) স্পষ্ট খোঁড়া (২) স্পষ্ট কানা (৩) স্পষ্ট রুগ্ন ও (৪) এমন দুর্বল যার হাড়ে মজ্জা নেই *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৬৫)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান ভালভাবে দেখে নেই এবং এমন পশু কুরবানী না করি, যার কানের অগ্রভাগ কাটা, যার কানের শেষ ভাগ কাটা, যার গোলাকারে পূর্ণ ছিদ্র এবং যার কান পাশের দিক থেকে ফাঁড়া *(ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৬৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৫২)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পরে তার লাশ দাফনের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় জনৈক ভদ্রলোক মৃতের স্ত্রীর মতামতের ইচ্ছা পোষণ করেন। সেসময় উপস্থিত জনৈক আলেম এর প্রতিবাদ করে বলেন, মৃতের ছেলেরা মতামত পেশ করতে পারেন, স্ত্রী নয়। কথাটি কি ঠিক? এ ব্যাপারে শরীয়ত সম্মত ফৎওয়া জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মঈনুদ্দীন
সাতগ্রাম, নরসিংদী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে দ্রুত দাফন-কাফন সম্পন্ন করা উচিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬)*। এখানে কারু মতামতের অপেক্ষা করা যাবে না। তবে মৃত ব্যক্তি তার ছালাতে জানাযার ব্যাপারে কাউকে অছিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন *(বায়হাক্বী ৪/২৮-২৯)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৫।*

প্রশ্ন (১৮/৫৩)ঃ আমরা চার ভাই ও দুই বোন। পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সংসারের দায়িত্ব আমাদের উপরে ছেড়ে দেন। আমরা সংসারের আয় দিয়ে জমি ক্রয় করার সময় শুধু চার ভাইয়ের নামে দলীল করি। প্রশ্ন হ'ল- সেই জমির অংশ বোনেরা পাবে কি-না?

-মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম
চৌমুহনী বাজার
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ পিতার অর্থ দ্বারা কিংবা পিতার জমি থেকে সংসারের আয় দিয়ে যে জমি ক্রয় করা হয়, সে জমির অর্ধেক পাবে পিতা ও অর্ধেক পাবে ছেলেরা। প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় চার ভাই তাদের নামে অর্ধেক জমি রেজিষ্ট্রি করবে। আর অর্ধেক পিতার নামে। পিতার অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে চার ভাই ও দু'বোন

ওয়ারিছ হিসাবে অংশ মুতাবিক পাবে *(নিসা ১৭৬; বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯২০)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৪)ঃ একটি ডিপ টিউবওয়েল-এর অধীনে শতাধিক বিঘা জমিতে ধান চাষ করা হয়। মেশিন দেখাশুনা ও জমিতে পানি সরবরাহ করার কারণে লাইনম্যানকে প্রতি বিঘা জমিতে ৫ কেজি করে ধান দেওয়া হয়। যা নিছাব পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- তাকে সেই ধানের ওশর দিতে হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শহীদুল ইসলাম
আমনুরা জংশন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কেবলমাত্র জমিতে উৎপাদিত শস্য নেছাব পরিমাণ হ'লেই ওশর আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২৬৭, আন'আম ১৪১; মুত্তা, মিশকাত হা/১৭৯৪ ও ৯৭)*। চাই সে নিজে জমির মালিক হউক বা বর্গাকারী ব্যক্তি হউক। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসাবে তার প্রাপ্য দেয়া হচ্ছে। সুতরাং তাকে কোন ওশর দিতে হবে না। তবে শস্য বিক্রি করে যদি নেছাব পরিমাণ টাকা হয় এবং তা এক বছর অতিক্রম করে, তখন তাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ, হাদীছ হাসান বুলূগুল মারাম, হা/৫৯২, ৫৯৩)*।

প্রশ্ন (২০/৫৫)ঃ যাকাত ও ওশরের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কিছু বস্ত্র, কিছু টাকা বন্টন করা যায় কি?

-আব্দুল খালেক
সাঁজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ যাকাতের মূল বস্তুই বন্টন করা শরীয়ত সম্মত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের ধনীদের নিকট হ'তে যাকাত নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৮৬)*। তবে যাকাত, ওশরের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বস্ত্র বা টাকা বন্টন করা যাবে। সোনা বা রূপা যে কোন একটির মূল্য ধরে নগদ টাকার যাকাত প্রদান করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। শায়খ বিন বায (রহঃ)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি সোনা বা রূপা যে কোন একটির সম মূল্যে নগদ টাকায় যাকাত দিতে হবে বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। *(ফাতাওয়া হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/৩৭৩, ৩৮৮, ৪১১পৃঃ; আত-তাহরীক নভেম্বর ৯৮ ৭/২৭)*। অনুরূপভাবে প্রয়োজনবোধে গরু-ছাগল ও খাদ্যশস্য বিক্রি করে উক্ত টাকা বা তদ্বারা কিছু বস্ত্র ক্রয় করে শরীয়ত নির্ধারিত খাতে বন্টন করতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২১/৫৬)ঃ শা'বান মাসে আইয়ামে বীয (১৩, ১৪, ১৫ তারিখ)-এর নফল ছিয়াম পালন করা যাবে কি? নির্দিষ্ট করে শুধু ১৫ই শা'বানে শা'বানের ফযীলত হিসাবে ছিয়াম পালন করার হুকুম কি? শা'বান মাসে কখন ছিয়াম পালন করতে হবে এবং কয়টি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-জালালুদ্দীন
ডোমকুলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযান মাস ব্যতীত বাকী ১১ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম পালন করা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে বিশেষভাবে শুধু শা'বান মাসের ১৫ তারিখে বিশেষ ফযীলত মনে করে ছিয়াম পালন ও অন্যান্য ইবাদত করা শরীয়ত সম্মত নয়। উল্লেখ্য যে, শবেবরাত সম্পর্কে যে সকল হাদীছ পেশ করা হয়, এর সবগুলিই 'যঈফ'। যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শা'বান মাসের শেষের কয়েকদিন বাদে পুরো শা'বান মাসই নফল ছিয়াম পালন করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কয়েকদিন বাদে পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৬)*। তিনি আরও বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) (রামাযান ব্যতীত) অন্য কোন মাসে মাহে শা'বানের চেয়ে অধিক ছিয়াম পালন করতেন না' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৭৪)*।

অতএব শা'বান মাসের ১ম থেকেই ইচ্ছানুযায়ী ছিয়াম পালন করতে পারেন এবং যারা 'আইয়ামে বীয'-য়ে অভ্যস্ত, তারাও শা'বান মাসে উক্ত ছিয়াম পালন করতে পারেন। *দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'শবেবরাত' পুস্তিকা।*

প্রশ্ন (২২/৫৭)ঃ তওবার ছালাত নামে কি কোন ছালাত আছে? যদি থাকে তাহ'লে পড়ার নিয়ম কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তওবার ছালাত আছে এবং তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন লোক যদি পাপ করে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯)*। তবে এ ছালাতের ভিন্ন কোন পদ্ধতি নেই। সাধারণ ছালাতের ন্যায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করা উচিৎ-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাউয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে।

অনুবাদঃ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্র নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক এবং তার দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি *(মিশকাত হা/২৩৫৩)*। *-বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩৫-৩৬।*

প্রশ্ন (২৩/৫৮)ঃ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী ও রাসূল দাবী করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কেউ কাদিয়ানী হ'লে কি মুসলমান থাকতে পারবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নূরুল ইসলাম
বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া)
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবুঅতের বিপুল মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দুনিয়া পূজারী কিছু ব্যক্তি যুগে যুগে নবুঅতের মিথ্যা দাবী করেছে। শেষ নবী

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইয়ামনে জনৈক আসওয়াদ আনাসী, ইয়ামামাতে মুসায়লামা কায্যাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই নজদে তুলাইহা আসাদী ও ইরাকে সাজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা নবী হবার দাবী করে। এই সব ভণ্ড নবীদেরকে সমূলে উৎখাত করেন প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)। প্রায় তেরশ' বছর পরে বর্তমান ভারতের পূর্ব পাব প্রদেশের গুরুদাসপুর যেলার বাটালা মহকুমাধীন ক্বাদিয়ান উপশহরে জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) ১৮৯১ সালে নিজেকে মসীহ ঈসা ও ১৮৯৪ সালে মাহদী এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে নিজেকে রাসূল ও নবী বলে দাবী করে। বৃটিশের যুলুমশাহীর বিরুদ্ধে উত্থানরত ভারতীয় জনমত বিশেষ করে শাসন শক্তিহারা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক উত্থানকে অংকুরেই বিনষ্ট করার জন্য কুচক্রী ইংরেজদের অসংখ্য কুট জালের মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। ইংরেজ ও ইহুদীদের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে এই ক্বাদিয়ানী নবী মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের দ্বিতীয় স্তম্ভ 'খতমে নবুঅতে'র বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। ওলামায়ে দ্বীনের যথাযথ প্রতিরোধের মুখে তার এই অপচেষ্টা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম না হ'লেও দুনিয়া সর্বস্ব কিছু বুদ্ধিজীবীকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে বৃটিশ রাজশক্তির সক্রিয় সমর্থন ও মুসলিম নামধারী কিছু আলেমের সহযোগিতায় এই মিথ্যা নবীর ভণ্ড মতবাদ উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হ'তে থাকে।

ক্বাদিয়ানী হ'লে সে আর মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ ক্বাদিয়ানী হ'লে 'খতমে নবুঅত'-কে অস্বীকার করতে হবে। কালেমায়ে শাহাদতের প্রথমাংশ তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের সাক্ষ্য এবং দ্বিতীয়াংশে রিসালাতে মুহাম্মাদী তথা খতমে নবুঅতের সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই একজন লোক মুসলমান হয়ে থাকে। ফলে উক্ত কালেমার প্রথমাংশের উপরে ঈমান আনলে ও দ্বিতীয়াংশকে অস্বীকার করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। বরং সে নিঃসন্দেহে কাফির ও জাহান্নামী হবে। শুধু তাই নয়, তার কুফরীতে সন্দেহ করা বা তাকে 'কাফের' না বলাটাও কুফরী হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, '..... আমিই শেষ নবী আমার পরে কোন নবী নেই' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬)*। *-বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'খতমে নবুওয়াত' অক্টোবর'৯৯।*

প্রশ্ন (২৪/৫৯)ঃ জনৈকা স্ত্রী শিশুকালে তার স্বামীর মায়ের দুধ পান করেছিল। বর্তমানে সে ৩ সন্তানের জননী। আলেমগণ বলছেন, এ বিবাহ নাজায়েয হয়েছে। এক্ষণে বিবাহ যদি নাজায়েয হয়ে থাকে তবে স্বামী কি করবে এবং ঐ সন্তান গুলোর অবস্থা কি হবে? সন্তানগুলো কি জারজ সন্তান হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ দেওয়ান
গ্রাম- গোয়ালকান্দী, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ দুই বছর বয়সের মধ্যে যদি দুধ পান করে থাকে, তাহ'লে সে রাযঈ বোন বা দুধবোন হয়েছে এবং এক্ষণে জানার পরে উভয়কে আলাদা করে দিতে হবে *(মিশকাত ৩১৬৯)*। অন্যথায় তাদের যেনার পাপ হবে। যেহেতু তাদের বিবাহ বৈধ হয়নি, সেহেতু সন্তানেরাও অবৈধ হবে। যেনাকারীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক ইসলামে স্বীকৃত নয়। রবং এদের সম্পর্ক থাকবে মায়ের অভিভাবকের সাথে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ 'ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' অনুচ্ছেদ; হা/২১৯২ টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৫/৬০)ঃ সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখতে হবে না হাত রাখতে হবে?

-যিয়াউল হক্ব
রেডিও কোম্পানী
৪ সিগন্যাল ব্যাটেলিয়ন
বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত ও পরে হাঁটু রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদায় যাবে, তখন সে যেন উটের মত করে না বসে। সে যেন হাঁটুর পূর্বে হাত রাখে (وليضع يديه قبل ركبتيه) *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৯; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ২/৭৮ পৃঃ)*। পক্ষান্তরে প্রথমে হাঁটু রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৮; ইরওয়া হা/৩৫৭, ২/৭৫ পৃঃ)। ইবনে ওমর (রাঃ) প্রথমে হাত রাখতেন পরে হাঁটু রাখতেন এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতেন' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ২/৭৭ পৃঃ)*। *দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৮।*

প্রশ্ন (২৬/৬১)ঃ আমার পিতা কিছু জমি একটি বিদ'আতী মাদরাসায় মৌখিকভাবে দান করে যান। পিতার মৃত্যুর পর আমি উক্ত জমি ছহীহ সুন্নাহ অনুসারীদের মাদরাসায় লিখে দিতে পারব কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল মুত্ত্বালেব
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ জেনে-শুনে বিদ'আতীদের প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করা উচিৎ নয়। জানার পরে সঠিক জায়গায় দান করলে সেটি ভাল কাজে সহযোগিতা করার শামিল হবে এবং ঐ নেকী ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ভাল ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদা ২)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী; শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। -দেখুনঃ ঐ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৯ টীকা)*।

অতএব বিদ'আতীদেরকে সহযোগিতা করা যাবে না। কাজেই জানার পর সন্তানেরা মৃত পিতার মৌখিক দানকৃত জমি সঠিক স্থানে দান করতে পারেন।

প্রশ্ন (২৭/৬২)ঃ পুত্রবধূর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে ছেলের বিবাহ বাতিল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গোয়ালকান্দী, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। কারণ বৈধ বিবাহ বন্ধনকে অবৈধ কর্ম বিনষ্ট করতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ব্যভিচার বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম

করতে পারে না *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১, ৬/২৮৭ পৃঃ)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে এক লোক তার শাশুড়ীর সাথে যেনা করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা পাপী। এ পাপ তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করতে পারে না *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি বুখারী মুসলিমের শর্তে বর্ণিত। আলী (রাঃ) বলেন, যেনা বৈধ বিবাহ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া পৃঃ ঐ, তা'লীক্ব বুখারী)*। তবে তাদের যেনার শাস্তি হওয়া যরূরী। দেশে ইসলামী আইন জারি না থাকায় সামাজিকভাবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন (২৮/৬৩)ঃ ফরয ছালাতের পর জায়গা পরিবর্তন করে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবেদ আলী
গোপালপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাত আদায়ের স্থান হ'তে কিছুটা সরে গিয়ে সুন্নাত-নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। যদিও জায়গা পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে বিশেষভাবে ইমামের জন্য। হযরত মুগীরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম যে স্থানে (ফরয) ছালাত আদায় করেছে, সেখান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে, (সুন্নাত) ছালাত আদায় করবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫৩)*। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, যেন দু'টি স্থানই তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেয়। আর এজন্যই স্থান পরিবর্তন করে অধিক ইবাদত করা মুস্তাহাব' *(মিরক্বাত)*।

ইমাম বুখারী ও ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ইবাদতের স্থানের সংখ্যা বেশী হয় এবং সিজদার স্থান সমূহ আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষী হয়। যেমন সূরায়ে যিলযালের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'ক্বিয়ামতের দিন যমীন নিজেই বান্দার আমল সম্পর্কে খবর দিবে'। তাছাড়া সূরায়ে দুখানের ২৯ নং আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, কোন মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন যমীনে তার সিজদার স্থানগুলি তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে এবং তার আমল সমূহ আসমানে উঠানো হয় *(নায়ল ৪/১১০ পৃঃ 'ফরয ব্যতীত অন্য স্থানে নফল ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। ইবনে ওমর (রাঃ) জায়গা পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করতেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৮৭)*। অতএব জায়গা পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করাই উত্তম। *-দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৩ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৯/৬৪)ঃ অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী মেয়েকে অধিক সুন্দরী হিসাবে দেখানোর জন্য বিউটি পার্লারে গিয়ে মেকআপ করে বিয়ের পূর্বে বরকে দেখানো জায়েয হবে কি? অতঃপর বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর মেয়ের আসল রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ছেলে সম্পর্কচ্ছেদ করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলে দোষী হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
জোড়বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট ধোকা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম ২/১০১-২; ইরওয়া হা/১৩১৯)*। এমতাবস্থায় ছেলের এখতিয়ার রয়েছে। সে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে বা রাখতেও পারে। তবে এর জন্য দায়ী হবে মেয়ের অভিভাবকগণ। অতএব ছেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে শরীয়তের দৃষ্টিতে দায়ী হবে না। তবে শুধু রং-রূপের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয নয়, দ্বীনের কারণ ব্যতীত। যদি মেয়েটি দ্বীনদার হয়, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ করায় গোনাহের সম্ভাবনা বেশী।

প্রশ্ন (৩০/৬৫)ঃ জনৈক ব্যক্তির ইটের ভাটা রয়েছে। অধিক মুনাফার স্বার্থে অনেক সময় সে জেনে-শুনে দুই নম্বর ইট এক নম্বরে রেখে বিক্রি করে। এরূপ ব্যবসায়ীর কি শাস্তি হবে?

-আব্দুল গণী
সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের ব্যবসা ধোকার শামিল। রাসূল (ছাঃ) ধোঁকাবাজদের সম্পর্কে বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১১০৭; ত্বাবারাণী ছগীর ১৫৩ পৃঃ; ইরওয়া ৫/১৬৪ পৃঃ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩১/৬৬)ঃ সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তিনবার মা এবং একবার পিতার কথা বলার কারণ কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আসাদুল্লাহ
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ পিতা-মাতা উভয়েরই মর্যাদা অপরিসীম। কিন্তু গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতার কতগুলি বিশেষত্বের কারণে পিতার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয়। এর কারণ হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ নিম্নোক্তভাবে নিরূপণ করেছেন।-

(১) গর্ভধারণের পর দীর্ঘ দশটি মাস মাতা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে থাকেন। যে কষ্ট পিতার সহ্য করতে হয় না।

(২) সন্তান প্রসবের সময় একমাত্র মাতাই প্রসব বেদনা সহ্য করে থাকেন।

(৩) সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর দায়িত্ব মাতাই গ্রহণ করে থাকেন। শিশু লালন-পালন এবং পরিচর্যার ভারও মাতার উপরই ন্যস্ত থাকে। যা পিতার পক্ষে সম্ভব নয় *(মিরক্বাত ৯/১৯০ পৃঃ)*। এই সঙ্গে আরেকটি সামাজিক কারণ যোগ করা যেতে পারে যে, নিজ স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে ব্যস্ত পুত্র বা পুত্রবধু সাধারণতঃ তাদের দুর্বল, বৃদ্ধা, রোগিনী বা শয্যাশায়িনী মায়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে পারে না। এ সময় অবহেলিত ও অসহায় মায়ের প্রতি ছেলেকে দায়িত্ব সচেতন করা হাদীছের অন্যতম তাৎপর্য হ'তে পারে।

আল্লাহ বলেন, 'তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করে থাকে এবং দুই বৎসর দুধ পান করিয়ে থাকে' *(লোকমান ১৪, ১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, মায়েরা নিজের সন্তানকে দু'বৎসর দুধ পান করাবে *(বাক্বারাহ ২২৩)*। উল্লেখিত কষ্ট পিতাকে সহ্য করতে হয় না। আদরিনী মাতাই উহা বরণ করেন বিধায় পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন (৩২/৬৭)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব ফৎওয়া দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির যোহরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। এমনকি আছরের সময় উপস্থিত হয়। তখন আছরের জামা'আতে যোহরের নিয়ত করে শরীক হলেই চলবে এবং পরে একাকী

বা জামা'আত সহকারে আছরের ছালাত আদায় করবে। উপরোক্ত বক্তব্য কি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। সঠিক ফৎওয়া হ'লঃ সে ইমামের সাথে আছরের নিয়তে আছরের ছালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة। 'যখন কোন ছালাতের একামত দেওয়া হয়, তখন আর কোন ছালাত নেই, ঐ ফরয ছালাত ব্যতীত' *(মুসলিম, মিশকাত ১০৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৬৮)ঃ সূরা ফাতিহার ১ম আয়াতের অনুবাদ অনেকে এইভাবে করেন যে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক'। প্রকৃত অর্থ কি 'সারা বিশ্বের প্রতিপালক' হবে নাকি 'জগতসমূহের' প্রতিপালক হবে?

-সিরাজুল ইসলাম
খোকসা, কুষ্টিয়া।
ও
নিযামুদ্দীন মাষ্টার
হাটদামনাশ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আয়াতটির প্রকৃত অর্থ হবে- 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক'। 'আ-লামীন' (عالمين) 'আ-লাম' (عالم) শব্দের বহুবচন। এর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকল অস্তিত্বশীল বস্তুকে বুঝানো হয়েছে এবং মানুষের জানা-অজানা সকল সৃষ্টিজগতকে বুঝানো হয়েছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহপাকের আঠারো হাযার মাখলূক্বাত রয়েছে। পৃথিবী তার মধ্যে একটি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ আসমান ও যমীন এবং এ দুইয়ের মধ্যকার ও মধ্যবর্তী আমাদের জানা-অজানা অগণিত জগতের প্রভু ও প্রতিপালক *(ইবনু কাছীর ১/২৫ পৃঃ; দরসে কুরআন 'উম্মুল কুরআন' সেপ্টেম্বর'৯৭)*। উল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অগণিত জগতের প্রতিপালক। সুতরাং সঠিক অনুবাদ হচ্ছে 'জগত সমূহের প্রতিপালক'। কেননা 'সারা বিশ্ব' বলতে শুধু পৃথিবী নামক ছোট্ট এই গ্রহটিকেই বুঝানো হয়।

প্রশ্ন (৩৪/৬৯)ঃ একশ্রেণীর আলেম বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন ছায়া ছিল না। তিনি ছিলেন অতিমানব। যারা বলেন তাঁর ছায়া ছিল তাদের কথার পিছনে কোন দলীল নেই। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম আযাদ
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উপরের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ নবী করীম (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। অতিমানব বলতে মানবের অবয়ব বহির্ভূত কিছু নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলুন! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, (পার্থক্য হ'ল) আমার নিকটে 'অহি' করা হয় *(মু'মিন ৬; কাহফ ১১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, '...আমি (তোমাদের ন্যায়) একজন মানুষ। আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর...*(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭)*।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। আর প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে ছায়া রয়েছে। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এরও ছায়া ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন (৩৫/৭০)ঃ জনৈকা মহিলা তালাক প্রাপ্তা হয়ে পিতার বাড়ীতে অবস্থান কালে অন্য এক লোকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং একটি সন্তান প্রসব করে। গ্রামবাসী তার পিতাকে সমাজচ্যুত করেছে। বর্তমানে তার পিতা সমাজভুক্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাকে কিভাবে সমাজভুক্ত করা যায়? শারঈ বিধান মোতাবেক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ নাছীরুদ্দীন মোল্লা
সাং দোপাড়া, পোঃ ভাইয়ের পুকুর
বগুড়া।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মেয়েটি অপরাধী। তার উপর শারঈ ফায়ছালা হওয়া উচিৎ ছিল। আর তা হ'ল ১০০ দোর্রা ও 'রজম'। অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলা (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৬৬; ইরওয়া হা/২৩৪০-৪১; আলী (রাঃ) প্রদত্ত দোর্রা ও রজমের একত্রিত শাস্তির ঘটনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়া ৮/৭ পৃঃ)। কিন্তু বর্তমানে দেশে শারঈ আইন না থাকার কারণে উক্ত মেয়েটিকে সামাজিক শাস্তি ও সংশোধনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কমপক্ষে ১০০ দোররা মেরে তওবা করতঃ সমাজভুক্ত করবে (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৬৬; ইরওয়া হা/২৩৪১)। বাড়ীর দায়িত্বশীল হিসাবে পিতার উচিৎ ছিল মেয়ের হেফাযত করা। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে মেয়ের পিতাও অপরাধী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)। উল্লেখ্য যে, যেনাকার ছেলেটিরও একইরূপ শারঈ শাস্তি নির্ধারিত। যদি সে বিবাহিত হয়। নইলে তাকে স্রেফ ১০০ দোর্রা মারতে হবে।

এক্ষণে সমাজের জ্ঞানবান পরহেযগার ব্যক্তিদের উচিৎ হবে পিতাকে তওবা করিয়ে সমাজভুক্ত করে নেওয়া। আল্লাহ তওবাকারীদের পসন্দ করেন *(যুমার ৫৩; বাক্বারাহ ২২২)*।